মাসিক

প্রকাশকঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোনঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৭৬১৩৭৮।

مجلة التحريك الشهرية ، مجلة علمية دينية
جلد: ٢ عدد: ١، جمادي الثانية ١٤١٩هـ
رئيس التحرير: د. محمد أسد الله الغالب
صدرها " حديث فاؤنديشن بنغلاديش"

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ তাওহীদ ট্রাষ্ট -এর সৌজন্যে নির্মিত হলদী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রাজশাহী।

মুদ্রণেঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ৭৭৪৬১২

* বার্ষিক গ্রাহক চাঁদাঃ ১১০/০০
* ষান্মাসিক গ্রাহক চাঁদাঃ ৬০/০০

বিজ্ঞাপনের হারঃ

* শেষ প্রচ্ছদ ঃ	৩,০০০ টাকা
* দ্বিতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,৫০০ টাকা
* তৃতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,০০০ টাকা
* সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ঃ	১,৫০০ টাকা
* সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠাঃ	৮০০ টাকা
* সাধারণ সিকি পৃষ্ঠাঃ	৫০০ টাকা

কারিগরী তথ্যঃ
* সাইজঃ ৯ ইঞ্চি × ৭ ইঞ্চি
* ভাষাঃ বাংলা
* মুদ্রণঃ কম্পিউটার কম্পোজ
* পৃষ্ঠাঃ ৫৩
* প্রচ্ছদঃ এক রঙা অফসেট

০ স্থায়ী বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশন ও কমিশনের ব্যবস্থা।

Monthly AT-TAHREEK
Chief Editor: Dr.Muhammad Asadullah Al-Ghalib
Edited by Muhammad Saknawat Hossain
Published by: Hadees Foundation Bangladesh
Kajla, Rajshahi.Bangladesh
Yearly subscription Tk: 110/00 Only.
Address: Editor, *Monthly* AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH, P.o. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph. (0721) 760525, Ph & Fax (0721) 761378

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

২য় বর্ষ ঃ ১ম সংখ্যা

জমাদিউছ্ ছানী ১৪১৯ হিঃ

আশ্বিন ১৪০৫ বাং

অক্টোবর ১৯৯৮ ইং

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ২
- দরসে কুরআন ৩
- দরসে হাদীছ ৮
- প্রবন্ধ ঃ
  - টিভি এক নতুন সাথী ১২
    –আব্দুস সামাদ সালাফী
  - সমাজ সংস্কারে যুবকদের ভূমিকা ১৩
    –মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
  - লাইব্রেরী ১৬
    –এম, আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন
  - শতাব্দীর ভয়াবহ বন্যাঃ বিপর্যস্ত বাংলাদেশ ১৮
    –মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন
- মনীষী চরিত
  - মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁঃ উপমহাদেশে মুসলিম পুনর্জাগরণের অগ্রদূত ২০
    –মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
- চিকিৎসা জগৎ
  - ✳ লিভার বা যকৃতের দেশীয় চিকিৎসা ২৪
  - ✳ জণ্ডিসের পরীক্ষিত ঔষধ
- কবিতা ২৫
- সোনামণিদের পাতা ২৭
- স্বদেশ–বিদেশ ৩০
- মুসলিম জাহান ৩৪
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৩৬
- সংগঠন সংবাদ ৩৮
- প্রশ্নোত্তর ৪১
- প্রশ্নোত্তরের বর্ষসূচী ৫১

প্রধান সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল–গালিব

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
শামসুল আলম

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
ওয়ালিউয্ যামান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত–তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোন– (০৭২১) ৭৬০৫২৫
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
ঢাকা ফোনঃ ৮৯৬৭৯২, ৯৩৩৮৮৫৯

মূল্যঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

বন্যায় বিপর্যস্ত বাংলাদেশঃ

প্রায় আড়াই মাস যাবৎ স্থায়ী স্মরণকালের ভয়াবহতম সর্বগ্রাসী বন্যার ফলে বাংলাদেশের সার্বিক জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোটি কোটি মানুষ হয়েছে দুর্গত ও দুর্দশাগ্রস্ত। অসংখ্য মানুষের জীবন ধারণের স্বাভাবিক ব্যবস্থা তছনছ হয়ে গেছে। বাসগৃহ ধ্বংস হয়েছে, জীবিকা বাধাগ্রস্ত হয়েছে, প্রায় অচল হয়ে পড়েছে জীবনের স্বাভাবিক গতি। পত্রিকান্তরে প্রকাশ কেবল সড়ক ও রেল যোগাযোগ খাতেই ক্ষতির পরিমাণ ২ হাযার ১শত কোটি টাকা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় ১৪ হাযার; যে গুলির সংস্কারের জন্য প্রয়োজন হবে ২১৬ কোটি টাকা। ফসলহানির পরিমাণ প্রায় ২০ লক্ষ টন। যার ফলে বর্তমান অর্থবছরে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ৪০ লক্ষ টনে দাঁড়াবে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

দীর্ঘস্থায়ী বন্যার কারণে রোগগ্রস্ত হয়েছে অসংখ্য মানুষ। মৃত্যুবরণ করেছে প্রায় সহস্রাধিক। আশ্রয় কেন্দ্র সমূহে ত্রাণ সামগ্রী ছিল অপ্রতুল। ফলে ক্ষুধার জ্বালায় মা তার আদরের দুলাল তিনদিনের শিশুপুত্রকে পর্যন্ত বিক্রি করে ক্ষুধা নিবারণে উদ্যত হয়েছিল। অপর মা একই কারণে তার দুই শিশু কন্যাকে নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মাহুতি দিয়েছেন। জাতির এই চরম দুর্দিনেও এক শ্রেণীর এনজিও তাদের ঋণের কিস্তি পরিশোধে দুর্গতদের উপরে এমনকি রিলিফ বিক্রির চাপ প্রয়োগ করেছে। আর আত্মহত্যা করেছে জনৈক্য বোন। এটাই হ'ল দেশের রূঢ় বাস্তবতার কিছু ছিটেফোঁটা।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইতিপূর্বেও হয়েছে। কিন্তু এ বছরের ন্যায় এত ভয়াবহ এত প্রলম্বিত এবং এত মারাত্মক অবস্থার মুখোমুখি হ'তে হয়নি কখনো দেশবাসীকে। যদি প্রশ্ন করা হয় আমরা কেন বার বার প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হচ্ছি? আমাদের জীবনযাত্রা কেন বার বার ব্যাহত হচ্ছে? যারা 'প্রকৃতির খেয়ালীপনাই এর জন্য দায়ী' বলেন, তারা নিজেদের হাতে সৃষ্ট সামাজিক অবক্ষয়কে পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করেন, যা প্রকারান্তরে দায়িত্বহীনতার শামিল। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য যে, মানুষের জ্ঞান ও বিবেক যখন অন্ধ হয়ে যায়, মানুষ যখন আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূলের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পাপ-পঙ্কিলতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, মানুষের নৈতিকতাবোধ যখন একেবারে শূন্যের কোঠায় নেমে আসে, তখন ঐ জাতির উপরে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে আসে। ইতিপূর্বেও আল্লাহপাক বহু জাতিকে তাদের কৃতকর্মের ফলে সমূলে ধ্বংস করেছেন।

বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি পূর্বের তুলনায় কোন অংশেই উন্নত নয়। বরং তার চাইতে অবনতিশীল বললেও অত্যুক্তি হবে না। আড়াই বৎসরের শিশু থেকে শুরু করে ৭০ বৎসরের বৃদ্ধাও এ দেশে নিরাপদ নয়। হত্যা, ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই এ দেশের নিত্যকার ঘটনা। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, ভিসিআর ও ডিশ এ্যান্টেনার নীল দংশন, অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, টিভি-সিনেমায় অশ্লীল ছবি প্রদর্শনই নৈতিক অবক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। দেশের পেক্ষাগৃহ গুলোতে প্রতিনিয়ত ইংরেজী ছবির নামে রঙিন ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে। অথচ প্রশাসন এ ব্যাপারে নিশ্চুপ। যে দেশে সরকারের নাকের ডগায় প্রতিনিয়ত অশ্লীল ছবি প্রদর্শিত হয়, পুলিশের সামনে এমনকি পুলিশের দ্বারা আইন ও সমাজ বিরোধী কাজ হয়, যে দেশের নেতারাই সন্ত্রাসীদের লালন করেন ও আশ্রয় দেন, সে দেশে সামাজিক উন্নতি আশা করা 'চোরকে চুরি করতে বলা আর মালিককে সজাগ থাকতে বলা'রই নামান্তর। কাজেই সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সংসদে গলা ফাটিয়ে বুলি আওড়ানোর কোন হেতুবাদ নেই। বরং এর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করে এখনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করা আমাদের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। যারা এই ভয়াবহ বন্যায় নিহত হয়েছেন, তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করি। দুর্দশাগ্রস্ত ভাইদের দুর্দশা দূরীভূত হৌক। দেশের সজীবতা ফিরে আসুক। আল্লাহ্র নিকটে সেই প্রার্থনা করি।

পরিশেষে পত্রিকার স্বার্থে সেপ্টেম্বর'৯৮ সংখ্যা বন্ধ রেখে অক্টোবর'৯৮ থেকে ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা শুরু হ'ল। বর্ষ শুরুতে আমরা আমাদের সকল লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপন দাতা ও এজেন্ট ভাই-বোনকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই এবং ভবিষ্যৎ পদযাত্রায় আল্লাহ্র তাওফীক কামনা করি- আমীন!!

দরসে কুরআন

আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّثٰتِ فِى الْعُقَدِ. وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ-

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. إِلٰهِ النَّاسِ. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ-

১. উচ্চারণঃ (১) কুল আ'উযু বিরব্বিল ফালাক্ব (২) মিন শার্রি মা খালাক্ব (৩) ওয়া মিন শার্রি গা-সিক্বিন এযা ওয়াক্বাব (৪) ওয়া মিন শার্রিন্নাফ্‌ফা-ছা-তি ফিল 'উক্বাদ (৫) ওয়া মিন শার্রি হা-সিদিন এযা হাসাদ।

(১) কুল আ'উযু বিরব্বিন্না-স (২) মালিকিন্না-স (৩) এলা-হিন্না-স (৪) মিন শার্রিল ওয়াস্‌ওয়া-সিল খান্না-স (৫) আল্লাযী ইয়ুওয়াস্‌ভিসু ফী ছুদূরিন্না-স (৬) মিনাল জিন্নাতে ওয়ান্না-স।

২. অনুবাদঃ সূরায়ে ফালাক্বঃ (১) বলুন! আমি উষাপতির আশ্রয় গ্রহণ করছি (২) ঐসবের অনিষ্ট হ'তে, যেসব তিনি সৃষ্টি করেছেন (৩) এবং রাতের অনিষ্ট হ'তে যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় (৪) এবং গিরাসমূহে ফুৎকার দানকারিনী মহিলাদের অনিষ্ট হ'তে (৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট হ'তে যখন সে হিংসা করে।

সূরায়ে নাসঃ (১) বলুন! আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার (২) মানুষের অধিপতির (৩) মানুষের উপাস্যের (৪) গোপন শয়তানের কুমন্ত্রণার অনিষ্ট হ'তে (৫) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তর সমূহে (৬) জিন ও মানুষের মধ্য হ'তে।

৩. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ (১) কুল (قُلْ) 'আপনি বলুন'!

أمر حاضر معروف، صيغه واحد مذكر حاضر

আদেশ সূচক ক্রিয়া, মধ্যম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ। এখানে বড় ক্বাফ উচ্চারণে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেন ছোট কাফ উচ্চারিত না হয়, যার অর্থ 'আপনি খান'। বড় ক্বাফ (ق) বর্ণটি জিহ্বার মূল ও ঐ বরাবর উপরের তালু হ'তে কাক-এর আওয়াযের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যেমন- قَالَ، وَقَبَ ইত্যাদি (২) আ'উযু (أَعُوْذُ) অর্থ اَلْجَأُ 'আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি' صيغة واحد متكلم بحث إثبات فعل مضارع معروف অর্থাৎ বর্তমান কালের হাঁ-সূচক ক্রিয়া পদ, উত্তম পুরুষ, একবচন, উভয় লিঙ্গ। আরবী ব্যাকরণে উত্তম পুরুষ সর্বদা উভয় লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। যেমন اَقُوْلُ 'আমি বলিতেছি' ক্রিয়াপদ পুরুষ বা স্ত্রী উভয় লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। (৩) ফালাক্ব (فَلَقَ) অর্থ বিদীর্ণ হওয়া (شق الشئ و فصل بعضه من بعض)। যেমন যমীন থেকে অংকুরোদ্গম হওয়া, পাহাড়ের বুক চিরে পানি নির্গত হওয়া , মায়ের গর্ভ থেকে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া ইত্যাদি। আল্লাহ হ'লেন এসবের একচ্ছত্র মালিক। যেমন তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন, إِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى 'নিশ্চয়ই আল্লাহ বীজ ও আঁটি হ'তে অংকুর উদ্গমকারী' (আন'আম ৯৫)। অমনিভাবে তিনি فَالِقُ الْاِصْبَاحِ '(রাত্রির অন্ধকার হ'তে) প্রভাতের উন্মেষকারী' (আন'আম ৯৬)। আলোচ্য সূরাতে 'ফালাক্ব' অর্থ উষা বা প্রভাত।

(৪) নাফ্‌ফা-ছাত (النَّفَّاثَات) অর্থ 'অধিক ফুঁকদানকারিণীগণ'। একবচনে نَفَّاثَةٌ যেমন عَلَّامَةٌ। نَفْثٌ ধাতু হ'তে উৎপন্ন। যার অর্থ 'ফুঁক দেওয়া'।

(৫) উক্বাদ (العُقَدْ) অর্থ বন্ধন বা গিরা সমূহ। একবচনে عُقْدَةٌ। النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ অর্থ 'গিরা সমূহে ফুঁকদানকারিণীগণ'। এখানে জাদুকর মহিলাগণ। জাদু সাধারণতঃ মেয়েরা করত বলেই স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবরা দু'টি বস্তুর বন্ধনকে عُقْدَةٌ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করে। যেমন কুরআনে বিবাহকে (عُقْدَةُ النِّكَاحِ) বা বিবাহের গিরা বা বন্ধন বলা হয়েছে (বাক্বারাহ ২৩৫, ২৩৭)।

(৬) 'ওয়াসওয়া-স' বা 'ভেসওয়া-স' (الوَسواس) অর্থ 'মনের দুষ্ট কল্পনা সমূহ' (حديث النفس)। একবচনে ওয়াসওয়াসাহ বা ভেসওয়াসাহ (الوَسوسة)।

(৭) 'খান্নাস' (الخَنَّاسُ) অর্থ 'অধিক গোপনকারী'। (خُنْسٌ) ধাতু হ'তে উৎপন্ন। আল্লাহ বলেন, فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ 'আমি নক্ষত্ররাজির কসম খেয়ে বলছি' (তাকভীর ১৫)। এখানে নক্ষত্রকে 'খুন্নাস' এজন্যে বলা হয়েছে যে, তা প্রকাশিত হবার পর পুনরায় লুকিয়ে যায়। হযরত সাঈদ

বিন জুবায়ের (রাঃ) বলেন, শয়তানকে 'খান্নাস' বলা হয়েছে এজন্য যে, যখন বান্দা আল্লাহ্কে স্মরণ করে, তখন শয়তান লুকিয়ে যায়। আবার যখন গাফেল হয়, তখন সে কুমন্ত্রণা দেয়'।[১]

(৮) 'জিন্নাতুন' (جِنَّةٌ) অর্থ জিন সমূহ। একবচনে (جِنِّيٌّ) যেমন اِنْسٌ -এর একবচন اِنْسِيٌّ। 'জিন্নাতুন' -এর শেষে গোল 'তা' বহুবচনের স্ত্রীচিহ্ন (والهاء لتانيث الجماعة)। জিন ও ইনসান আভিধানিক অর্থেই পৃথক শব্দ। গোপন সত্তা হওয়ার কারণে জিনকে 'জিন' বলা হয় এবং প্রকাশ্য সত্তা হওয়ার কারণে ইনসানকে 'ইনসান' বলা হয়, যা إيناس হ'তে বুৎপন্ন, যার অর্থ إبصار বা প্রদর্শন করা।[২]

৪. শানে নুযূলঃ এ সম্পর্কে তিন প্রকার বর্ণনা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে জমহূর মুফাসসিরীন-এর নিকটে ছহীহ বুখারী 'চিকিৎসা' অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীছটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। এতদ্ব্যতীত মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় উক্ত মর্মের হাদীছে কিছু ব্যাখ্যা সংযুক্ত হয়েছে। যেগুলির বিষয়ে হাফেয ইবনু কাছীর বলেন, কোনটির সনদ খুবই দুর্বল, কোনটির সমর্থনে অন্য বর্ণনা রয়েছে।

ছহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জাদুগ্রস্ত হ'লেন। জাদুর প্রভাবে তাঁর মধ্যে মাঝে-মাঝে স্মৃতিভ্রম ঘটতে লাগল। কিছু করে পরক্ষণেই ভাবতেন কাজটি তিনি করেননি। একদিন তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন, হে আয়েশা! তুমি কি জানো আল্লাহ আমাকে ঐ বিষয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, যে বিষয়ে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করতে?*

এরপর রাসূল (ছাঃ) স্বপ্নের বিবরণ দিয়ে বলেন, আমার নিকটে দু'জন লোক আসল। যাদের একজন আমার মাথার দিকে অন্যজন আমার পায়ের দিকে বসল।

তারপর আমার মাথার দিকের লোকটি পায়ের দিকের লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, এনার অবস্থা কি? বলা হ'লঃ ইনি জাদুগ্রস্থ। কে জাদু করেছে? 'বনু যুরাইক্ব গোত্রের জনৈক লাবীদ বিন আ'ছাম (لبيد بن أعصم)। যে একজন মুনাফিক ও ইহুদীদের মিত্র'। কিসে জাদু করেছে? 'চিরুনীতে ও ছিন্ন চুলে'। ওগুলো কোথায় আছে? 'যারওয়ান কূপের কিনারে যে পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে কুয়ার পানি তোলা হয়, ঐ পাথরের নীচে নর খেজুর গাছের কাঁদির শুকনা খোসার মধ্যে'। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এলেন ও সেটি বের করলেন এবং বললেন, এই কূয়াই আমাকে দেখানো হয়েছে। ..... আমি বললাম, আমি কি খবরটা ছড়িয়ে দেবনা? জবাবে তিনি বললেন,

اما الله فقد شفانى وأكره ان أثير على أحد من الناس شرًا-

'আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দান করেছেন। (এই খবর প্রচারের ফলে) মানুষের মধ্যে মন্দ প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ুক, এটা আমি অপসন্দ করি' (বুখারী, ইবনু কাছীর)। ছা'লাবীর তাফসীরে হযরত ইবনু আব্বাস ও হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলের একজন ইহুদী খাদেম বালক ছিল, যার মাধ্যমে রাসূলের চিরুনীর কয়েকটি দাঁত ও ছিন্ন চুল সংগ্রহ করা হয়। নাযিলকৃত সূরায়ে ফালাক্ব ও নাস -এর এক একটি আয়াত তিনি পাঠ করেন ও এক একটি গিরা খুলে যায়। অবশেষে রাসূলের মাথা হালকা হয়ে যায়' (ইবনু কাছীর)।

ফযীলতঃ (১) হযরত ওক্ববা বিন আমের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, আজকের রাত্রিতে এমন কিছু আয়াত নাযিল হয়েছে, যার সমতুল্য আয়াত কখনোই নাযিল হয়নি। সেগুলি হ'ল সূরায়ে ফালাক্ব ও নাস -এর আয়াত সমূহ'।[৩]

(২) ইবনু আবিস আল-জুহনী (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বলেন, হে ইবনু আবিস! আল্লাহ্র নিকটে আশ্রয় চাওয়ার শ্রেষ্ঠ দো'আ কি আমি তোমাকে জানিয়ে দেব না? সেটি হ'ল ফালাক্ব ও নাস-এর দু'টি সূরা'।[৪]

(৩) হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন রাতে শুতে যেতেন, তখন নিজের দুই হাত একত্রিত করে সেখানে সূরায়ে ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পড়ে ফুঁক দিতেন। অতঃপর মাথা ও মুখসহ শরীরের

---

১. কুরতুবী, রাযী প্রমুখ।

২. রাযী, তাফসীর কাবীর।

** এখানে ছহীহ বুখারীর 'চিকিৎসা' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, إن الله قد أفتانى فيما استفتيته فيه 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে ফৎওয়া দিয়েছেন, যে বিষয়ে তুমি ফৎওয়া চেয়েছিলে'। এক্ষেত্রে অহি ভিত্তিক নিশ্চিত সিদ্ধান্তকে 'ফৎওয়া' বলা হয়েছে। আর ঐ সিদ্ধান্ত যিনি দেন, তাঁকে 'মুফতী' বলা হয়। এখানে আল্লাহ স্বয়ং মুফতী। অতএব ছহীহ দলীল ভিত্তিক সমাধান ব্যতীত অন্য কারু রায় ভিত্তিক সমাধানকে 'ফৎওয়া' বলা যাবেনা এবং অনুরূপ কোন ফৎওয়া দাতাকে 'মুফতী' বলা যাবেনা। সাথে সাথে 'ফৎওয়া' শব্দটি নিয়ে যারা তাচ্ছিল্য করেন, তাদেরও যবান সংযত করা উচিত। -লেখক*

৩. মুসলিম, মিশকাত হা/২১৩১।

৪. নাসাঈ, তাফসীর ইবনু কাছীর।

সম্মুখ ভাগ দু'হাত দিয়ে তিনবার মাসাহ করতেন'।[৫]

(৪) হযরত আয়েশা (রাঃ) আরও বলেন যে, কোন অসুখ-বিসুখ হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরায়ে ফালাক্ব ও নাস পড়ে নিজের উপরে ফুঁক দিতেন। অতঃপর তাঁর মৃত্যুকালে কঠিন যন্ত্রণার সময় আমি নিজে ঐ সূরা দু'টি পাঠ করি ও বরকতের আশায় তাঁর হাত দিয়ে তাঁর শরীরে মাসাহ করি'।[৬]

(৫) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিন ও ইনসানের নযর লাগা হ'তে আল্লাহ্র আশ্রয় চাইতেন। কিন্তু যখন সূরায়ে ফালাক্ব ও নাস নাযিল হ'ল, তখন তিনি সব বাদ দিয়ে কেবল ঐ দু'টি সূরা দ্বারা আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করতেন'।[৭]

(৬) উক্ববা বিন আমের (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে জুহ্ফা ও আবওয়া-র মধ্যবর্তী এলাকা সফরে ছিলাম। এমন সময় প্রবল বায়ু ও অন্ধকারের ঘনঘটা আমাদেরকে ছেয়ে ফেলল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন সূরায়ে ফালাক্ব ও নাস পড়তে লাগলেন এবং আমাকে বললেন, হে ওক্ববা! এ দু'টি সূরা দ্বারা আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা কর। কেননা এ দু'টির ন্যায় অন্য কিছু নেই কোন আশ্রয় প্রার্থনাকারীর জন্য'।[৮]

(৭) হযরত আব্দুল্লাহ বিন খুবায়েব (রাঃ) বলেন, একদা আমরা গভীর অন্ধকার ও বৃষ্টি মুখর রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে খুঁজতে বের হলাম। অতঃপর আমরা তাঁকে খুঁজে পেলাম। তখন তিনি বললেন, পড়। আমি বললাম, কি পড়ব? তিনি বললেন, সূরায়ে ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস। তুমি সকাল ও সন্ধ্যায় তিনবার করে পড়বে। তাহ'লে সকল বিপদের জন্য যথেষ্ট হবে'।[৯]

৫. সংক্ষিপ্ত তাফসীরঃ এই সূরা দু'টিকে একত্রে 'মু'আউওয়াযাতান' (المعوذتان) বলা হয়। যার অর্থ 'আশ্রয় প্রার্থনার মাধ্যমদ্বয়'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিপদাপদে ও অসুখ-বিসুখে এ সূরা দু'টি পাঠ করে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। সম্ভবতঃ এ কারণেই হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) এ সূরা দু'টিকে কেবল দু'আ মনে করে কুরআনের সূরা বলে গণ্য করেননি (আহমাদ, বুখারী প্রভৃতি; তাফসীর ইবনে কাছীর)। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, সম্ভবতঃ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) উক্ত সূরা দু'টি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে সরাসরি শোনেননি। অথবা 'মুতাওয়াতির' সূত্রে তাঁর নিকটে পৌঁছেনি অথবা পরিশেষে সকল ছাহাবীর ঐক্যমতের প্রতি ফিরে এসে থাকবেন। কেননা ছাহাবায়ে কেরাম এ সূরা দু'টিকে স্ব স্ব 'মাছহাফে' লিপিবদ্ধ করেছেন এবং সারা বিশ্বে প্রচার করেছেন' (ঐ, তাফসীর)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন বিপদাপদ হ'তে নিরাপদ থাকার জন্য এই সূরা দু'টি পাঠ করে আল্লাহ্র আশ্রয় চাইতেন। এক্ষণে সূরায়ে 'ফালাক্ব'-য়ে বর্ণিত ৫টি ও 'নাস'-য়ে বর্ণিত ৬টি মোট ১১টি আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল-

১. قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ 'বলুন আমি উষাপতির আশ্রয় গ্রহণ করছি'। 'ফালাক্ব' অর্থ বিদীর্ণ হওয়া। রাতের অন্ধকার বিদীর্ণ করে প্রভাতের সূর্যরশ্মি বিকীর্ণ হয় বলে এখানে 'ফালাক্ব' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'উষাপতি' বলে ঐ দিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, প্রভাতের আলোক রশ্মি ছড়িয়ে পড়লে যেমন রাত্রির অন্ধকারের অনিষ্টকারিতার ভয় হ'তে মানুষ স্বস্তি পায় ও নিশ্চিন্ত হয়, অমনিভাবে বিপদগ্রস্ত মানুষ আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করলে স্বস্তি পায় ও নিশ্চিন্ত হয়। আল্লাহ্র উপরে পূর্ণ তাওয়াক্কুল থাকলে তিনি বান্দাকে রক্ষা করে থাকেন।

২. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ 'ঐসবের অনিষ্ট হ'তে যেসব তিনি সৃষ্টি করেছেন'। এখানে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সব ধরণের অনিষ্ট বুঝানো হয়েছে। নিজের অসুখ একটি প্রত্যক্ষ অনিষ্ট। কিন্তু বাচ্চার বা পরিবারের কারো অসুখ পরোক্ষ অনিষ্ট হ'লেও তা সমান কষ্টদায়ক। অনুরূপভাবে কুফর ও শিরকের অনিষ্ট প্রত্যক্ষ না হ'লেও তার পরোক্ষ ও পরকালীন অনিষ্ট অন্য সবকিছুর চাইতে বেশী। অত্র আয়াতে অনিষ্টের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহ্কে গণ্য করা হয়েছে। যেহেতু আল্লাহ এক। তাঁর কোন শরীক নেই। সেহেতু ভাল-মন্দ সকল কর্মের সৃষ্টিকর্তা তিনি। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে- وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ 'আল্লাহ তোমাদেরকে ও তোমরা যা কর, সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন' (ছাফ্ফাত ৯৬)। এখানে সৃষ্টি করেছেন অর্থ এটা নয় যে, তিনি বান্দাকে মন্দকার্য করার নির্দেশ দান করেছেন। বরং আল্লাহ বান্দাকে স্বাধীন কর্মশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন (দাহ্র ৩)। বান্দা ইচ্ছা করলে তা ভাল কাজেও ব্যয় করতে পারে, মন্দ কাজেও ব্যয় করতে পারে। দুনিয়াতে পাক বা না পাক, আখেরাতে সে তার ভালমন্দ ও ছোটবড় সকল কাজের পূর্ণ বদলা পাবে (ইয়াসীন ৫৪, কাহাফ ৪৯)। অতএব আল্লাহ হ'লেন 'কর্মের সৃষ্টিকর্তা' (خالق الأفعال)

---

৫. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/২১৩২।*
৬. মুওয়াত্ত্বা, বুখারী, মুসলিম, তাফসীর ইবনু কাছীর।
৭. *নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ; তিরমিযী হাদীছটিকে 'হাসান ছহীহ' বলেছেন, তাফসীর ইবনু কাছীর।*
৮. *আবূদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু হিব্বান, হাকেম, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২১৬২।*
৯. *তিরমিযী, আবূদাঊদ, নাসাঈ; তিরমিযী হাদীছটিকে 'হাসান ছহীহ' বলেন, মিশকাত হা/২১৬৩।*

ও বান্দা হ'ল 'কর্মের বাস্তবায়নকারী' (فاعل الأفعال)। অদৃষ্টবাদী জাবরিয়াগণ বান্দাকে 'ইচ্ছা ও কর্মশক্তিহীন বাধ্যগত জীব' বলে মনে করেন। مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ বা অনুরূপ আয়াত সমূহের অর্থ বুঝতে তাঁরা ভুল করেন।

অত্র আয়াতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যাবতীয় অনিষ্ট হ'তে বান্দাকে আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। পরবর্তী তিনটি আয়াত অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে এসেছে এবং সেখানে তিনটি প্রধান অনিষ্টের কথা বলা হয়েছে, যা সাধারণভাবে বান্দার বিপদ ও মুছীবতের কারণ হ'য়ে থাকে। ১- রাত্রিকালীন অনিষ্ট। ২- জাদুর অনিষ্ট ও ৩- হিংসুকের হিংসার অনিষ্ট। যেমন এরশাদ হয়েছে-

৩. وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 'এবং রাতের অনিষ্ট হ'তে যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়'। غَسَقٌ অর্থ 'প্রথম রাত্রির অন্ধকার'। وُقُوْبٌ অর্থ 'অন্ধকার গভীরতর হওয়া'। রাত্রি যত গভীর হয়, জিন-শয়তান ও মানুষরূপী শয়তানদের বিচরণ ও দুষ্কর্ম তত বৃদ্ধি পায়। ইতর প্রাণী ও কষ্টদায়ক কীট-পতঙ্গ সরীসৃপ ও হিংস্র পশুদের অনিষ্টকারিতা ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে। শত্রুরা রাতেই শলা পরামর্শ করে ও আক্রমণ করে। তাই বিশেষভাবে এখানে রাত্রির অনিষ্টকারিতা হ'তে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

৪. وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّثٰتِ فِى الْعُقَدِ 'এবং গিরাসমূহে ফুৎকার দানকারিণী মহিলাদের অনিষ্ট হ'তে'। জাদুকর পুরুষ ও নারী উভয়ে হয়ে থাকে। তবে আরব দেশে মহিলারাই এ অন্যায় কাজে বেশী পারঙ্গম ছিল ও সাধারণতঃ মেয়েরাই জাদু করত। ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করেন যে, কথিত আছে যে, লাবীদ বিনুল আ'ছাম-এর মেয়েরা উক্ত জাদু করেছিল ও ১১টি গিরা দিয়েছিল। অতঃপর ১১টি আয়াত-এর মাধ্যমে একটা একটা করে গিরাগুলি খুলে যায়' (ঐ, তাফসীর)। তিনি এক একটি আয়াত পড়েন ও একটি করে গিরা খুলে যায়। যত গিরা খোলে তত তাঁর মাথা হালকা হ'তে থাকে। সবগুলি খুলে গেলে তিনি ভারমুক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে যান।[১০]

৫. وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ' এবং হিংসুকের অনিষ্ট হ'তে যখন সে হিংসা করে'। হিংসার প্রকৃত অর্থ হ'ল تمنى زوال نعمة المحسود অর্থাৎ 'হিংসাকৃত ব্যক্তির নেয়ামত দূর হয়ে যাওয়ার আকাংখা করা'। আসমানে প্রথম কৃত পাপ হ'ল হিংসা, যা ইবলীস আদম (আঃ)-এর সাথে করেছিল। অমনিভাবে যমীনে প্রথম কৃত পাপ হ'ল হিংসা, যা আদম পুত্র ক্বাবীল তার ভাই হাবীল -এর সাথে করেছিল। ইবলীস প্রথম কুফরীর সূচনা করে এবং ক্বাবীল প্রথম হত্যার সূচনা করে। দু'টিরই মূল উৎস ছিল হিংসা। হিংসা সকল পুণ্যকে খেয়ে ফেলে, যেমন আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে। হিংসা তাই সবচাইতে নিকৃষ্ট পাপ। এ থেকেই অন্যান্য পাপের জন্ম হয়। হিংসুক ব্যক্তি আল্লাহ্র অভিশাপগ্রস্ত ও তাঁর রহমত হ'তে বঞ্চিত। এরা মানুষকে হিংসা করার মাধ্যমে মূলতঃ আল্লাহ্র রহমতকে হিংসা করে, যা তিনি অন্যকে দান করেছেন। হিংসার পাল্টা হিংসা না করাই হিংসুকের জন্য বড় শাস্তি। কবির ভাষায় -

إصبر على حسد الحسد + ود فان صبرك قاتله

'হিংসুকের হিংসায় তুমি ছবর কর। কেননা তোমার ছবর হ'ল তার হত্যাকারী'।[১১]

إِذَا حَسَدَ 'যখন সে হিংসা করে' একথা বলার মাধ্যমে এটা বুঝানো হয়েছে যে, হিংসার অনিষ্ট অতক্ষণ প্রকাশ পায় না, যতক্ষণ না হিংসুক ব্যক্তি তার কাজ বা কথার মাধ্যমে হিংসার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। সে প্রতি মুহূর্তে হিংসাকৃত ব্যক্তির অনিষ্ট ও ধ্বংস কামনা করে ও সেজন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে কাজ করে।

ইমাম কুরতুবী বলেন, 'আল্লাহ্ পাক এই সূরাটিকে 'হিংসা'র আয়াত দ্বারা শেষ করেছেন হিংসা যে সর্বাধিক ক্ষতিকর বস্তু, সে বিষয়টি তুলে ধরার জন্য। কেননা হিংসুক ব্যক্তি আল্লাহ্র নেয়ামতের শত্রু'।[১২]

৬. ৭. ৯. قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. إِلٰهِ النَّاسِ। 'বলুন! আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার, মানুষের অধিপতির, মানুষের উপাস্যের'। আল্লাহ সকল সৃষ্টির প্রভু হওয়া সত্ত্বেও কেবল মানুষের প্রভু বলার কারণ দু'টি হ'তে পারে। এক- এজন্য যে, মানুষ হ'ল সেরা সৃষ্টি। তাদের হুঁশিয়ার করে দেওয়া হ'ল যে, মানুষ বড় হওয়া সত্ত্বেও তিনি আল্লাহ তাদের সৃষ্টিকর্তা। অতএব তিনি সবার বড়। দুই- এজন্য যে, তিনি মানুষের অনিষ্টকারিতা হ'তে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন। তাই বারবার মানুষের কথা স্মরণ করিয়ে তিনি হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন যে, কেবলমাত্র তিনিই মানুষকে মানুষের অনিষ্টকারিতা হ'তে রক্ষা করতে পারেন (কুরতুবী)।

---

১০. তাফসীর ইবনে কাছীর; তবে ইবনু কাছীর বলেন, ছা'লাবীর তাফসীরের এই সব বর্ণনা যথার্থভাবে নির্ভরযোগ্য নয়।

১১. কুরতুবী ৫/২৫২ পৃঃ; ঐ, নিসা ৫৫ আয়াতের তাফসীর।

১২. কুরতুবী ২০/২৫৯ পৃঃ; সে আল্লাহ্র নেয়ামতের বন্টন ব্যবস্থার বিরোধী।

অতঃপর এখানে অন্যান্য গুণ বাদ দিয়ে কেবল 'রব' 'অধিপতি' ও 'উপাস্য' তিনটি গুণ উল্লেখ করার কারণ এই হ'তে পারে যে, মানুষ সাধারণতঃ রাজা-বাদশা ও রাষ্ট্রনেতাদের অনুগামী হয় এবং তাদের অনেকে নিজেদেরকে মানুষের দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা মনে করেন। অমনিভাবে কিছু সংখ্যক পথ মানুষকে মানুষ 'রব' বা উপাস্য দেবতার আসনে বসিয়ে থাকে ও নযর-মানত পেশ করে তাদের পূজা করে থাকে। আল্লাহ অত্র আয়াতগুলির মাধ্যমে হুঁশিয়ার করে দিলেন যে, তিনিই একমাত্র অধিপতি ও তিনিই একমাত্র 'রব' ও 'ইলাহ' বা উপাস্য। অতএব বিপদে-সম্পদে সর্বদা তাঁর নিকটেই আশ্রয় চাইতে হবে, অন্য কোথাও নয়।

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

৯,১০,১১ঃ

'গোপন শয়তানের কুমন্ত্রণার অনিষ্ট হ'তে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তর সমূহে, জিন ও মানুষের মধ্য হ'তে'।

'খান্নাস' শয়তানের কাজ হ'ল মানুষের হৃদয় জগতে বসে তাকে ধোকা দেওয়া ও আল্লাহ্র পথ থেকে ফিরিয়ে রাখা। যখনই বান্দা আল্লাহ্কে স্মরণ করে, তখনই সে পালায়। আবার সুযোগ বুঝে মনের গহিনে প্রবেশ করে তাকে ধোকায় ফেলে। এজন্যই এদেরকে 'খান্নাস' বলা হয়েছে। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, খান্নাসের ধোকা দু'ধরণের হয়ে থাকে। এক- সে ধোকা দিয়ে তাকে হেদায়াতের রাস্তা থেকে সরিয়ে নেয়। দুই- হেদায়াতের উপরে ইয়াক্বীন বা দৃঢ় বিশ্বাস থেকে দূরে সরিয়ে নেয়' (কুরতুবী)। কোন ব্যাপারে যখন মানুষের বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যায়, তখন এক সময় ঐ বিশ্বাস থেকে সে ফিরে যায়। অথবা ফিরে না গেলেও তার আমলে ও একজন অবিশ্বাসীর আমলের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য আর অবশিষ্ট থাকে না। আর শয়তান এটাই কামনা করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ،

'শয়তান মানুষের রক্তবাহী শিরা-উপশিরায় বিচরণ করে' (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮)। সুযোগ পেলেই সে তাকে বিভ্রান্ত করে ও বিপথে নিয়ে যায়। সেজন্য সর্বদা সৎ সংসর্গে থাকতে হবে ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলতে হবে এবং সর্বদা আল্লাহ্র পথে নিজেকে কঠোরভাবে ধরে রাখতে হবে। কোন অবস্থাতেই খেয়াল-খুশীর গোলাম হওয়া চলবে না।

কুরতুবী বর্ণনা করেন যে, হাসান বছরী বলেন, শয়তান দু'প্রকারেরঃ জিন শয়তান- সর্বদা মানুষের মনে ধোকা দেয়। আর মানুষ শয়তান প্রকাশ্যে ধোকা দেয়'। ক্বাতাদাহ বলেন, জিনের মধ্যেও শয়তান আছে, মানুষের মধ্যেও শয়তান আছে। তোমরা উভয় শয়তান হ'তে আল্লাহ্র আশ্রয় চাও'। একদা হযরত আবূ যর গিফারী (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বলেন, তুমি কি মানুষ শয়তান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চেয়েছ? লোকটি বলল, মানুষ শয়তান আছে কি? তিনি বল্লেন, হাঁ আছে। অতঃপর তিনি আয়াত পাঠ করলেন.

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ط

'এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু সৃষ্টি করেছি মানুষ শয়তান ও জিন শয়তানদের মধ্য হ'তে। তারা ধোকা দেওয়ার জন্য একে অপরকে কারুকার্য খচিত কথাবার্তা শিক্ষা দেয়'... (আন'আম ১১২)।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, উক্ত জাদু রাসূলের উপরে কেমন ক্রিয়া করেছিল? এর উত্তরে বলা চলে যে, মানুষ হিসাবে তাঁর উপরে ঠাণ্ডা-গরমের প্রতিক্রিয়ার ন্যায় জাদুর কিছু ক্রিয়াও হয়েছিল। যা ইতিপূর্বে বর্ণিত বুখারীর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু ঐ ক্রিয়া তাঁর নবুওতী আমানতের উপরে কোন ক্রিয়া করতে পারেনি (রাযী)। কেননা আল্লাহ নিজেই ওয়াদা করেছেন,

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ،

'আল্লাহ আপনাকে লোকদের (দুষ্কৃতি) হ'তে বাঁচাবেন' (মায়েদাহ ৬৭)। অন্য হাদীছে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, 'প্রত্যেক মানুষের জন্য একটি জিন ও একজন ফিরিশতা নির্দিষ্ট রয়েছে। এমনকি আমার জন্যও রয়েছে।....কিন্তু আল্লাহ আমাকে (জিন-এর উপরে) সাহায্য করেছেন। ফলে আমি নিরাপদ রয়েছি। সে আমাকে কেবল ভাল কাজেরই উৎসাহ দেয়'।[১৩]

ইমাম রাযী বলেন, প্রথম সূরায় আল্লাহ্র একটিমাত্র গুণের মাধ্যমে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। সেটি হ'ল 'রব্বিল ফালাক্ব' বা প্রভাতের রব। আর আশ্রয় চাওয়া হয়েছে তিনটির অনিষ্ট থেকে। যথাক্রমে রাত্রি, জাদু ও হিংসুকের হিংসা হ'তে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় সূরাতে আল্লাহ্র তিনটি গুণের মাধ্যমে মাত্র একটি বিষয় হ'তে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। গুণ তিনটি হ'লঃ রব, মালিক ও ইলাহ। আর আশ্রয় চাওয়া হয়েছে কেবলমাত্র জিন ও মানুষ শয়তানের ওয়াস্ওয়াসা হ'তে। প্রথম সূরার উদ্দিষ্ট বিষয় হ'ল আত্মা ও দেহের নিরাপত্তা এবং দ্বিতীয় সূরার উদ্দিষ্ট বিষয় হ'ল দ্বীনের নিরাপত্তা। এর দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, দ্বীনের ক্ষতি দুনিয়ার ক্ষতির চাইতে অনেক বড়। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত (তাফসীর কাবীর)।

অতঃপর উভয় সূরার শুরুতে 'রব'-এর ছিফাতটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হ'ল এ বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে,

১৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/৬৭।*

'রবূবিয়াত' বা প্রতিপালনের গুণই হ'ল বান্দার প্রতি আল্লাহ্র সর্বাপেক্ষা বড় অনুগ্রহ (তাফসীর মারাগী)। সাথে সাথে এখানে একটি বিষয় স্মর্তব্য যে, শয়তান কেবল প্ররোচনা দেয়। কিন্তু সে নিজে কাজ করেনা। তাই বিচারে সে ছাড়া পেয়ে যায়। যেমন আল্লাহ বলেন,

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

'(কাফেররা) শয়তানের মত, যে মানুষকে কাফের হ'তে বলে। অতঃপর যখন সে কুফরী করে, তখন শয়তান বলে, আমি তোমাদের থেকে পৃথক। আমি বিশ্বপালক আল্লাহ্কে ভয় করি' (হাশর ১৬)। পক্ষান্তরে বান্দা শয়তানের প্ররোচনাকে বাস্তবে রূপ দেয় কথা বা কাজের মাধ্যমে। আর তাই সে দায়ী হয় দুনিয়াতে বা আখেরাতে। দুনিয়াতে সে লজ্জিত হয় ও শাস্তি ভোগ করে। আখেরাতেও সে জাহান্নামের কঠিন আযাব ভোগ করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُوْرُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَتَكَلَّمْ- متفق عليه -

'নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মতের ঐসব গোনাহ ক্ষমা করেছেন, যা সে মনের মধ্যে কল্পনা করে। যতক্ষণ না সে তদনুযায়ী কাজ করে বা কথা বলে'।[১৪]

অতএব ছালাতের হালতে বা অন্য সময়ে শয়তানী প্ররোচনা মনে আসলে বামদিকে তিনবার থুক মেরে শয়তানকে হটিয়ে দেওয়াটাই হ'ল শারঈ পন্থায় একমাত্র আধ্যাত্মিক চিকিৎসা। ঐসাথে অত্র সূরা দু'টি পাঠ করবে।

অতএব নবীদের পথে যারা চলতে ইচ্ছুক, ইসলামী দাওয়াতের সেইসব নিবেদিত প্রাণ দাঈদেরকেও তাদের চলার পথে উপরোক্ত বাধাগুলি স্মরণ রাখতে হবে। কেননা নবীদেরকে ঐসব বাধার মুকাবিলা করতে হয়েছে। তাই সর্বদা দুনিয়ার চাইতে দ্বীনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। জিন ও মানুষ শয়তানদের হিংসা, প্ররোচনা ও চাকচিক্যময় কথাবার্তা ও ধোকা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সর্বোপরি সকল অবস্থায় আল্লাহ্র আশ্রয় ভিক্ষা করতে হবে। কেননা আল্লাহ্র রহমত ব্যতীত এসবের হাত থেকে রেহাই পাবার কোন পথ নেই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!!

১৪. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত 'ঈমান' অধ্যায়; হা/৬৩।*

দরসে হাদীছ

প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

و عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اللهُ تَعَالَى: يُؤْذِيْنِى ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَ أَنَا الدَّهْرُ بِيَدِىَ الْأَمْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، متفق عليه -

১. উচ্চারণঃ ক্বা-লাল্লা-হু তা'আ-লাঃ ই'উযীনী ইবনু আ-দামা ইয়াসুব্বুদ্দাহ্রা ওয়া আনাদ্দাহ্রু, বিইয়াদাইয়াল আম্রু; উক্বাল্লিবুল লায়লা ওয়ান্নাহা-রা।

২. অনুবাদঃ হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, 'আল্লাহ বলেনঃ আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দিয়ে থাকে। সে প্রকৃতিকে গালি দেয়। অথচ আমিই প্রকৃতি। আমার হাতেই যাবতীয় ক্ষমতা। আমিই রাত্রি ও দিনের বিবর্তন ঘটিয়ে থাকি'।[১]

৩. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ (১) *ক্বা-লাল্লা-হু তা'আ-লাঃ* 'মহান আল্লাহ বলেন'। এটি হাদীছে কুদ্সী অর্থাৎ যে হাদীছের ভাষা ও মর্ম সবই আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে হয়। তাই রাসূল (ছাঃ)-এর যবান দিয়ে উচ্চারিত হ'লেও এটি শব্দ ও অর্থে পূর্ণভাবে আল্লাহ্র কালাম। সেকারণ হাদীছের সূচনা হয়েছে 'ক্বা-লাল্লা-হু তা'আলা' বাক্য দ্বারা।

(২) *ই'উযীনী ইবনু আ-দামা'ঃ* ঈযা' (ايذاء) মাছদার হ'তে باب إفعال -এর مضارع معروف হয়েছে। অর্থ 'আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়'। 'ইবনু' অর্থ পুত্র সন্তান। কিন্তু এখানে جنس বা জাতি হিসাবে এসেছে। অর্থাৎ মানব সন্তান, চাই পুরুষ হৌক বা নারী হৌক। তাছাড়া পুরুষ 'আদম' থেকে নারী 'হাওয়া'-র জন্ম হওয়ায় 'ইবনু' শব্দটি উভয়ের উপরে বর্তায়। যেমন আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ 'আমরা সম্মানিত করেছি আদম সন্তানকে' (বনী ইস্রাঈল ৭০)। 'ই'উযীনী'- 'আমাকে কষ্ট দেয়' বাক্যটি 'মুতাশা-বিহ'। যার প্রকৃত তাৎপর্য আল্লাহ ব্যতীত কেউ অবগত নন। কেননা আল্লাহ্র সত্তা কষ্ট পাওয়া হ'তে মুক্ত। এক্ষণে এর বাস্তব অর্থ এই হ'তে পারে যে, يقول فى حقى ما أكره و ينسب إلىّ ما لا يليق بى 'আমার বিষয়ে বান্দা এমন সব কথা বলে, যা আমি অপসন্দ

১. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত 'ঈমান' অধ্যায় হাদীছ সংখ্যা ২২।

করি এবং আমার দিকে এমন সব বিষয় সম্বন্ধ করে, যার যোগ্য আমি নই' (মিরক্বাত)।

(৩) 'আনাদ্দাহ্‌র' - 'আমিই প্রকৃতি' কথাটি 'তাকীদ' অর্থে এসেছে। আসল বাক্য হবে أَنَا خَالِقُ الدَّهْرِ 'আমি প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা'। খালেক্ব 'মুযাফ'-কে বিলুপ্ত করে مضاف কে مضاف اليه -এর স্থলে বসিয়ে أَنَا الدَّهْرُ বলা হয়েছে। আরবী ব্যাকরণ রীতিতে এগুলি 'তাকীদ' বুঝানোর জন্য আসে। অর্থাৎ প্রকৃতি বা যামানাকে গালি দেওয়া অর্থ আমাকে গালি দেওয়া। কেননা আমিই প্রকৃতির স্রষ্টা। যেমন কোন কর্মকর্তা বলে থাকেন, 'আমিই অমুক প্রতিষ্ঠান'। অর্থাৎ তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের মূল ব্যক্তি।

(৪) 'বিইয়াদাইয়াল আমর'- 'আমার হাতেই যাবতীয় ক্ষমতা'। 'ইয়াদাইয়া' -অর্থ 'আমার দু'হাত'। তাকীদ ও আধিক্য বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ ভাল-মন্দ সকল কাজ আমারই ইচ্ছাধীন।

এখানে দু'টি বিষয় মনে রাখা আবশ্যক। ১. আল্লাহ ভাল-মন্দ সবকিছুর স্রষ্টা। কিন্তু বান্দা হ'ল কর্তা। বান্দা তার কর্ম অনুযায়ী ফল পাবে। তাকে ভাল ও মন্দ উভয় কাজ করার ইচ্ছা ও কর্মশক্তি আল্লাহ দান করেছেন। অতএব অদৃষ্টবাদী জাবরিয়া দার্শনিকদের বক্তব্য অনুযায়ী বান্দা কোন বাধ্যগত জীব নয়। বরং বান্দা চুরি করলে শাস্তি পাবে। এর জন্য আল্লাহ দায়ী হবেন না।

২. আল্লাহ নিরাকার নন। তাঁর হাত আছে, পা আছে, চক্ষু আছে, কর্ণ আছে। তবে তার আকার কেমন, তা কেউ জানেনা। তার তুলনীয় কিছুই নেই। মু'তাযিলা, জাহমিয়া ও জাবরিয়া দার্শনিকগণ আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে যেমন অস্বীকার করেন, তেমনি আল্লাহ্‌র আকার সম্বলিত কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও ছহীহ হাদীছ সমূহের মূল অর্থ বাদ দিয়ে রূপক অর্থ করেন। যেমন তারা 'আল্লাহ্‌র হাত' অর্থ করেন 'আল্লাহ্‌র কুদরত'। 'আল্লাহ্‌র চেহারা' অর্থ করেন 'আল্লাহ্‌র সত্তা' ইত্যাদি। এঁরা সঠিক সিদ্ধান্তে কেউ আসতে পারেননি। অন্যদিকে 'মুশাব্বিহাহ' বা 'মুজাসসিমাহ' দার্শনিকগণ আল্লাহ্‌কে মানবদেহের সদৃশ কল্পনা করেছেন, যা আর এক বাড়াবাড়ি। উভয়ের মধ্যবর্তী সঠিক পথ হ'ল এই যে, আল্লাহ্‌র আকার আছে। কিন্তু তা কেমন তা কেউ জানেনা। যেমন আল্লাহ বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই; তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' (শূরা ১১)। এই মধ্যবর্তী আক্বীদা হ'ল আহলে সুন্নাত আহলেহাদীছের আক্বীদা।

(৫) 'উক্বাল্লিবু' -'আমি বিবর্তন ঘটাই' قَلَّبَ يُقَلِّبُ إثبات فعل مضارع باب تفعيل تَقْلِيْبًا থেকে معروف ছীগা واحد متكلم বা একবচন উত্তম পুরুষ। باب تفعيل -এর 'মুবালাগাহ' (مبالغه) বা আধিক্য বোধক 'খাছছাহ' বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এখানে উক্বাল্লিবু (أُقَلِّبُ) অর্থ হবে 'আমি ওলট-পালট করি'। অর্থাৎ রাত্রি-দিনের আগমন-নির্গমন, ঋতু চক্রের আবর্তন-বিবর্তন সবই আল্লাহ্‌র হাতে। কালের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। এর মধ্যে ডারউইনের Theory of evolution বা বিবর্তনবাদের প্রতিবাদ রয়েছে। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, কুরআনের অনেক স্থানে আল্লাহ নিজের জন্য (উচ্চ মর্যাদার কারণে) বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন তিনি বলেন, إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى 'আমরা মৃতকে জীবিত করি' (ইয়াসীন ১২)। কিন্তু এখানে আল্লাহ কালের বিবর্তনকে সরাসরি নিজের দিকে সম্বন্ধ করে 'নুক্বাল্লিবু' (نُقَلِّبُ) বহুবচন না বলে 'উক্বাল্লিবু' (أُقَلِّبُ) একবচনের ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন প্রকৃতির পরিচালনাকে নিজের দিকে নিশ্চিত ভাবে বুঝানোর জন্য।

৪. সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ অত্র হাদীছটি ইসলামের একটি মৌলিক নীতি নির্দেশক হাদীছ। আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে যাবতীয় অংশীবাদ থেকে মুক্ত করে আল্লাহ্‌কে ভাল-মন্দ সকল বিষয়ের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে এখানে ঘোষণা করা হয়েছে। মজুসীগণ আলো ও আঁধারের দু'টি সত্তাকে সৃষ্টির মূল হিসাবে মনে করে। তবে আদি মজুসীগণ আলো বা নূরকে আদি ও অন্ধকারকে 'পরবর্তীকালে সৃষ্ট' (محدثة) বলে। আলো ও আঁধার দুই সত্তাকে তারা ফারসী ভাষায় যথাক্রমে 'ইয়াযদান' (يزدان) ও 'আহ্‌রিমান' (اهرمن) বলে থাকে। ইসলাম আল্লাহ্‌কেই সব কিছুর একক সৃষ্টিকর্তা ও আদি কারণ হিসাবে পেশ করে। তিনিই কালের স্রষ্টা। কালের আবর্তন-বিবর্তন, শীত-গ্রীষ্মের আগমন-নির্গমন, দিবারাত্রির দীর্ঘতা- হ্রস্বতা, ঋতুর বৈচিত্র্য, সৌরমণ্ডল ও মহাশূন্যের বিস্ময়কর সৃষ্টি লীলা, ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভের এবং সাগর বক্ষের সীমাহীন অজ্ঞাত রহস্য, গ্রীষ্মের খরতাপ, শীতের রুক্ষতা, বর্ষার সিক্ততা, মেঘমেদুর আকাশে বিদ্যুতের চমক ও বজ্রের হুংকার, নিস্তরংগ নদীবক্ষে বন্যার উন্মত্ততা, মলয় হিল্লোলে ঝড়ের উদ্দামতা, শান্ত প্রকৃতির অশান্ত ও বন্য আচরণ সবকিছুই আল্লাহ্‌র হুকুমে হয়ে থাকে, প্রকৃতির খেয়ালে নয়। তাঁর নির্দেশের বাইরে গাছের একটি পাতাও পড়েনা। তিনি যেমন মানুষের সৃষ্টিকর্তা, তেমনি প্রকৃতিরও সৃষ্টিকর্তা।

তিনি কুল মাখলূক্বাতের স্রষ্টা। কিছু মানুষ আল্লাহ্র এই বিরাট সৃষ্টি রহস্য বুঝতে অক্ষম হয়ে খোদ প্রকৃতিকেই আল্লাহ ভেবে বসে এবং অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঝড়-ঝঞ্ঝা-বন্যা ইত্যাদিকে 'প্রকৃতির খেয়ালীপনা' বলে আখ্যায়িত করে। এ বিষয়ে মানব সমাজে দু'টি দল রয়েছে।-

একদল তারাই যারা প্রকৃতিবাদী বা দাহ্রিয়া। এরা প্রকৃতিকে সবকিছুর স্রষ্টা ভাবেন। তাদের ভাষায়, Rolled by eternal laws of Iron 'শাশ্বত লৌহবিধানের মাধ্যমে সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে'। সূর্য নিজ ইচ্ছায় পূর্বদিকে উঠছে ও পশ্চিমে ডুবছে। মানুষ আপনা আপনি ছোট থেকে বড় হচ্ছে ও একসময় বৃদ্ধ হয়ে মারা যাচ্ছে। গাছের কচি পাতা আপনা থেকেই হলুদ হ'য়ে ঝরে পড়ছে। আবার কখনো অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড ঘটছে, যা জ্ঞানে আসে না, যুক্তিতে বেড় পায়না। সবকিছুই প্রকৃতির খেয়ালীপনা বৈ কিছুই নয়। এই সব লোকেরা প্রকৃতির কোন পরিচালক বা সৃষ্টিকর্তা আছেন বলে বিশ্বাস করেন না। তারা বলেন,

وَ قَالُوْا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَ نَحْيَا وَ مَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ ـ

'আমাদের এই দুনিয়াবী জীবনই সবকিছু। এখানেই আমরা মরি ও বাঁচি। আমাদের কেউ ধ্বংস করে না প্রকৃতি ব্যতীত' (জাছিয়াহ ২৪)।

অন্য দল আল্লাহ্তে বিশ্বাস রাখেন। কিন্তু প্রাকৃতিক উত্থান-পতন ও ভাঙ্গাগড়াকে এবং বিভিন্ন বিপদ-মুছীবতকে আল্লাহ্র দিকে সম্পর্কিত করতে অপসন্দ করেন। এজন্য তারা প্রকৃতিকে দোষারোপ করেন ও গালি দেন। যদি তারা এর দ্বারা এই আক্বীদা পোষণ করে থাকেন যে, যথার্থভাবেই প্রকৃতি এজন্য দায়ী, তবে তারা মুখে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করলেও 'কাফের' হয়ে যাবেন। আর যদি অনুরূপ আক্বীদা না থাকে, বরং কথার কথা হিসাবে বলে থাকেন, তবে কুফরীর সামঞ্জস্য হওয়ার কারণে তারা 'কবীরা গোনাহগার' হবেন। যা তওবা ব্যতীত মাফ হয়না।

পক্ষান্তরে খাঁটি তাওহীদবাদী মুমিন আল্লাহকেই এ পৃথিবী ও এর মধ্যস্থিত ও বহির্জগতের সবকিছুর একক সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক হিসাবে বিশ্বাস করেন। তারা বলেন,

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ، وَ يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ-

'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্রই। যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন বাতিল পন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে' (জাছিয়াহ ২৭)। এ পৃথিবীতে কোনকিছুই আপনা থেকে ঘটেনা। বরং আল্লাহ্র হুকুমে সম্পাদিত হয় বলে তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন। তিনি বান্দার মঙ্গলের জন্যই সবকিছু করেন। তাঁর নিদ্রাও নেই তন্দ্রাও নেই। তিনি সদা জাগ্রত ও সবকিছুর ধারক। তাঁর দৃষ্টিকে এড়িয়ে কারু কিছু করার ক্ষমতা নেই। বান্দার অপকর্মের শাস্তি তিনি দুনিয়াতেও দেন, আখেরাতেও দেন। ইচ্ছা করলে তিনি কাউকে দুনিয়াতে অপকর্মের স্বাধীনতা দিয়ে আখেরাতে পুরোপুরি বদলা দান করেন। কাউকে দুনিয়াতেই শাস্তি দিয়ে আখেরাতে মাফ করেন। নারী বা পুরুষের এক সরিষা দানা পরিমাণ পাপ বা পুণ্য তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে ও তার প্রাপ্য শাস্তি বা পুরস্কার যথার্থ ইনছাফের ভিত্তিতে সে প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে পৃথিবীতে এলাহী গযব নাযিলের কিছু কারণ ও ধারা আলোচিত হ'ল।-

১- আমলঃ বান্দার অন্যায় আমলের কারণেই এলাহী গযব নাযিল হয়। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ-

'অতএব যারা তাঁর (রাসূলের) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করবে, তারা যেন এ বিষয়ে সতর্ক থাকে যে, (এ দুনিয়াতে) তাদেরকে গ্রেফতার করবে নানারূপ ফিৎনা-ফাসাদ ও (আখেরাতে) গ্রেফতার করবে মর্মান্তিক আযাব' (নূর ৬৩)।

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা কুরায়েশ বংশের সকলকে একত্রে জমা করে তাদের প্রতি আহবান জানিয়ে বললেন, 'হে বনু কুরায়েশ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র আযাব থেকে বাঁচাতে পারব না। হে বনু কা'ব বিন লুওয়াই, হে বনু মুর্রাহ বিন কা'ব, হে বনু আব্দে শামস, হে বনু আব্দে মানাফ, হে বনু হাশিম, হে বনু আব্দিল মুত্ত্বালিব, তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব! আল্লাহ্র হাত থেকে আমি আপনাকে বাঁচাতে পারব না। হে রাসূলের ফুফু ছাফিইয়াহ! আমি আপনাকে আল্লাহ্র হাত থেকে বাঁচাতে পারব না। হে মুহাম্মাদ কন্যা ফাতিমা! أنقذي نفسك من النار، سليني ما شئت من مالي، فاني لا أملك لكم من الله شيئا-

'তুমি নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। আমার মাল-সম্পদ থেকে যা খুশী চেয়ে নাও। কিন্তু আল্লাহ্র হাত থেকে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারব না'।[২]

২- বিশেষ বিশেষ অন্যায় কর্মঃ বিভিন্ন ছহীহ হাদীছ একত্রিত করলে নিম্নোক্ত অন্যায় কর্ম সমূহকে এলাহী গযব নাযিলের বিশেষ কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। যেমন-

(১) ইহুদী-নাছারা সহ অধঃপতিত বিগত উম্মত সমূহের বদ স্বভাব প্রাপ্ত হওয়া।[৩]

(২) ইলম উঠে যাওয়া ও আমল কমে যাওয়া।

(৩) ফিৎনা-ফাসাদ বিস্তৃত হওয়া।

(৪) কৃপণতা ছড়িয়ে পড়া।

(৫) হত্যা বৃদ্ধি পাওয়া।[৪]

---

২. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত 'রিক্বাক্ব' অধ্যায় হা/৫৩৭২-৭৩।*

৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৩৬১।*

৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৩৮৯।*

(৬) পথভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ নেতা হওয়া।[৫]
(৭) শিরক পরিব্যাপ্ত হওয়া।
(৮) কবর পূজা, মূর্তি ও প্রতিকৃতি পূজা, বৃক্ষ পূজা ইত্যাদি শুরু হওয়া।
(৯) ত্রিশজন ভণ্ড নবীর উদয় হওয়া।[৬]
(১০) মূর্খতা, ব্যভিচার, নামে-বেনামে মদ্য পান ব্যাপ্তিলাভ করা, পুরুষের সংখ্যা কমে যাওয়া ও নারীর সংখ্যা এমনকি (ক্ষেত্র বিশেষে) ৫০ গুণ বৃদ্ধি পাওয়া।[৭]
(১১) অযোগ্য নেতা ও দায়িত্বশীলের কারণে (রাষ্ট্রের বা সমাজের) আমানত ধ্বংস হওয়া।[৮]
(১২) দেশের মানুষ ব্যাপকহারে দুষ্ট-বদমায়েশ হয়ে যাওয়া।[৯]

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন কোন কওমের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আমানতের খেয়ানত ব্যাপ্তিলাভ করে, তখন আল্লাহ তাদের অন্তর সমূহে ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার করেন। যখন কোন জনপদে যেনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেই সমাজে মৃত্যুহার বৃদ্ধি পায়। যখন কোন সমাজে মাপ ও ওযনে কম দেওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়, তখন সেই সমাজে রুযির স্বচ্ছলতা বন্ধ করে দেওয়া হয়। যখন কোন সমাজে অবিচার শুরু হয়, তখন সেই সমাজে খুন-খারাবী সস্তা হয়ে যায়। যখন কোন কওম চুক্তিভঙ্গ করে, তখন তাদের উপরে শত্রু জয়লাভ করে'।[১০] হাদীছটি মওকূফ। তবে ইবনু আবদিল বার্র বলেন, আমরা হাদীছটি তাঁর থেকে 'অবিচ্ছিন্ন' সনদে রেওয়ায়াত করেছি এবং এমন ধরণের ভবিষ্যদ্বাণী কোন ছাহাবী নিজের থেকে করতে পারেন না'।[১১] আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, 'যখন কোন সমাজে যেনা ও সূদ ব্যাপকতা লাভ করে, তখন তারা আল্লাহ্র শাস্তিকে নিজেদের জন্য ওয়াজিব করে নেয়'।[১২]

৩- অন্যায় ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়া ও তা প্রতিরোধের চেষ্টা না করাঃ হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) একদা বলেন, 'হে জনগণ! তোমরা এই আয়াত পাঠ করে থাক- يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ،

'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। তোমরা যখন হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছ, তখন কেউ পথভ্রান্ত হ'লে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই' .... (মায়েদাহ ১০৫)। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই লোকেরা পাপকাজ হ'তে দেখেও যখন তা প্রতিরোধ করবে না, আল্লাহ এর পরিণামে তাদের উপরে ব্যাপকভাবে বদলা নিবেন'।[১৩] আবুদাঊদের বর্ণনায় এসেছে, 'যখন কেউ কোন অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দেখেও তার হাত ধরে না, অতি সত্ত্বর আল্লাহ তাদের সকলের উপরে ব্যাপকভাবে বদলা নেবেন'।

আবুদাঊদের অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যখন কোন কওমের মধ্যে গোনাহের কাজ হ'তে থাকে, অথচ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা সেটা প্রতিরোধ করেনা। আল্লাহ তখন তাদের উপরে সত্ত্বর ব্যাপকভাবে গযব নাযিল করবেন'। আবুদাঊদের অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যখন কোন কওমের মধ্যে পাপ কর্ম সম্পাদিত হয় এবং দুষ্কৃতিকারীদের চেয়ে ঐ কওমের জন সংখ্যা বেশী হয়, অথচ তারা তা প্রতিরোধের চেষ্টা করে না (তখন তাদের উপরে ব্যাপকভাবে গযব নাযিল হয়)।[১৪]

পরিশেষে বলব যে, এ পৃথিবীতে সামাজিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা-ঘূর্ণিবাত্যা যা কিছু হয়, সবই আল্লাহ্র হুকুমে বান্দার পাপ কর্মের কিছু ফল হিসাবে নাযিল হয়। যাতে তারা আল্লাহ্র পথে ফিরে আসে' (রূম ৪১)। নূহের মুশরিক কওমকে সর্বগ্রাসী বন্যায় ধ্বংস করা হয়েছিল। আদ-এর কওমকে ৮দিন ব্যপী প্রবল ঝড়ের গযবে শেষ করা হয়েছিল। ছামূদ-এর কওমকে গগণবিদারী আওয়ায -এর মাধ্যমে এবং লূত-এর সমকামী কমওকে যমীন উল্টে দিয়ে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল। জর্ডনের মরু সাগর (بحر ميت) আজও যার ধ্বংস স্মৃতি হয়ে আছে। যেখানে আজ পর্যন্ত কোন মাছ, সাপ, হাঙ্গর, কুমীর ইত্যাদি কোনরূপ জলজ প্রাণী জীবনধারণ করতে পারেনা। আজকের বাংলাদেশে নূহ, আদ, ছামূদ, লূত্ব প্রমুখ নবীদের কওমের অন্যায় কর্মসমূহ একত্রিতভাবে ও বহুলভাবে চালু রয়েছে। অতএব তাদের ন্যায় গযবসমূহ আমাদের উপরে আসাটাই স্বাভাবিক। তবে সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি দো'আ আমাদের জন্য রক্ষাকবচ হয়ে আছে। যেজন্য উম্মতে মুহাম্মাদী একত্রে ধ্বংস হয় না। বরং কেউ ধ্বংস হয় ও কেউ বেঁচে থাকে উপদেশ হাছিলের জন্য।

---

৫. আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৩৯৪।

৬. আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৪০৬, ৫৪০৮। রাসূলের জীবদ্দশায় ও খলীফা আবু বকরের যামানায় মোট চারজন ও পরে বর্তমান শতাব্দীতে ভারতের পূর্ব পঞ্জাবের গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী (১৮৩৫-১৯০৮) সহ এযাবৎ পাঁচ জন ভণ্ড নবী এসে গেছে। - লেখক।

৭. বুখারী ও মুসলিম, দারেমী, মিশকাত হা/৫৪৩৭, ৫৩৭৭। সম্ভবতঃ ব্যাপকহারে যুদ্ধ ও খুন-খারাবীর ফলে যুবক পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে ও নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়া ব্যতীত পৃথিবীর অন্য সকল দেশে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশী বলে জানা যায়। -লেখক।

৮. বুখারী, মিশকাত হা/৫৪৩৯।

৯. মুসলিম, মিশকাত, হা/৫৫১৭।

১০. মুওয়াত্ত্বা মালেক, 'জিহাদ' অধ্যায় হা/২৬, মিশকাত হা/৫৩৭০; হাদীছটি 'মওকূফ'।

১১. মুওয়াত্ত্বা, টীকা দ্রষ্টব্য (মুলতানঃ মাকতাবা ফারূকিয়া, তাবি, পৃঃ ২৭১-৭২।

১২. আবু ইয়ালা, সনদ জাইয়িদ; হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ৪/১১৮ পৃঃ।

১১. ইবনু মাজাহ, তিরমিযী ; ইমাম তিরমিযী একে 'ছহীহ' বলেছেন। - মিশকাত হা/৫১৪২।

১২. আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ-আলবানী, মিশকাত হা/৫১৪২।

Contents

দো'আটি ছিল নিম্নরূপঃ-

عن عامر بن سعد عن أبيه أنْ رسولَ اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم أقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ منَ الْعَالِيَةِ حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِد بَنِى مُعَاوِيَةَ، دَخَلَ فَرَكَعَ فِيْه رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَ دَعَا رَبَّهُ طَوِيْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا فَقَالَ (ص) سَأَلْتُ رَبِّى ثَلاَثًا فَأَعْطَانِى ثِنْتَيْنِ وَ مَنَعَنِى وَاحِدَةً، سَأَلْتُ رَبِّى أَنْ لاَ يُهْلِكَ أُمَّتِى بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيْهَا وَ سَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُهْلِكَ أُمَّتِى بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيْهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيْهَا رواه مسلم -

হযরত আমির বিন সা'দ স্বীয় পিতা হ'তে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে বনী মু'আবিয়া-তে আমাদের নিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেন ও দীর্ঘ দো'আ করেন। অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে বলেন, 'আমি আল্লাহ্‌র নিকটে তিনটি প্রার্থনা করেছি। দু'টি কবুল হয়েছে, একটি হয়নি। আমি প্রার্থনা করেছিলাম যে, 'আমার উম্মত যেন দুর্ভিক্ষে ধ্বংস না হয়'। এটা কবুল হয়েছে। আমি প্রার্থনা করেছিলাম যে, 'আমার উম্মত যেন ডুবে ধ্বংস না হয়'। এটাও কবুল হয়েছে। আমি প্রার্থনা করেছিলাম যে, 'আমার উম্মত যেন আপোষে লড়াই না করে'। এটি কবুল হয়নি।- মুসলিম হা/২৮৯০ 'ফিতান' অধ্যায়।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে এলাহী গযব নাযিলের নিম্নোক্ত দু'টি ধারা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। যেমন-

গযব নাযিলের ধারাঃ

১. একটি জনপদে যখন অপ্রতিরোধ্য গতিতে ও ব্যাপকহারে অন্যায় কর্ম হ'তে থাকে, তখন সেখানে একটার পর একটা গযব নাযিল হ'তে থাকে, যতক্ষণ না তারা ফিরে আসে।

২. উম্মতে মুহাম্মাদীকে আল্লাহ এক সাথে ধ্বংস করেন না। বরং কাউকে গযব দিয়ে কাউকে নিরাপদ রাখেন উপদেশ গ্রহণের জন্য।

অতএব সকলকে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধে যথাশক্তি নিয়োগ করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র নিকটে তওবা করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। নইলে 'প্রকৃতির খেয়ালীপনা' বললে প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌কে গালি দেওয়া হবে ও কষ্ট দেওয়া হবে। আল্লাহ বলেন, 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে লা'নত করেন'....(আহযাব ৫৭)। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন-আমীন!!

প্রবন্ধ

টি, ভি এক নতুন সাথী

মূলঃ মাদ'আজ আল-আযেমী

*অনুবাদঃ আবদুস সামাদ সালাফী**

বর্তমান উন্নত বিশ্বে টিভি-র প্রয়োজনীয়তাকে হালকা করে দেখার অবকাশ নেই। এতে অনেক উপকারী বিষয়বস্তু জানা যায় এবং অনেক কিছু শেখা যায়। এছাড়া সারা বিশ্বে কি ঘটছে তার কিছু নমুনা সাথে সাথে দেখা যায় এবং খবরও শোনা যায়। কিন্তু আমরা সবাই জানি যে, এই ভাল দিকটা অত্যন্ত নগন্য। টেলিভিশনের অনুষ্ঠান গুলি মানব চরিত্রের উপর কি প্রভাব বিস্তার করছে এটা কারো অজানা নেই। বিশেষ করে আমাদের শিশু-কিশোর ও যুবক ছেলে-মেয়েদের চরিত্রকে কিভাবে ধ্বংস করছে, তাও আমরা জানি। আমি যদি বলি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাকে جليس السوء (দুষ্ট সঙ্গী) বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তা এই টিভি তাহ'লে হয়ত অত্যুক্তি করা হবেনা। টিভির জঘণ্যতম অনুষ্ঠানগুলি একদিকে যেমন শিশু-কিশোর ও যুব সমাজের চরিত্রকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি তাদের ভবিষ্যত জীবনকে ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং সমাজ থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। তারা টিভির বানোয়াট কেচ্ছা-কাহিনী ও বাজে ফিল্ম গুলি নিয়েই চিন্তা-ভাবনা করে। এতে করে তাদের আক্বীদা নষ্ট হয়ে যায় এবং সুন্দর অনুভূতি ও হায়া-শরম হারিয়ে ফেলে অন্যদিকে মেধা ও বুদ্ধিমত্তা নষ্ট হয়ে যায়।

মনোবিজ্ঞানী ও সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে মানুষের মধ্যে বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের মধ্যেই ক্ষতির দিকটা বেশী করে স্থান করে নেয় এবং এতে দৃষ্টিশক্তিও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। টেলিভিশন যেমন একদিকে অলসতা ও অক্ষমতা শিক্ষা দেয়, তেমনি অন্যদিকে অন্যায়, অত্যাচার, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, লুটতরাজ ইত্যাদি শিক্ষা দেয় এবং ঐদিকে মানুষকে আহ্বান করে। টিভি মানুষকে আরো শিখায় ধোকাবাজী, প্রতারণা ও নিকৃষ্ট কার্যক্রম এবং ঐ ধরণের বাজে কাজ-কর্মের দিকে উৎসাহ দেয়। আর এর সবগুলিই শিশুদেরকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

মুসলিম পিতা-মাতা চায় তাদের ছেলে-মেয়ে সুন্দর চরিত্রের

* অধ্যক্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

অধিকারী হউক, মুত্তাক্বী ও পরহেযগার হউক এবং একজন আদর্শ নমুনা হয়ে গড়ে উঠুক। রাসূলে করীম (ছাঃ) যে বলেছেন, একজন লোক তার পরিবারের জন্য দায়িত্বশীল এবং এই দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, এটা তারই বাস্তবায়ন বলে আমরা ধরে নিতে পারি। আর পিতার এই আশা তখনই পূর্ণ হ'তে পারে, যখন সে শিশু বা তরুণ বয়সে সৎ সংসর্গ পাবে।

সূরা লোকমানে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কি উত্তম পদ্ধতি বলা হয়েছে, অতি সংক্ষেপে তা দেখুন (১) হযরত লোকমান প্রথমে তাঁর পুত্রকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে বললেন, হে বৎস! তুমি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করো না। কারণ শিরক একটি মহা অপরাধ। (২) তুমি আল্লাহ্র নে'মতের শুকরিয়া আদায় করবে এবং হুকুম মেনে চলবে ও নিষেধ গুলি বর্জন করবে। (৩) পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণ করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে। কোন সময় আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবেনা। (৪) তুমি ছালাত আদায় করবে, ভাল কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজ হ'তে নিষেধ করবে এবং বিপদে ধৈর্য ধারণ করবে। (৫) তুমি লোকদের সামনে অহংকার বশতঃ মুখ ভারী করে থেকোনা এবং অহংকার ভরে যমীনের উপর চলাফেরা কর না, কারণ আল্লাহ তা'আলা অহংকারীদের ভাল বাসেন না। (৬) তুমি মধ্যম ভাবে চলা ফেরা কর এবং নিম্ন স্বরে কথা বল। কারণ গাধার আওয়াজ অত্যন্ত জঘন্য (এখানে উঁচু স্বরে কথা বলাকে গাধার আওয়াজের সাথে তুলনা করা হয়েছে)। চিন্তাশীল ও দ্বীনদার পিতা-মাতা তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে এভাবেই গড়ে তুলতে চান এবং সব পিতা-মাতারই এরকম হওয়া আবশ্যক। কিন্তু বর্তমান পিতা-মাতারা তাদের সন্তানদের ব্যাপারে কি চিন্তা-ভাবনা করেন জানিনা। তবে তারা টিভি, ভিসিআর ও ডিস এন্টিনা ঘরে নিয়ে এসে তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ যে নষ্ট করছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি মনে করি সমস্ত পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের এব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

** [মাসিক আল-ফুরক্বান (কুয়েত) অবলম্বনে। ৯ম বর্ষ ৯২ সংখ্যা ডিসেম্বর ১৯৯৭]*

সমাজ সংস্কারে যুবকদের ভূমিকা

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*

সমাজ সংস্কারে যুবকদের ভূমিকা আলোচনার পূর্বে বর্তমান সমাজের কিছু চিত্র তুলে ধরতে চাই। সমাজে আজ যেন আইয়ামে জাহেলিয়াতের বিভীষিকাময় পরিবেশ বিরাজ করছে। এখানে এখন কেউ নৈতিক অনুশাসনের ধার ধারেনা। দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে অসামাজিকভাবে অর্থ সঞ্চয়ের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। পবিত্রতম ক্ষেত্র বলে খ্যাত স্থানও আজ দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত। অফিস-আদালতের সামান্যতম কাজেও চাই ঘুষ, চাই পয়সা। সবকিছু যেন এখন প্রকাশ্যে চলছে। কোন লজ্জা-শরমের বালাই নেই।

এমন কিছু মানুষ আছে যারা নিজেদের সুখ-সুবিধাই একমাত্র কাম্য বলে মনে করে থাকে। খেয়ে পরে কেবল নিজেদের জীবনটাকেও সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে চায়। অধিকাংশ ব্যাপারেই তারা শালীনতা ও স্বাভাবিকতার সীমা লংঘন করে চলে। তারা শক্তির জোরে অন্যের উপর বিজয়ী হয়ে দাঁড়ায়। এরা আধিপত্য ও প্রভাব প্রতিপত্তির স্বাদ গ্রহণ করতেই অভ্যস্ত। সমাজের এক শ্রেণীর উশৃংখল যুবক চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাস, হাইজাক, নারী নির্যাতন ইত্যাদি জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হয়ে সমাজের শান্তি-শৃংখলা ধুলিস্যাৎ করে দিচ্ছে।

বর্তমান সমাজে মহিলারা তো নিরাপদ নয়ই বরং শিশু ও বৃদ্ধদের পর্যন্ত ইজ্জত-আবরু ও জীবনের নিরাপত্তা নেই। সমাজ আজ মানুষের অযোগ্য আবাসে পরিণত হয়েছে। সরকার অনুমোদিত ডিশ এন্টিনা Slow Poisoining -এর মত ধীরে ধীরে অশ্লীলতার মাত্রা বাড়িয়ে সভ্য সমাজের চরিত্র হননের যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। যুবক-যুবতীদেরকে দ্বীন ইসলাম থেকে মুক্ত করে ছায়াছবি ও নাটকের রূপরঞ্জিত নায়ক-নায়িকাদের স্টাইল ও ভাবভঙ্গি অনুসরণ ও অনুকরণ করার পরোক্ষ আহবান জানানো হচ্ছে। আর এ উদ্দেশ্যে রেডিও-টেলিভিশনে কত যে অনুষ্ঠান চলছে তা বলে শেষ করা যায় না। ফলে মানুষ ইসলামের মাধ্যমে যে মনুষ্যত্বটুকু ফিরে পেয়েছিল, তা হারিয়ে পশুতে পরিণত হ'তে চলেছে। বাস্তব জীবনে মানুষ আজ পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পশুত্বকেও হার মানাচ্ছে। প্রচার মাধ্যমে অশ্লীলতার প্রধান উপাদান বানানো হচ্ছে নারীকে। গোটা সমাজ ব্যবস্থায় অশ্লীলতার নেশা প্রকট হয়ে মানুষের মানসিক বিকৃতি ঘটার কারণেই দু'বছরের শিশু কন্যা থেকে

** ৩য় বর্ষ, (সম্মান) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

সত্তর বছরের বৃদ্ধাকে নির্যাতিতা হ'তে হচ্ছে।

সম্প্রতি এক জরিপে দেশে অপরাধ প্রবণতার এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। জরিপে দেখা যায় দেশে বিগত তিন মাসে প্রায় ছয়শ হত্যাকাণ্ড এবং দুই শতাধিক ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। দেখা গেছে গত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে ৪শ' ৩৪জন পুরুষ ও ১শ' ৪৯ জন মহিলা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। অপহরণের ঘটনা ঘটেছে ১শ' ২৬টির মতো। ধর্ষিতা হয়েছেন ২শ' ১৬জন মহিলা এবং আত্মহত্যা করে জীবনের জ্বালা জুড়িয়েছেন ২শ' ২৮ জন।

দেশে স্বাভাবিক জীবন যাত্রা এখন মারাত্মক ভাবে বিঘ্নিত। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত মা-বাবার উৎকণ্ঠার শেষ থাকে না। ঘরে ফিরেও নিশ্চিত হবার পুরোপুরি সুযোগ থাকে না। কেননা ঘর থেকে ডেকে নিয়ে গুলি করে হত্যা করা, জবাই করা এখন আর বিরল কোন ঘটনা নয়। কিন্তু কেন? ইসলাম আসার পরে তো শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। যার ফলে আরবের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একজন মহিলা অলংকার সহ গভীর রাতে চলাফেরা করতে পারত। একমাত্র আল্লাহ ও হিংস্র জানোয়ার ছাড়া আর কাউকে ভয় করতে হতো না।

অথচ আমাদের অপকর্ম দেখে খোদ ইবলীসও বুঝি লজ্জায় অধোমুখ। তাই বর্তমান সমাজের চেহারা দেখে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কথা মনে পড়ে। তিনি অতি বেদনায় লিখেছিলেন,

যে দিকে তাকাই দেখি যে কেবলি অন্ধ বদ্ধ জীব
ভোগোন্মত্ত, পঙ্গু, খঞ্জ, আতুর বদ নসীব।
কাগজে লিখিয়া সভায় কাঁদিয়া গুম্ফশ্মশ্রু ছিঁড়ে,
আছে কেউ নেতা লবে ইহাদের অমৃত সাগর তীরে?
আসে অনন্ত শক্তি নিয়ত যে মূল শক্তি হ'তে
সেখান হইতে শক্তি আনিয়া ভাসাতে শক্তি স্রোতে?

সেদিনের চেয়ে আজ সমাজের অবস্থা হাযার গুণ বেশী খারাপ। এই অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের পথ খুঁজে বের করতেই হবে। যুবকরা শুধু অর্থ উপার্জন করেই যাবে, সেটা হালাল হোক আর হারাম হোক, এটা কোন বিবেকবান যুবকের কাজ হ'তে পারে না। বরং সমাজ ও পৃথিবীকে সুন্দর রূপে গড়ে তুলবার জন্য তাদের অংশীদারিত্ব একান্ত অপরিহার্য। আর এ দায়িত্ব পালনের পূর্বশর্ত হ'ল জ্ঞানার্জন। যাতে স্রষ্টা সম্পর্কে যুবকগণ পূর্ণাঙ্গভাবে অবহিত হ'তে পারে এবং সামাজিক কুসংস্কার হ'তে মুক্ত হয়ে নিজেকে আদর্শ যুবক রূপে গড়ে তুলতে পারে। উল্লেখ্য যে, জ্ঞানার্জনের মূল উৎস হ'ল আল্লাহ্‌র 'অহি'। যাতে মানব জীবনের সার্বিক পথনির্দেশনা রয়েছে। ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে অংশগ্রহণকারীদের আল্লাহ্‌র প্রতিনিধির দায়িত্ব পালনের জন্য কুরআন-হাদীছের জ্ঞানার্জন অপরিহার্য। যৌবনের এই মূল্যবান সময় হাত ছাড়া করলে আর কোন কিছুর বিনিময়ে উহা ফেরৎ পাওয়া যাবেনা। আজ পর্যন্ত কেউ পায়নি আর পাবেও না। সমাজ আজ যুবকদের দিকে তাকিয়ে আছে। আর অলসতা নয়। আজকের এই নতুন দিন, বার, বছর পরে কত পুরাতন হয়ে যাবে, তাকি ভেবে দেখেছি? আজকের এই নবীন উষা কিছু পরে অতীতের স্বপ্ন বলে মনে হবে। মানুষের উপহাসের ভয় করে অন্যায়কে কখনও প্রশ্রয় দেয়া যায়না। মানুষ সম্মান করে বড় আসন দিক আর না দিক কোন ক্ষতি নেই। ফর্সা কাপড় পরে ভদ্রলোকের কাছে সম্মান বজায় রাখবার জন্য নিজের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করে ফেলা উচিত নয়।

আল্লাহ বলেন,

يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَلاَيَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ

'আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদকে এক বিন্দু ভয় করে না' (সূরা মায়েদা ৫৪)।

সকল প্রকার বাঁধার পাহাড় ছিন্ন করে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। তোমাদের উত্থান হয়েছে মানব জাতিকে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করার জন্য' (আলে ইমরান ১১০)। তিনি আরও বলেন,

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ،

'তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা মানুষকে সৎ কাজের দিকে ডাকবে এবং ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে, তারাই হবে সফলকাম' (আলে ইমরান ১০৪)।

মনে রাখতে হবে সৎকাজের আদেশ প্রদান করা যেমন আমাদের দায়িত্ব, তেমনি অসৎ কাজে নিষেধ করাও আমাদের দায়িত্ব। প্রাথমিক যুগে ইসলামের প্রচারকগণ এ দ্বিবিধ দায়িত্বই পালন করতেন। আর সে জন্যই তাঁরা বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। নিছক সৎকাজের আদেশই যদি তারা করতেন, তাহ'লে তারা কখনও নির্যাতনের শিকার হ'তেন না।

হে যুবক! কুরআন-সুন্নাহ্র মশাল হাতে নিয়ে খুঁজে বের করতে হবে চলার সঠিক পথ। হারানো হিম্মত পুণঃজাগ্রত ও উজ্জীবিত এবং নব কিরণ মালার বিচ্ছুরণে উদ্ভাসিত করতে হবে। জীবনের জাগরণে, কর্মের দ্যোতনায় এবং বিশেষ করে অসত্যের বিরুদ্ধে দুর্বার ও দুর্জয় সাহসে নব জিহাদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'তে হবে। কঠোর পরিশ্রমী হ'তে হবে। নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, নিরন্তর লড়াই করে জয়ী হ'তে হবে। বুক ফুলিয়ে সত্য কথা বলতে হবে। সত্যাশ্রয়ী ও সত্যাগ্রহী হ'তে হবে। আল্লাহ বলেন, 'আমি সত্য দ্বারা মিথ্যার উপর আঘাত হানি। ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়। অতঃপর মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়' (সূরা আম্বিয়া ১৮)।

একথা জোর করে বলা যায় যে, সত্যের অকুতোভয় যুবকের ভয়ের কোন কারণ নেই। আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' আমাদের পথ চলার সম্বল হ'তে হবে। কবি নজরুল ইসলামের ভাষায় বলতে হয়-

ভাঙ্গিতে সব কারাগার সব বন্ধন ভয় লাজ
এলো যে কুরআন, এলেন যে নবী
ভুলিলে কি সে সব আজ?
হে চির অরুন-তরুন তুমি কি বুঝিতে পারোনি আজো
ইঙ্গিতে তুমি বৃদ্ধ সিদ্ধাবাদের বাহন সাজো?

হে যুবক! দেশ ও সমাজকে ভ্রান্ত মতবাদ থেকে উদ্ধার করার এবং সুন্দর রূপে অহি-র ছাঁচে গড়ে তোলার দায়িত্ব আপনারই হাতে। কারোর স্বার্থের ধ্বজাধারী হয়ে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিলে চলবে না। সমাজ যে আজ আপনার দিকে অসহায়ভাবে চেয়ে আছে। সকল প্রকার অন্ধ অনুকরণের মোহ পরিত্যাগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় বাধা হ'ল জাতীয় ও বিজাতীয় তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুরসণ। হে যুবক! মানুষকে ত্যাগের পথে আহবান জানাতে হবে, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে। কল্যাণ কাজে তাদের অনুপ্রাণিত করতে হবে। সৎ কাজে উৎসাহিত করতে হবে। নিজেদেরকে আল্লাহ্র অনুগত দাসে পরিণত হ'তে হবে। তবেই সমাজে শান্তি ফিরে আসবে। মানুষ সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। বিশ্বের ইতিহাসে সমাজ সংস্কারে যাদের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয় তারা হ'লেন সদা চঞ্চল, উদ্যমী ও সাহসী যুব সমাজ। যুবকরাই পারেন সমাজের সকল অন্যায় ও অত্যাচারের মুলোৎপাটন করতে। তাই অনুরোধ করব যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজের সকল প্রকার অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হ'তে।

দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, আমাদের যুব সমাজের একটি বিরাট অংশ বুকের তাজা খুন ঢেলে দিচ্ছে কোন বাতিল মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য। তাদের ধারণা যে, ধর্ম ও রাজনীতি সম্পূর্ণ আলাদা। ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত, তাসবীহ তাহলীলের মধ্যেই ধর্ম সীমাবদ্ধ। কাজেই বৈষয়িক জীবনটা নিজের ইচ্ছামত চালালেই হবে।

এই ভ্রান্ত আক্বীদার বশবর্তী হয়েই তারা আল্লাহ্র দেয়া শক্তি সাহস মানব রচিত বাতিল মতবাদের পিছনে ব্যয় করছে। এই ভ্রান্ত ধারণা অবশ্যই বর্জন করতে হবে। মনে রাখতে হবে হক বা সত্য হল একটাই। আর তা হ'ল 'আল্লাহ্র অহি'।

আল্লাহ বলেন, 'এবং বলুন! সত্য তোমাদের পালন কর্তার পক্ষ থেকে আসে। অতএব যার ইচ্ছা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা তা অমান্য করুক। আমরা সীমালংঘনকারীদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি' (সূরা কাহাফ ২৯)।

ইসলামের ইতিহাসে যুবকদের অবদানের কথা স্মরণ করলে আজও বিস্ময়ে হতবাক হ'তে হয়। বিশেষ শৌর্য্য বীর্যের অধিকারী ওমর, আলী, খালিদ, হামযা, মূসা, তারিক, মুহাম্মদ বিন কাসিমের নাম সবারই জানা। মু'আয ও মু'আউয়ায-এর মত কিশোরের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল কাফির নেতা আবূ জাহলকে হত্যা করে বদর যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার।

তাই আসুন সকল প্রকার স্বার্থদ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলি এবং সমাজের সকল প্রকার অন্যায়ের মূলোচ্ছেদ করি। আর অবহেলা নয়, অলসতা নয়। মনে রাখতে হবে সত্যের জয় সুনিশ্চিত ও মিথ্যার ক্ষয় অবধারিত।

ঐ শুনুন আল্লাহ্র বাণী 'এবং বল সত্য সমাগত, মিথ্যা বিলুপ্ত, মিথ্যার বিলোপ অবধারিত' (বনী ইসরাঈল ৮১)।

হে যুবক! কিয়ামতে আপনার যৌবনের হিসাব দিতে হবে। দিতে হবে আপনার প্রতি ফোটা রক্তের হিসাব। তাই আসুন! আমাদের ঈমানী দায়িত্ব মনে করে সমাজের সকল প্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলি এবং এমন একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার শপথ গ্রহণ করি 'যেখানে থাকবেনা প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ থাকবেনা ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ'।

লাইব্রেরী

*-এম, আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন**

গ্রন্থের শ্রেণীবদ্ধ সংগ্রহকে লাইব্রেরী বলে। Library ইংরেজী শব্দ। যার বাংলা অর্থ হ'ল- পাঠাগার, গ্রন্থাগার, পুস্তকালয় ইত্যাদি। ফারসী শব্দে একে 'কুতুবখানা' বলা হয়। আরবীতে 'মাকতাবা' বা 'দারুল কুতুব' বলা হয়। আমাদের দেশে ইংরেজী Library শব্দটিই অধিক প্রচলিত।

লাইব্রেরী তিন প্রকার। যথাঃ ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও পাবলিক লাইব্রেরী। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির নিজ প্রচেষ্টা ও পসন্দ অনুযায়ী সংগৃহীত লাইব্রেরীকে ব্যক্তিগত লাইব্রেরী বলে। তেমনি কোন একটি পরিবারের সদস্যদের প্রচেষ্টা ও পসন্দ অনুযায়ী সংগৃহীত লাইব্রেরীকে পারিবারিক লাইব্রেরী বলে। আবার একটি সমাজের বহু সংখ্যক জন সাধারণের প্রচেষ্টা ও পসন্দ অথবা প্রয়োজন মাফিক গড়ে উঠা লাইব্রেরীকে পাবলিক লাইব্রেরী বা সাধারণ পাঠাগার বলা হয়।

যুগ যুগ ধরে মানব সভ্যতার কল্যাণে লাইব্রেরীর অবদান অসামান্য। লাইব্রেরী হ'ল কোন জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বাহন। তাই কোন জাতি বা গোষ্ঠীকে উন্নত ও শক্তিশালী রূপে গড়ে তুলতে হলে তাদের মধ্যে সর্বত্রই লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার সামাজিক বিপ্লব সৃষ্টি করতে হবে। এই জন্য লাইব্রেরীকে একটি দেশ ও জাতির সভ্যতা ও উন্নতির মাপকাঠি বলা হয়। এই লাইব্রেরীর পরিচয় দিতে গিয়ে মণীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'শত বৎসরের সমুদ্রের কলধ্বনিকে কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিত যে, সে ঘুমন্ত শিশুটির মত নিশ্চুপ হইয়া থাকে। তাহা হইলে সে তুলনা হইত এই লাইব্রেরী।' সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'বই পড়া' প্রবন্ধে বলেছেন, 'ধর্মের প্রভৃতির চর্চা মন্দির কিংবা যেখানে সেখানে চলে কিন্তু সাহিত্য চর্চার জন্য চাই লাইব্রেরী। ও চর্চা মানুষ যথাতথা করতে পারেনা।' তিনি আরও বলেন, 'লাইব্রেরীর সার্থকতা হাসপাতালের চেয়ে কিছু কম নয় এবং স্কুল কলেজের চেয়ে একটু বেশী।'

আমার মতে, একটি লাইব্রেরীকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেই কেবলমাত্র তুলনা করা যেতে পারে। কেননা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন ভাবে প্রচলিত বিশ্বের যেকোন ভাষাভাষীর লোক বিশেষ বিশেষ বিষয়ে ইচ্ছা মাফিক লেখা পড়া করতে পারে। ঠিক তেমনিভাবে যেকোন ভাষাভাষীর লোক যেকোন বিষয়ে নিজ ইচ্ছা ও রুচি মাফিক স্বচ্ছন্দচিত্তে লাইব্রেরীতে বসে পড়াশোনার মাধ্যমে গ্রন্থের পীযুষধারা আহরণ করতে পারে।

* প্রভাষক, ইসলামী শিক্ষা, ফযীলা রহমান মহিলা কলেজ, সরপকাঠি, পিরোজপুর।

লাইব্রেরীকে জ্ঞানের ফুলবাগান বলা যেতে পারে। ফুলবাগানে যেমন বিচিত্র রঙের ফুল ফুটে আর তা ফুলদানীতে সাজিয়ে রাখে। তেমনি লাইব্রেরীতে বসে জ্ঞান পিপাসু পাঠক নিজের রুচি মাফিক যে কোন ভাষার যেকোন গ্রন্থ পাঠ করে মনের ফুলদানীকে রাঙিয়ে তুলতে পারে।

সভ্যতার সূচনা কাল থেকেই যুগে যুগে রাজা-প্রজা, কবি-সাহিত্যিক বিশেষ করে বিদ্যোৎসাহী ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ কতৃক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসছে। বিশেষতঃ মুসলিমগণ সর্বযুগেই লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করে ইতিহাসে বিশ্ববিশ্রুত হয়ে আছে। খালিদ বিন ইয়াযীদ মুসলিম লাইব্রেরীর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরীতে তিন লক্ষ গ্রন্থ ছিল। খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয, ইবনে শিহাব যুহ্‌রী প্রমুখ পণ্ডিতগণ ব্যক্তিগত লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মুসলিম শাসনামলের স্বর্ণযুগে শাসকগণ মহল্লার মসজিদগুলোকে কেন্দ্র করে 'মসজিদ পাঠাগার' গড়ে তুলেছিলেন। আব্বাসীয় যুগে প্রতিটি শহরে পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। খলীফা হারুনুর রশীদ জ্ঞান চর্চার নিমিত্তে যে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাতে চার লক্ষ গ্রন্থ ছিল। ঐতিহাসিক ইয়াকূত হামাভী বলেন, 'তিনি মার্ভের জামিরিয়া লাইব্রেরী হ'তে দু'শত বই ধারও নিয়েছিলেন।'

খলীফা মামূনুর রশীদ 'বায়তুল হিকমা' নামে একটি প্রসিদ্ধ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ৬৫৬ হিজরীতে আব্বাসীয়দের প্রতিষ্ঠিত বাগদাদের 'নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়' সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরীতে সাত শত বছরের সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন সংগৃহীত ছিল। ইতিহাস কলংকিত চীনের রক্ত পিয়াসু হালাকু খাঁ মুসলিমদের ফির্কাবন্দী ও মাযহাবী কোন্দলের সুযোগ নিয়ে যে সময় বাগদাদ নগরী আক্রমন করেন; সে সময় মুসলমানদের জ্ঞান সমুদ্রকে টাইগ্রীস নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দেন। পাটনার খোদাবক্স লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা ঐতিহাসিক খোদাবক্স বলেছেন, 'বাগদাদের লাইব্রেরীর মত অত বড় লাইব্রেরী আজ পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে তৈরী হয়নি আর কোন দিন হবেও না।'

'রায়' শহরে প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরীর বইয়ের বোঝা বহন করতে চারশত উটের প্রয়োজন হ'ত। আর সে বইয়ের তালিকা করতে বার খণ্ডে বিভক্ত ক্যাটালগ তৈরী করতে হয়েছিল। 'শিরাজ' শহরের 'খাযীনাতুল কুতুব' নামক লাইব্রেরী ভবণের ৩৬০ টি প্রকোষ্ঠ ছিল। ঐতিহাসিক পি, কে, হিট্টি বলেন, 'কর্ডোভার লাইব্রেরীতে চার লাখ পুস্তকের তালিকার জন্য ৪৪ খণ্ড 'ক্যাটালগ' তৈরী করতে হয়েছিল।'

সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন শিরাজী তাঁর লিখিত 'স্পেনে মুসলমান সভ্যতা' নামক প্রবন্ধে স্পেনের কর্ডোভা নগরীর

নানা জাতীয় বিলাস সামগ্রীর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'কর্ডোভা নগরী সে আমলে যে যে বিষয়ে বিশ্ব বিশ্রুত হয়ে উঠেছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল বিবিধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থপূর্ণ লাইব্রেরী।' তিনি বলেন, 'সাধারণের পাঠের জন্য সপ্তদশটি বিরাট লাইব্রেরী ছিল এবং বহু সংখ্যক পাঠ সম্মিলনী (ক্লাব) ছিল। সে কালে যে ব্যক্তি বাড়িতে ছাত্র জায়গীর এবং লাইব্রেরী না রাখতেন, তিনি নিতান্ত অভদ্র এবং অশিক্ষিত বলে সমাজে লাঞ্ছিত হ'তেন। খলীফা ২য় হাকাম প্রভূত অর্থ ব্যয়ে পৃথিবীর নানা দেশ হ'তে শত শত লোক নিযুক্ত করে প্রায় ছয় লাখ মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন। ইতিপূর্বে পৃথিবীতে এরূপ বিরাট এবং মূল্যবান লাইব্রেরী হয় নি।'

ইতিহাস বিখ্যাত মোগল শাসকদের প্রায় সকলেই সহিত্যামোদী ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠাতা রূপে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তন্মধ্যে সম্রাট বাবর পুত্র হুমায়ুন সমধিক খ্যাত। সম্রাট হুমায়ুন নিজে যেমনি পণ্ডিত ছিলেন, তেমনি তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত কুতুবখানাটিকে প্রাণাধিক ভালবাসতেন। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল এই কুতুবখানার সিঁড়ি থেকে পা পিছলে পড়ে গিয়েই। হুমায়ুন বাদশাহ শেরশাহ্ কর্তৃক পরাজিত হয়ে সিন্ধুতে যখন রাজ্যহারা অবস্থায় যাযাবর জীবন যাপন করছিলেন; ঠিক তখন তাঁর কুতুবখানার কিতাব বাহী একটি উট হারিয়ে গেলে তিনি অতিশয় দুঃখিত হয়ে ভেঙ্গে পড়েন। পুনরায় যখন উটটি ফিরে আসে, তখন তাঁকে এত খুশী দেখা গিয়েছিল যে, পরবর্তীতে স্বতরাজ্য পুনরুদ্ধারের পরও তত খুশী দেখা যায়নি।

পণ্ডিত ব্যক্তি নিজ পরিধেয় বস্ত্রের চেয়ে নিজ হাতে গড়া লাইব্রেরীর বইয়ের প্রতি অধিক যত্নবান হন। জ্ঞানী ব্যক্তির গায়ে কোর্ট, হাতে ঘড়ি, পায়ে দামী জুতা না থাকতে পারে। কিন্তু তাঁর বাস গৃহে ছোট্ট পরিসরে হলেও ব্যক্তিগত একটি লাইব্রেরী থাকবেই। পণ্ডিত ব্যক্তি নিজ লাইব্রেরীকে আপন সন্তানের মতই ভাল বাসেন। যুগ-যুগান্তর আগের প্রাচীন পণ্ডিতগণ আজ বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁদের কাজ ও কথা, চিন্তা ও চেতনা, যে বাহনটি বুকে ধারণ করে আছে, তার নাম লাইব্রেরী। সে প্রতিষ্ঠানটি যে কত মহৎ হ'তে পারে, তা অতি সহজেই অনুমান করা যায়। এই মহৎ প্রতিষ্ঠানটির সবচেয়ে বড় শত্রু হ'ল উইপোকা, আগুন ও পণ্ডিতের মূর্খ সন্তান।

আমাদের দেশে পাবলিক লাইব্রেরীর তেমনটা প্রসার এখনও ঘটেনি। সরকার ও সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিগণ এপথে কিছুটা অর্থ বরাদ্দ রেখে অধিকহারে পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশ ও জাতির হিত সাধনে ব্রতী হ'তে পারেন। মুসলিমদের সামাজিক মিলন কেন্দ্র মসজিদ সমূহে মসজিদ পাঠাগার স্থাপনের মধ্য দিয়ে জ্ঞান চর্চার দিগন্ত উন্মোচিত হ'তে পারে। আমাদের সমাজে যা কিছু অমঙ্গল, যা কিছু অসুন্দর তা মূর্খতার কারণে এবং জ্ঞান চর্চার অভাবেই হয়ে থাকে। মানুষ বিদ্যা শিক্ষার মাধ্যমে যত বড়ই ডিগ্রীধারী হোক না কেন, তার মধ্যে ভুল ও ভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে তার ভ্রান্তি দূর করা খুব সহজ। আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র পরিপূর্ণ দ্বীন ইসলাম আজ ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ এবং মাযহাবের মায়াজালে নিবদ্ধ। এমতাবস্থায় জ্ঞান ও সত্যের একমাত্র অভ্রান্ত উৎস কুরআন ও ছহীহ হাদীছের চর্চার মধ্য দিয়ে ইসলামের সঠিক রূপ ফুটিয়ে তোলা এবং তা সমাজের বুকে ব্যবহারিক রূপে জাগ্রত করা সম্ভব। এই সহজ বোধোদয়টুকু মুসলমানদের মধ্যে যতদিন না হবে, ততদিন তারা অন্ধকারের অতল গহ্বরে তলিয়ে থাকবে। তাই মুসলিম মিল্লাতের জাগতিক ও রূহানী জীবন উন্নতির উচ্চ সোপানে পৌঁছাতে হ'লে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

তথ্য সূত্রঃ ১। অধঃপতনের অতল তলে -লেখক ও প্রকাশক মোঃ আবু তাহের বর্ধমানী, পাটুয়াপাড়া, পোঃ ও জেলা- দিনাজপুর।

২। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড ঢাকা- কতৃক প্রকাশিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বাংলা সাহিত্য সংকলনের প্রবন্ধ অংশ।

পূণঃপ্রকাশের পথে
ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)
সংক্ষিপ্ত

উভয় বাংলার সর্বাধিক তথ্য সমৃদ্ধ ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত ছালাত শিক্ষা হিসাবে ইতিমধ্যে সুধী মহল কর্তৃক প্রশংসিত ও পাঠক সাধারণ কর্তৃক সমাদৃত **ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)** কিছুটা বর্ধিত আকারে ২য় সংস্করণ সত্বর প্রকাশিত হ'তে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ। এজেন্ট ও লাইব্রেরীর মালিকগণ সত্বর যোগাযোগ করুন।

উল্লেখ্য যে, ১ম সংস্করণ গত ২৭.২.৯৮ইং তারিখে প্রকাশিত হবার পর এপ্রিল মাসেই বিক্রয়যোগ্য সকল কপি শেষ হয়ে যায়। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

অধ্যাপক আব্দুল লতীফ
সচিব
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।

শতাব্দীর ভয়াবহ বন্যা ঃ বিপর্যস্ত বাংলাদেশ

*-মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন**

শতাব্দীর দীর্ঘস্থায়ী সর্বগ্রাসী প্রলয়ংকরী ভয়াবহ বন্যা বাংলাদেশকে গ্রাস করেছে। বিপর্যস্ত করেছে দেশের অর্থনীতিকে। অসংখ্য ঘর বাড়ি সেতু, কালভার্ট বানের পানিতে ভেসে গেছে। মহা প্লাবনে দেশের কৃষি, শিল্প বাসস্থান, ব্যবসা-বানিজ্য, পশু সম্পদ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, গ্রামীন কাঠামো, যোগাযোগ তথা সার্বিক অর্থনীতিতে কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে ও হচ্ছে তার সঠিক হিসাব নিরূপণ হয়তো কোনদিন সম্ভব হবে না। এই ভয়াবহ বন্যার প্রলংয়করী ছোবলে অসংখ্য জনপদ ধ্বংস হওয়ায় দুর্গত কোটি কোটি সাধারণ মানুষ ভাত, কাপড়, আশ্রয়, ওষধপত্র সহ সর্বদিক দিয়ে দুঃসহ অভাব অনটনের সম্মুখীন হয়েছে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে রোগ ব্যাধি। ফসলহানি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিসহ আলামত দেখে মনে হচ্ছে দেশে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সমাগত। বলা যায় স্মরণকালের ভয়াবহতম এই সর্বগ্রাসী বন্যা এদেশের অধিবাসীকে সর্বস্বান্ত করে ফেলেছে। এত দীর্ঘস্থায়ী বন্যা এদেশে ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি।

জলে স্থলে এই বিপর্যয় কেন? আমরা আজ জলে স্থলে অন্তরীক্ষে এত ভয়াবহ বিপর্যয় দেখছি কেন? মানুষের উপর এত দুঃখ দুর্দশা ও বালা মুছীবত আঘাত হানছে কেন? জ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, চিন্তাশীল সুধী সমাজ এ বিষয়ে কি উত্তর দিবেন? এটা কি প্রাকৃতিক দুর্যোগ না কি আল্লাহ্র গযব? যদি বলেন, আল্লাহ্র গযব তাহ'লে কেন আল্লাহ তা'আলা এই ভয়াবহ গযব দ্বারা মানুষকে গ্রেফতার করেন? কেন তার প্রিয় সৃষ্টি মানুষকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেন? স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'কোন জনবসতির অধিবাসীগণ যদি সৎকর্মশীল হয় তাহ'লে তোমার প্রভু তাদেরকে অন্যায়ভাবে কখনও ধ্বংস করে দেন না' (হুদ ১১৭)। সূরা আত-তাওবার ৭০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তাদের প্রতি যুলূম করেন না বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলূম করে'। সূরা কাছাছের ৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, '(হে রাসূল!) আপনার প্রতিপালক সে পর্যন্ত কোন লোকালয়কে ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত না সেখানে কোন রাসূল প্রেরণ করেন। যে সেই জনপদবাসীর নিকট আমার আয়াত সমূহ পাঠ করে, আর যেসব জনপদের অধিবাসীরা অত্যাচারী, আমি শুধু তাদেরকেই ধ্বংস করি'।

এ আয়াতগুলো থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, কোন জাতি বা জনগোষ্ঠি যখন সৎকাজ সম্পাদন করে, আল্লাহ ভীরু হয়, আল্লাহ্র নাফরমানী না করে, তখন সে জাতি বা গোষ্ঠীর উপর আল্লাহ্র রহমত নেমে আসে।

পক্ষান্তরে কোন জাতি বা জনগোষ্ঠী যখন অন্যায়ের মধ্যে নিমজ্জিত হয় বা পাপের পংকিল আবর্তে জড়িয়ে পড়ে, যুলূম-অত্যাচার, অন্যায়, অবিচার, ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন সে জাতি বা জনগোষ্ঠীকে হুঁশিয়ার করতে তাদের উপরে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নেমে আসে বন্যা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, দুর্ভিক্ষসহ বিভিন্ন ধরণের আসমানী গযব।

আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীর পূর্বে বহু জাতিকে তাদের অন্যায় কর্মের পরিণামে ধ্বংস করে দিয়েছেন। নূহ (আঃ)-এর কওমকে তাদের নাফরমানীর কারণে আল্লাহ তা'আলা প্লাবন দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আদ-এর কওমকে ৮দিন ব্যাপী প্রলংকরী ঝড়ের মাধ্যমে, ছামূদ-এর কওমকে গগণবিদারী আওয়াযের মাধ্যমে ও লূত-এর সমকামী কওমকে ভূমি উল্টে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। জর্ডনের ঐ স্থানটি বাহরে মাইয়েত বা মরু সাগর বলে পরিচিত। যেখানে কোন জলজ জীব বাঁচতে পারে না। অতএব আমরা আজ জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যে বিপর্যয় দেখতে পাচ্ছি তা আমাদের কৃত কর্মের অবশ্যম্ভাবী ফল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'জলে স্থলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে' (রূম ৪১)।

এবারের ভয়াবহ বন্যা দেশ ও জাতির ওপর আল্লাহ্র তরফ থেকে সেই গযব হয়ে নেমে এসেছে, যা আমরা নিজ হাতে অর্জন করেছি। এ গযব থেকে পানাহ চাওয়ার সাথে সাথে আমাদেরকে পাপাচার থেকে মুক্ত হয়ে সঠিক জীবনাদর্শ গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ প্রেরীত অহি-র বিধানের আলোকে নৈতিক মান ও জাতীয় চরিত্র গঠন করতে হবে। তাহ'লে আল্লাহ্র গযব থেকে বাঁচা যাবে। নিম্নে বন্যার ভয়াবহ চিত্রের কিছু প্রতিবেদন পেশ করা হ'ল-

৫ জুলাই থেকে বন্যা শুরুঃ

'৯৮-এর বন্যা শুরু হয় জুলাই মাসের ৫ তারিখ থেকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারে তিনদিন অবিরাম বর্ষণের ফলে সেখানে বন্যা দেখা দেয়। এর কিছুদিন পর থেকে সে বন্যা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

উচ্চতা ও স্থায়িত্বের বিচারে '৯৮ এর বন্যাঃ

পানির উচ্চতা ও স্থায়িত্বের বিচারে এবারের বন্যা ১৯৫৪ এবং ১৯৮৮ সালের বন্যাকে অতিক্রম করেছে। ১৯৫৪

* জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

সালের বন্যায় বিপদ সীমার উপর দিয়ে পানি প্রবাহের স্থায়িত্ব ছিল ১৯ দিন। ১৯৯৮ সালের বন্যার স্থায়িত্ব ছিল ২৫ দিন। এবারের বন্যা ইতোমধ্যে ৭০ দিন পার হয়ে গেছে।

বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণঃ

এবারের ভয়াবহ বন্যায় কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা এ মুহূর্তে নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে বন্যার পানি নেমে যাবার পর এই ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা যাবে। সরকারী হিসাব মতে দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫২টি জেলা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সহস্রাধীক লোক প্রাণ হারিয়েছে। ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে প্রায় ৩ লক্ষের অধিক লোক। ডায়রিয়ায় প্রাণ হারিয়েছে ২৫০ জন। তবে অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সরকারের কাছে প্রকৃত অবস্থা না পৌছানোর কারণে মৃতের সংখ্যা এর দিগুণ হ'তে পারে। ১ লক্ষ ৩০ হাযার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। প্রায় ১১ হাযার ২৭৩ কিলোমিটার রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত। প্রায় ৪ হাযার ২৫৭ কিলোমিটার বাধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া ব্রীজ কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অসংখ্য। প্রায় ৪ হাযার ৩৯০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১ হাযার ৯২টি অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ছাড়া ঘরবাড়ি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়েছে ৩ লক্ষ ৫২ হাযার ৪৫৮টি। আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১৩,৯১,৮০১টি বাড়ী। প্রায় ১৩ হাযারের বেশী গবাদি পশু মৃত্যুবরণ করছে। ৩ হাযার শিল্প প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপনঃ

সারাদেশে প্রায় ১,১৯৪টি আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে ৪,৫৬,৪২৬ জন আশ্রিত হয়েছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের তালিকাভূক্ত ২৫২টি আশ্রয় কেন্দ্রে প্রায় ২ লক্ষ বিপন্ন মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। উল্লেখ্য যে, এসব আশ্রয় কেন্দ্রে খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির অভাবসহ বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিয়েছে। আশ্রয় কেন্দ্রের মানুষগুলো মানবেতর জীবন যাপন করছে। রোগ, শোক, হাম, কলেরা ইত্যাদি বন্যা কবলিত আশ্রয় কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়েছে।

দ্রব্য মূল্যের উর্ধগতিঃ

বন্যার পানির মত দ্রব্যসামগ্রীর দাম হুহু করে বাড়ছে। পন্য দ্রব্যের মূল্য ইতোমধ্যেই নিম্নবিত্ত মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। দ্রব্যমূল্য এখন মধ্যবিত্তের ক্রয় ক্ষমতাকেও ছুঁই ছুঁই করছে। বাজার গুলোতে চাল-ডাল পেয়াজ তরিতরকারী সহ নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের দাম বেপরোয়াভাবে বেড়ে চলেছে। তরকারী বাজারে যেন আগুন লেগেছে। এ এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। সরকারকে এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।

আন্তর্জাতিক সাহায্যঃ

বন্যার এ ভয়াবহতা কাটিয়ে উঠার জন্য সরকার ৮৯৭.৫০ মার্কিন ডলারের আন্তর্জাতিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে। বন্যার্ত মানুষের সাহায্যের জন্য ইতোমধ্যে ৩২টি দেশ ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে। জাতিসংঘ বাংলাদেশকে ২২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সাহায্যের জন্য আবেদন করেছে, যেটা অত্যন্ত আশার বিষয়। ইতোমধ্যে বন্যার্ত মানুষের জন্য বৈদেশিক সাহায্য আশা শুরু করেছে। এ সাহায্য যেন দুর্গত মানুষ পায় সে জন্য সরকারকে এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য জোর আবেদন জানাচ্ছি।

এ বন্যা ফারাক্কার বিষময় ফলঃ

সর্বধ্বংসী এ মহাপ্লাবন ভারতের অদূরদর্শী ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের বিষময় ফল। বন্যা শুরু থেকে ফারাক্কার সব ক'টি গেট খুলে দেওয়ায় বাংলাদেশে বন্যা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। ভারত শুধু ফারাক্কার বাঁধ নয়, পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায় আরো একটি বাঁধ খুলে দেয়াসহ তিস্তার উজানে এবং আসামের ব্রহ্মপুত্রের উজানে নির্মিত প্রায় সকল বাঁধের গেটই এবার খুলে দিয়েছে। ফলে এসব বাঁধ দিয়ে বিপুল পানির প্রবাহ দুর্নিবার গতিতে নেমে আসছে ভাটির বাংলাদেশে এবং সৃষ্টি করেছে শতাব্দীর ভয়াবহ বন্যার। 'বিশেষজ্ঞদের মতে মাত্র ৭ ভাগ বন্যার পানি বৃষ্টিপাতের আর ৯৩ ভাগই ভারতের। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে নিরব। দেশ এখন ভারতীয় পানি আগ্রাসনের নির্বিচার ও অসহায় শিকার। একদিন সরকারকে এ সত্য স্বীকার করতে হবে।

শেষ কথা হচ্ছেঃ

এবারের বন্যা অত্যন্ত ভয়াবহ ও নজীর বিহীন। এ ধরণের দীর্ঘস্থায়ী প্রলয়ংকরী বন্যা কখনও দেখা যায়নি। এবারের বন্যা বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে তছনছ করে দিয়েছে। এদেশের মানুষের উপর মহান আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কঠিন গযব হিসাবেই এই বন্যা এসেছে। এ গযব থেকে বাঁচার একটিই পথ আছে তা হচ্ছে ঐশী বিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করা ও সে বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করা। সাথে সাথে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বন্যা দুর্গত সকল বনী আদমের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো ও এক মুঠো অন্ন হ'লেও তাদের সামনে তুলে ধরা এবং বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনে তাদের সার্বিক সহযোগিতা আমাদের সকলের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। অতএব আসুন! আমাদের যার যা আছে, তাই নিয়ে বন্যাদুর্গত ভাই বোনদের সাহায্য করি ও এর মাধ্যমে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন।।

মনীষী চরিত

মাওলানা মোহাম্মাদ আকরম খাঁ ঃ উপমহাদেশে মুসলিম পুনর্জাগরণের অগ্রদূত

-মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

কালের আবর্তে প্রতি যুগেই ইসলাম বিরোধী চক্র ইসলামকে চিরতরে বিলুপ্ত করার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়ে এসেছে। যা যুগ পরম্পরায় আজও অব্যাহত রয়েছে। বরং পূর্বের তুলনায় বর্তমানে এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইয়াহুদী খৃষ্টানরা ইসলাম ধর্মের সুমহান আদর্শকে কোন কালেই মেনে নিতে পারেনি, আজও পারছেনা, ভবিষ্যতেও পারবে কি-না তা সুদূর পরাহত। কিন্তু তাদের এ হীন প্রচেষ্টা প্রতি যুগেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং ইসলাম তার গতিধারাকে আরো বেগবান করেছে। ইসলামের পক্ষে কথা বলার, বাতিলের সমুচিত জবাব দেওয়ার এবং মানুষের আক্বীদা ও আমলকে ইসলামের মৌল আদর্শের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য যুগে যুগে এই বিশ্ব চরাচরে অসংখ্য ব্যক্তিত্বের আগমন ঘটেছে। যাঁরা তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে, লেখনীর মাধ্যমে এবং সংঘবদ্ধ সাংগঠনিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন এবং মানুষকে ইসলামের পথে দাওয়াত দিয়েছেন। যে সকল মনীষী তাঁদের ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে আমরণ ইসলামের সেবায় নিমগ্ন ছিলেন মাওলানা আকরাম খাঁ ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

মাওলানা আকরম খাঁ একটি ব্যক্তিত্ব, একটি ইতিহাস। উপমহাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার একজন অগ্রসৈনিক। বাঙ্গালী মুসলমানদের পুনর্জাগরণের অগ্রদূত। বাংলায় মুসলিম সাংবাদিকতার পথিকৃত। বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী মাওলানার কর্মজীবন বর্ণাঢ্য। প্রচলিত জীবন ধারার ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ তিনি। উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারে যাঁদের নাম ইতিহাসের সোনালী পাতায় চির সমুজ্জল মাওলানা আকরম খাঁ তাদেরই একজন।

বাঙ্গালী মুসলমানদের পুনর্জাগরণে মাওলানা আকরম খাঁর অবদান অনস্বীকার্য। শতায়ু এ মহান ব্যক্তিত্বের জীবন পরিক্রমার বেশিরভাগই এই উপমহাদেশের মুসলিম জীবনের পুনরুত্থানে, মুসলমানদের হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে, সর্বোপরি শিরক-বিদ'আত বিমুক্ত তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে তৎকালীন প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন।

বিদেশী শাসন-শোষনের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান ছিল সুদৃঢ়। সাংবাদিকতার পাশাপাশি রাজনৈতিক মঞ্চেও তাঁর সক্রিয় পদচারণায় সমকালীন সকলেই বিস্মিত হয়েছেন। ক্লান্তিহীন পথিকের ন্যায় আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন তিনি।

১৮৬৮ সালের ৭ই জুন মোতাবেক ১২৭৫ বঙ্গাব্দের ২৪ জ্যৈষ্ঠ চব্বিশ পরগনা জেলার হাকিমপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত 'আলিম ও মুজাহিদ' পরিবারে মাওলানা আকরম খাঁ জন্মগ্রহণ করেন।[১] জন্ম সূত্রে তিনি জিহাদী প্রেরণার উত্তরাধিকারী হন এবং এই প্রেরণাই আগাগোড়া তাঁর জীবনকে নব নব উদ্যোগ ও প্রেরণার দিকে পরিচালিত করে। তাঁর পিতা গাযী আব্দুল বারী উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুজাহিদ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে গাযীর গৌরব অর্জন করেন।[২] আমীরুল মুজাহিদীন মাওলানা এনায়েত আলী ছাদেকপুরী (১২০৭-১২৭৪ হিঃ/১৭৯৩-১৮৫৮ খৃঃ) প্রতিষ্ঠিত হাকিমপুর কেন্দ্রের অন্যতম প্রধান সহযোগী হাজী মুফীযুদ্দীন খাঁর (১২০৫-১৩১০ হিঃ) দৌহিত্র এবং মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর (১২২০-১৩২০ হিঃ/১৮০৫-১৯০২ খৃঃ) কৃতি ছাত্র ছিলেন তাঁর পিতা মাওলানা আব্দুল বারী খাঁ।[৩] সঙ্গত কারণেই তিনি জিহাদী প্রেরণার উত্তরাধিকারী হন। আর এই প্রেরণাই তাঁকে আপোষহীন করে তুলে।

এগার বৎসর বয়সে একই দিনে মাতাপিতাকে হারিয়ে তিনি স্বীয় নানার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন।[৪] তাঁর পিতামহ তোরাব আলী খাঁ ছিলেন শহীদ তিতুমীরের একজন শিষ্য। তাঁর এক পূর্বপুরুষ বালাকোট যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁর মাতা রাবেয়া খাতুন ছিলেন ধর্ম পরায়ণা ও মহীয়সী মহিলা।[৫] তাঁর পূর্বপুরুষগণ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁরা সেখান থেকে এসে ভারতের বর্তমান উত্তর চব্বিশ পরগনায় বসতি স্থাপন করেন।[৬]

মাওলানা আকরম খাঁর শিক্ষা জীবন মক্তব থেকে শুরু হয়। মক্তবে তিনি পবিত্র কুরআন মজীদ শিক্ষা ছাড়াও শেখ সাদীর 'গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁ' পাঠ করেন।[৭] অতঃপর স্থানীয়

১। আবু জাফর, মাওলানা আকরম খাঁ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৮৬) পৃঃ ৫৫, নিবন্ধঃ 'মুসলিম বাংলার রেনেসাঁর অগ্রপথিক'; ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৬) পৃঃ ৪৬৭। গৃহীতঃ আব্দুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, 'সুধীবৃন্দের তুলিতে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ' পৃঃ ১৩, ২১০।

২. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন) পৃঃ ৭৫।

৩. আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ, পৃঃ ৪৬৭।

৪. তদেব; ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃঃ ৭৫; এম রুহুল আমিন, ছোটদের মাওলানা আকরাম খাঁ, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ১৯৮৭/ শা'বান ১৪০৭) পৃঃ ৩।

৫. ছোটদের মাওলানা আকরাম খাঁ, পৃঃ ১; মাওলানা আকরাম খাঁ পৃঃ ১২৬, নিবন্ধঃ 'মাওলানা সাহেব সম্পর্কে দু'টি কথা'।

৬. ছোটদের মাওলানা আকরাম খাঁ, পৃঃ ১।

৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।

এক নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন।[৮] ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অনুরাগ এবং ইংরেজ বিদ্বেষের ফলে অবশেষে তিনি মাদরাসা শিক্ষার প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং ১৮৯৬ সালে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। ১৯০০ সালে তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে সর্বোচ্চ এফ, এম (ফাইনাল মাদরাসা) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।[৯]

ছাত্র জীবনেই তাঁর মনে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে। ছাত্র জীবন সমাপনান্তে তিনি মুসলমানদের জাতীয় অগ্রগতি ও পুনর্জাগরণে মনোনিবেশ করেন। ছোট বেলা থেকেই সংবাদপত্র পাঠে তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। সাংবাদিকতার মাধ্যমেই তাঁর কর্ম জীবনের শুরু। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, সংবাদপত্রের মাধ্যমেই মুসলমানদের অগ্রগতি এবং পুনর্জাগরণ সম্ভব। কাজেই সাংবাদিকতাকেই তিনি জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে চির জাগ্রত ও আত্মসচেতন করে তুলার জন্য তিনি সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা তীব্র ভাবে অনুভব করেন। এই সময় তিনি কলিকাতা তাঁতীবাগের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও 'মোহাম্মাদী' পত্রিকার মালিক হাজী আব্দুল্লাহ্‌র (জন্ম-পাটনাঃ ১৮৪০ খৃঃ, মৃত্যু-কলিকাতাঃ ১৯২০) নযরে পড়েন ও আহলেহাদীছ আন্দোলন প্রচারের জন্য তাঁর হাতেই তিনি পত্রিকার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন।[১০] ১৯২৭ সাল থেকে সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' মাসিক হিসাবে নিয়মিত প্রকাশিত হ'তে থাকে।[১১] ১৯১৩ সালে তৎকালীন বাংলার ইসলামী চিন্তাবিদদের প্রচেষ্টায় বগুড়ার 'ধনিয়া' গ্রামে 'আঞ্জুমান-ই-উলামা-ই বাংগালা গঠিত হ'লে ১৯১৪ সালে এই আঞ্জুমানের মুখপত্র মাসিক 'আল-ইসলাম' প্রকাশিত হয়। মাওলানা আকরম খাঁ এর প্রকাশক ও যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন।[১২] ১৯২০ সালের ২১শে মে তিনি উর্দু দৈনিক 'যামানা' প্রকাশ করতঃ এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১৩] রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের জন্য তিনি ১৯২৬ সালে 'সেবক' নামে একটি বাংলা দৈনিকও প্রকাশ করেন। একই সময়ে তিনি কিছুদিন সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' দৈনিক 'যামানা' (উর্দু) ও দৈনিক 'সেবক' মোট তিনটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।[১৪] উল্লেখ্য যে, স্বাধীন ও নির্ভীক মতামত প্রকাশের দরুন 'সেবক' সরকারের কোপদৃষ্টিতে পতিত হয় এবং রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁকে এক বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।[১৫] ১৯৩৬ সালের ৩১শে অক্টোবর মাওলানা আকরম খাঁর জীবনের অমর কীর্তি দৈনিক 'আজাদ' কলিকাতা হ'তে প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও সম্পাদনায়।[১৬] জাতীয় জাগরণ এবং আযাদী আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলার পিছনে এ পত্রিকার অবদান অপরিসীম। তিনি যখন দৈনিক 'আজাদ' নিয়ে সাংবাদিকতায় অবতীর্ণ হন, তখন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মুসলমাদের ভূমিকা ছিল একেবারে নগন্য। 'স্টার অব ইণ্ডিয়া' এবং 'আছরে জাদীদ' ছাড়া কোন পত্রিকা মুসলিম সমাজে তখন ছিল না। অন্যদিকে কংগ্রেস তথা হিন্দুদের জন্য ছিল 'অমৃত বাজার' 'আনন্দবাজার' 'যুগান্তর' দৈনিক 'বসুমতি' 'সত্যযুগ' 'লোক সেবক' ইত্যাদি পত্রিকা। এছাড়া তাদের বহু মাসিক ও পাক্ষিক পত্রিকাও ছিল। মুসলিম সমাজের একমাত্র মুখপত্র ছিল দৈনিক 'আজাদ'। ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে জাগ্রত করার দায়িত্ব ছিল এই পত্রিকার। এই পত্রিকার প্রেরণাতেই মুসলমানরা আযাদী আন্দোলন চালিয়ে যায়।[১৭] দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে 'আজাদ' ও 'মোহাম্মদী' সহ তিনি ঢাকায় হিজরত করেন।[১৮] ১৯৪৬ সালে তিনি একটি ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন এবং মাওলানা মোহাম্মদ আলীর সাপ্তাহিক কমরেড (Comrade)-এর মালিকানা খরিদ করে পত্রিকাটি পুনর্জীবিত করেন।[১৯]

রাজনৈতিক মঞ্চেও তাঁর পদচারণা সক্রিয় ছিল। ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকায় সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার, ঐতিহ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতিকে রক্ষা করাই ছিল মুসলিম লীগ গঠন করার উদ্দেশ্য। তিনি মুসলিম লীগ গঠনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং মুসলিম লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন।[২০] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯-২১) চলাকালে মাওলানা আকরম খাঁ সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেন।[২১] ১৯১৩ সালে 'আঞ্জুমান-ই-উলামা-ই বাংগালা' প্রতিষ্ঠিত হ'লে তিনি এর সাধারণ সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেন।[২২] ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠিত হ'লে তিনি এর সেক্রেটারী মনোনীত হন।[২৩] ১৯৩৫ সালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, ১৯৪১ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি, স্বাধীনতা পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম

৮. ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃঃ ৭৫।
৯. তদেব; ছোটদের মাওলানা আকরাম খাঁ, পৃঃ ৩।
১০. আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ; পৃঃ ৪৬৭।
১১. ছোটদের মাওলানা আকরাম খাঁ; পৃঃ ১৩।
১২. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৫।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৬; ছোটদের মাওলানা আকরাম খাঁ, পৃঃ ৯৫।
১৪. তদেব।
১৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৬।
১৬. দৈনিক আজাদ, বিশেষ সংখ্যা ১৮ আগস্ট ১৯৬৯ নিবন্ধঃ 'আমার দেখা আমার নেতা'; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৬; আকরাম খাঁ, পৃঃ ৭৫ প্রবন্ধঃ 'সংবাদ পত্র সেবী মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ।
১৭. ছোটদের মাওলানা আকরাম খাঁ, পৃঃ ১১।
১৮. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৬।
১৯. দৈনিক আজাদ, বিশেষ সংখ্যা ১৮ই আগস্ট ১৯৬৯ নিবন্ধঃ 'মাওলানা আকরাম খাঁ স্মরণে'।
২০. ছোটদের মাওলানা আকরাম খাঁ, পৃঃ ১৮।
২১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৬।
২২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৫।
২৩. ছোটদের মাওলানা আকরাম খাঁ, পৃঃ ২০।

লীগের সভাপতি, নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৫২ -এর ভাষা আন্দোলনে তাঁর পত্রিকা দৈনিক আজাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৫৪ সালে গণপরিষদ ভেঙ্গে দেয়া হ'লে তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নেন।[২৪]

বাংলাদেশের খ্যাতিমান (আহলেহাদীছ) পণ্ডিত আবুল মনসুর আহমদ তাঁর রাজনীতি সম্পর্কে বলেন,

'তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনকে শুধু বৈষয়িক রাজনীতি মনে করতেন না। এটাকে মুসলিম বাংলা তথা মুসলিম ভারতের সর্বাঙ্গীন মুক্তি ও পুনর্জাগরণের আন্দোলন মনে করতেন। এ বিষয়ে তাঁর চিন্তার কোন অস্পষ্টতা ছিলনা। শুধু রাজনৈতিক মুক্তিই যে আমাদের প্রকৃত আজাদী আনবে না, সেই সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক ও তামদ্দুনিক আজাদীও অপরিহার্য্য এ বিষয়ে ছিলেন তিনি সচেতন ও অতন্দ্র। সে জন্য তিনি 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' উচ্ছেদের জন্য 'প্রজা' আন্দোলনের জন্ম দেন।[২৫]

আহলেহাদীছ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মাওলানা আকরম খাঁ।[২৬] স্বভাবতঃই শিরক ও বিদ'আতের সাথে আপোষহীন ছিলেন তিনি। শিরক-বিদ'আত ও প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষুরধার লেখনী সমকালীন সমাজকে সঠিক পথের সন্ধান দিত। সাধারণ মানুষ যখন সঠিক তাওহীদ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ ছিল, ঠিক তখনই তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ফলে মানুষের মনের গহীনে পুঞ্জিভূত আঁধার কেটে গেল। তিনি পীর পূজা, কবর পূজা প্রভৃতির বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার।[২৭]

আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন। প্রথম জীবনে এ আন্দোলনের জন্য 'মোহাম্মদী'র মাধ্যমে মসীযুদ্ধ ও বিভিন্ন বাহাছ-মুনাযারায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে তর্ক যুদ্ধ চালিয়েছেন, তাকে অবশ্যই মূল্যায়ণ করতে হবে। বাংলা ১৩১৯ সালে তিনি এমনি এক বাহাছে বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার ঝাউডাঙ্গায় আসেন ও প্রতিপক্ষের খ্যাতনামা হানাফী আলেম মাওলানা রুহুল আমীনকে পরাজিত করেন।[২৮]

তাঁর একান্ত বাসনা ছিল বাংলার মুসলিম সমাজের সংস্কার সাধন করা এবং খাঁটি ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। এ লক্ষ্যেই তিনি 'মোহাম্মাদী'র পাতায় পাতায় মুসলিম বাংলার সামাজিক গলদ শোধরানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি ছিলেন তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুসরণের ঘোর বিরোধী। তিনি কুরআন-হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়ে ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেন। তিনি বলতেন, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব এবং পূর্বসূরীদের অন্ধ অনুকরণের ফলে মানুষের জ্ঞান, বিবেক ও স্বাধীন চিন্তা ধারা বিকৃত ও বিপথগামী হয়ে পড়ে।[২৯]

বাংলাদেশের প্রখ্যাত (হানাফী) পণ্ডিত অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন,

"তিনি মুসলিম সমাজের মৌলিক ভিত্তি তার ধর্ম বিশ্বাসের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে দেখতে পান যে, এতেও সে স্বধর্মনিষ্ঠ নয়। নানাবিধ আগাছা-পরগাছা শিকড় গেড়েছে। নানাবিধ কুসংস্কারে তার মানস সমাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। পীর পূজা, গোর পূজা প্রভৃতি সর্বসাধারণ মুসলিম মানসে এমন দানা বেধেছে যে, তাকে সরিয়ে নিতে চাইলে তারা মরিয়া হয়ে আক্রমন করার চেষ্টা করে। কেবল অশিক্ষিত মানুষের মধ্যেই নয় তথাকথিত শিক্ষিত মানুষরা ধর্মের শাসন অনুশাসনের ক্ষেত্রে চার ইমামের মাযহাবকে শেষ ব্যাখ্যা মনে করে তাক্বলীদের দ্বার চিরতরে অবরুদ্ধ ভেবে এক্ষেত্রে টু শব্দটি করার স্বাধীনতা খুঁজে পাচ্ছে না। তাই প্রথমে গোড়ার দিকে সংস্কার করার বাসনায় তিনি হাদিস শাস্ত্র ঘেটে মাল-মসলা সংগ্রহ করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, কোরআন ও হাদিসের সূত্র গুলোর ব্যাখ্যা করার স্বাধীনতা সকল মুসলমানের রয়েছে। এক্ষেত্রে তার সহযাত্রী ছিলেন মাওলানা আব্দুল্লাহেল বাকী। এদেরই চেষ্টায় এ অঞ্চলে আহলেহাদীছ আন্দোলন বিশেষভাবে ফলে উঠে।[৩০]

মাওলানা আকরাম খাঁ একজন অকুতোভয় সম্পাদক ছিলেন। কাউকে তোয়াক্কা না করেই তিনি হকের পথে তাঁর হস্ত সঞ্চালিত করেছিলেন। তাঁকে যেদিন বৃটিশ নীতির সমর্থনে লেখার কথা বলা হ'ল এবং এ জন্য তাঁকে আর্থিক লোভ দেখানো হ'ল, সেদিন তিনি অপরিসীম অর্থ কষ্টের মধ্যে থেকেও অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এতে নবাব ক্ষিপ্ত হ'য়ে তাকে বন্দুকের গুলিতে হত্যা করার হুমকি দিলে তিনি ধীর-গম্ভীর ও অকম্পিত কণ্ঠে বললেন,

'দেখুন জনাব, আমি জীবনে বহুবার শিকার করেছি। বন্দুকের গুলীতে অনেক পাখি মেরেছি। আমার প্রতি গুলী নিক্ষিপ্ত হ'লে মারা যেতে পারি, এ কথা আমি ভাল ভাবেই জানি। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানবেন, আমাকে বন্দুকের গুলীতে নিহত করা হ'লে আমার দেহ হ'তে যত বিন্দু রক্তপাত হবে, বাংলার বুকে ঠিক ততজন আকরম খাঁ পুনর্বার জন্মাবে।[৩১]

---

২৪. দৈনিক ইনকিলাব, ১৯ আগস্ট ১৯৯৮, পৃঃ ৬ নিবন্ধঃ 'সংবাদপত্র শিল্প ও সাংবাদিকতার অগ্রনায়ক মাওলানা মোহাম্মাদ আকরাম খাঁ'।

২৫. দৈনিক আজাদ, বিশেষ সংখ্যা ১৯৬৯ নিবন্ধঃ 'মুসলিম বাংলার রেনেসাঁর অগ্রনায়ক'।

২৬. আকরম খাঁ, পৃঃ ১২৬, প্রবন্ধঃ ইব্রাহীম খাঁ, 'মাওলানা সাহেব সম্পর্কে দু'টি কথা'।

২৭. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৬।

২৮. আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তিও ক্রমবিকাশঃ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ পৃঃ ৪৬৮, গৃহীতঃ মোহাম্মাদ মতীউর রহমান, তরীকায়ে মোহাম্মাদীয়া (প্রকাশকঃ এম আব্দুল্লাহ সাং ও পোঃ ঘোনা, সাতক্ষীরা, ২য় সংস্করণ ১৯৮৭), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৮।

২৯. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৭।

৩০. দৈনিক আজাদ, বিশেষ সংখ্যা ১৮ই আগস্ট ১৯৬৯ নিবন্ধঃ 'বাঙ্গালী মুসলমানের রাজনৈতিক জনক'।

৩১. মাওলানা আকরম খাঁ, পৃঃ ১২ (প্রসঙ্গ কথা)।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মাওলানা আকরম খাঁ ১৯৬৮ সালের ১৮ই আগস্ট ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সকল অনুরোধ উপেক্ষা করে সরকারী জাতীয় কবরস্থান বাদ দিয়ে তাঁর অছিয়ত অনুযায়ী বংশাল মালিবাগ আহলেহাদীছ কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[৩২]

সাংবাদিকতা, রাজনীতি ও জেল-যুলমের মধ্যেও মাওলানা অনেকগুলি গবেষণাধর্মী ও পাণ্ডিত্য পূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাফসীরুল কুরআন, মোস্তফা চরিত, মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য, উম্মুল কোরআন, কাব্যে আমপারার তাফসীর, সমস্যা ও সমাধান, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস প্রভৃতি বইগুলি তাঁর স্বাধীন চিন্তা ও গভীর পাণ্ডিত্যের উৎকৃষ্ট দলীল।[৩৩]

তাঁর তিরোধানে দেশের খ্যাতনামা পণ্ডিত আবুল মনসুর আহমদ বলেন, 'শতাব্দীকালের একটা বিরাট মহীরুহ, বিস্তীর্ণ ছায়াদার একটা বিশাল বটগাছ ভূমিসাৎ হইল। দেশ হারাইল একটা আলোকস্তম্ভ। দেশবাসী হারাইল বাড়ির মুরব্বি, সাংবাদিক সাহিত্যিকরা হারাইলেন উপদেষ্টা, রাজনীতিবিদরা হারাইলেন একজন দিশারী, আলেম সম্প্রদায় হারাইলেন একজন অনুপ্রেরণাদাতা'।

কিছু শিক্ষণীয় ঘটনাঃ

(১) ১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলিম রায়টের সম্ভবতঃ কিছুদিন পূর্বে কলিকাতার গড়ের মাঠে আয়োজিত বিশাল সম্মেলনের প্রধান দুই বক্তা মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও মাওলানা আকরম খাঁ। মাগরিবের ছালাত আদায়ের জন্য মাওলানা আকরম খাঁ ১নং মারকুইস লেনে অবস্থিত মিছরীগঞ্জ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ছালাত আদায় করতে এসেছেন। ছালাত শেষে বের হবার সময় মসজিদের দরজায় কয়েকজন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। সামনে অবস্থিত পানশালায় মদ্যপানরত দুই মুসলিম যুবক দৌড়ে এসে চোখের পলকে ঐ অস্ত্র কেড়ে নিয়ে অস্ত্রধারীকে ধরাশায়ী করে ও দু'তিনজন গুণ্ডাকে খতম করে। এ দৃশ্য দেখে বাকীরা পালিয়ে প্রাণে বাঁচে। মসজিদ ভর্তি মুছল্লীদের কেউ সেদিনকার বিপদ মুহূর্তে এগিয়ে আসেনি। আকরম খাঁ ঐদিন গড়ের মাঠে যে বক্তৃতা করেছিলেন, তা ছিল তাঁর সারা জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জিহাদী বক্তৃতা।[৩৪]

(২) ফরাসী রাষ্ট্রদূতের সম্মানে আয়োজিত সভায় সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আযাদ অভ্যাস বশে চেয়ারে পা তুলে বসে আছেন। রাষ্ট্রদূতের ফারসী ভাষায় বক্তৃতার জওয়াব ফারসীতে কে দেবে? মাওলানা আযাদ মঞ্চে বসা আকরম খাঁর দিকে তাকালেন। আকরম খাঁ ইশারা পেয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। প্রথম দিকে বাধ বাধ অতঃপর স্রোতের গতিতে বক্তৃতা করে রাষ্ট্রদূতকে তাক লাগিয়ে দিলেন। উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর মুহুর্মুহু তাকবীর ধ্বনিতে হল মুখরিত হ'য়ে উঠল। ভারতের সম্মান বাঁচল। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি রসিকতা করে বলেন, ছোট বেলায় শেখা ফারসীগুলো ভাণ্ডের নীচে পড়েছিল। উপরের বাংলা-ইংরেজীর বোঝা ঠেলে ওগুলোকে খুঁটিয়ে বের করে আনতে একটু সময় লাগছিল। তাই বক্তৃতার শুরুতে একটু বাধ বাধ হচ্ছিল।[৩৫]

(৩) ঢাকায় আযাদ অফিস। সাতক্ষীরা থেকে প্রিয় শিষ্য মাওলানা আহমাদ আলী স্বীয় পুত্রকে সাথে নিয়ে সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালের শেষের দিকে সাক্ষাত করতে গিয়েছেন। হাতে তাঁর লিখিত পুস্তক 'আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মযহাবে আহলেহাদীছ'। পুরিসি রোগে অচল মাওলানা আকরম খাঁ অফিসের মধ্যে ইজি চেয়ারে শুয়ে আছেন। পূর্ব পরিচিত মাওলানা আহমাদ আলীকে পুত্রসহ দেখে আনন্দের সাথে স্বাগত জানালেন ও বললেন, তোমার হাতে ওটা কি? মাওলানা আহমাদ আলী ভয়ে ভয়ে বইটি তাঁর হাতে তুলে দিলেন। মাওলানা এক নিঃশ্বাসে বইটি পড়ে ফেললেন। অতঃপর মুখ তুলে বললেন, 'আহমাদ আলী তুমি যে লিখতে শিখেছ'। জওয়াবে তিনি বললেন, 'হুযুর! সমাজ ও জামা'আত নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাকি। ঠাণ্ডা মাথায় লেখার সময় পাইনা'। মাওলানা বললেন, 'আহমাদ আলী! মনে রেখ এ পৃথিবীতে যা কিছু করেছে, ব্যস্ত লোকেরাই করেছে। অলসরা কিছুই করেনি'।[৩৬]

দুর্ভাগ্য আমাদের জাতীয় মানস আজ খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন। ফলে আমাদের মূল্যবোধ ও ইতিহাস চেতনাও নেমে এসেছে শোচনীয় দশায়। ইতিহাসের অখণ্ড ধারার প্রেক্ষিতে আমাদের জননেতাদের মানস দৃষ্টি আচ্ছন্ন। কাজেই মাওলানা আকরম খাঁ স্বাভাবিক কারণে যে স্বীকৃতির হকদার, জাতির কাছ থেকে সে স্বীকৃতি তিনি পাননি, পাচ্ছেনও না। আদর্শবাদী এই মনীষীকে রাষ্ট্রীয় ভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে না। এমনকি বাংলাদেশের সংবাদপত্র গুলো 'মুসলিম সংবাদিকতার জনক' বলে খ্যাত এই মনীষীর নামে তাদের পত্রিকায় একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করতেও কুণ্ঠাবোধ করে থাকে। ফলে জাতি আজ প্রকৃত ইতিহাস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পরিশেষে উপমহাদেশে মুসলিম পুনর্জাগরণের অগ্রপথিক, মুসলিম সাংবাদিকতার জনক, শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন এই খ্যাতিমান মনীষীর জীবনধারা স্বাধীনতাপ্রিয় বাংলার মুসলমানের জন্য প্রেরণা হ'য়ে অক্ষুন্ন থাকুক এই প্রত্যাশা রইল।।

৩২. আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশঃ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ, পৃঃ ৪৬৯।

৩৩. আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশঃ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ, পৃঃ ৪৬৮।

৩৪, ৩৫, ৩৬. বক্তব্যঃ ডঃ মাওলানা আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্বীয় পিতা মাওলানা আহমাদ আলী হ'তে।

চিকিৎসা জগৎ

লিভার বা যকৃতের দেশীয় চিকিৎসা

আগে যখন এখনকার মত ডাক্তার ছিল না, তখন কি রোগ বালাই ভালো হ'ত না? হ'ত ঠিকই। এ জন্য গৃহের বৃদ্ধা দাদী-নানীদের কথা অবহেলা করা যায় না। যেমন ধরুন লিভার বা যকৃতের কথা। কত সহজেই না সুস্থ হ'ত এ দুরারোগ্য ব্যাধি। যেমন-

১. নিমপাতার রসঃ খালিপেটে ১ কাপ কাঁচা নিমপাতার রস প্রতিদিন খেলে উপকার হবে নির্ঘাত। ১ মাস খেলে লিভার কেন, অন্য আরো কত রোগ পালাবে।

২. করল্লার রসঃ সকাল বেলা আধা কাপ করল্লার রসের সাথে বড় চামচের এক চামচ খাঁটি মধু মিশিয়ে খেলে লিভারের ব্যারাম সেরে যাবে। ১ মাস সেব্য।

৩. আনারসঃ সকালবেলা নাস্তার সাথে মাঝারি একটি আনারস টুকরো করে নিয়ে মধু মাখিয়ে খেয়ে দেখুন-তো। রোগ বালাই দূরে চলে যাবে।

জণ্ডিসের পরীক্ষিত ঔষধ

আখের রস, অড়হরের পাতার রস সেব্য। এতদ্ব্যতীত নিম্ন লিখিত ঔষধ সমূহ পর্যায়ক্রমে সেব্য-

১. চেলিডোনিয়াম (হোমিও) 200 শক্তি

২. কেলি মিউর (বায়ো) 6 x অথবা 12 x

৩. নেট্রাম সাল্‌ফ (বায়ো) 6 x অথবা 12 x

প্রতিরাতে ১ নং ঔষধ দু'ফোটা অথবা ৫টি গ্লোবিউল্‌স দানা। সকালে ২ নং ঔষধ ২টি বড়ি হালকা গরম পানির সাথে। বিকালে ৩ নং ঔষধ ২টি বড়ি হালকা গরম পানির সাথে। ১২ বছর বয়সের নীচে হ'লে ২ ও ৩ নং ঔষধ ৬ x খাওয়াবেন। তিনটি ঔষধই B&T অথবা জার্মানীর তৈরী হ'তে হবে।

গুরু পাক খাওয়া নিষিদ্ধ। দুধ, মাছ, ডিম, গোস্ত থেকে বিরত থাকবেন। কলা, পেঁপে, পটল ইত্যাদি সাধারণ তরকারী ও বিশুদ্ধ পানি বেশী করে খাবেন।

ঔষধগুলির বর্তমান বাজার মূল্য প্রথমটি ১ ড্রাম ১২/০০, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রতিটি হাফ আউন্স ১৬/০০ করে মোট ৩২/০০ টাকা। সর্বমোট ৪৪/০০ টাকা মাত্র।

[বিঃ দ্রঃ ব্যবস্থাপত্রটি মাননীয় প্রধান সম্পাদক কর্তৃক অনেকের উপরে সফলভাবে পরীক্ষিত। ৩ হ'তে ৭ দিনের মধ্যেই সকলে আল্লাহ্‌র রহমতে আরোগ্যলাভ করেছেন। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ। -সম্পাদক]

বিস্‌মিল্লা-হির রাহমা-নির রহীম

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে

বার্ষিক কর্মী সম্মেলন '৯৮

তারিখঃ ২৯ ও ৩০ অক্টোবর
বৃহস্পতি ও শুক্রবার
স্থানঃ নওদাপাড়া, রাজশাহী

উদ্বোধনঃ ১ম দিন সকাল-১০ টায়।

'আন্দোলন'-এর 'সাধারণ পরিষদ সদস্য' ও 'যুবসংঘে'র 'কর্মী' স্তরের এবং উভয় সংগঠনের অগ্রসর 'প্রাথমিক সদস্য'গণকে উক্ত সম্মেলনে আবশ্যিকভাবে যোগদানের আবেদন রইল।

কবিতা

অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে

-আব্দুল ওয়াকীল
এম, এ, শেষ বর্ষ
জগন্নাথ বিশ্বঃ কলেজ, ঢাকা।

একদিকে প্রগতির নামে স্তম্ভ; মিনারে ফুলের মেলা,
অন্যদিকে ধর্মের দোহাই পেড়ে
লাল সালুর তেলেসমাতি খেলা।
অগ্নি জ্বালিয়ে অনির্বাণ অথবা শিখা চিরন্তন
কিংবা ঠাকুর গৃহের মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন
এই হলো দেশ বরেণ্যদের কর্ম,
বিংশ শতাব্দীতে রাজনীতির নামে
এগুলিই হলো তাদের ধর্ম।
শিরক-বিদ'আতে যারা আপসহীন,
তাদের সাথে নেই সখ্যতা, আছে মনঃমালিন।
ওরা হলো জাতির কর্ণধার; পণ্ডিত আর বুদ্ধিজীবি,
নেই তাক্বওয়া-আল্লাহভীতি, ওরাই নাকি সমাজ সেবী।
মানে নাকো অহি-র বিধান, নেইতো কোন নিয়ম-নীতি
সমাজটাকে ধ্বংস করায় তারা আছে মাতি।
কোন পথে আজ যাবে জাতি?
সত্য খুঁজতে গিয়ে তারা আজ বাতিলে দিশেহারা
শয়তানী সুধা পান করে, হলো পাগল পারা।
এইতো আজকের সভ্য সমাজ, যার বড়াই করে
গলা ফাটাই মোরা হর-হামেশা
অহি-র আলো দিয়ে মুছতে হবে মোদের এই দুর্দশা।
আনতে হবে সত্য-ন্যায়ের শুভ্র দিন
সেই লক্ষ্য হাছিলে হোক না মোদের জীবন বিলীন॥

***

চোখ থাকিতে অন্ধ

-শেখ আব্দুল লতীফ
গ্রামঃ পাক্-বলীসর
মুরাদনগর, কুমিল্লা।

মানুষের কুলে জন্ম নিয়েও বিদ্যায় অন্ধ কেন?
কলম থাকিতে আংগুলে টিপ শরমে মরণা কেন?
দু'চোখ থাকিতে পারনা দেখিতে অতি দুঃখের কথা
এলেম বিহনে কিসে হবে লাভ, তোমার সে মানবতা?
ভাল ও মন্দ বিবেচনা তুমি করিবে কিসের দ্বারা?
সময় থাকিতে ভাংগিয়া ফেল সে অন্ধ বন্ধ ফাঁড়া।
স্রষ্টার এই আঠারো হাযার মাখলূকাতের মাঝে,
সবার উপরে মানুষের স্থান, মানুষ রাজার সাজে।
মুর্খ মানুষ পশুর সমান- সকল জ্ঞানী বলে
এই কথা শুনিয়া বক্ষ তোমার ভিজেনা চক্ষু জলে।
দুই পাখা বিনে পারেনা যেমন, উড়িয়া যাইতে পাখি
তেমনি খোলেনা এলেম বিহনে, মানবের জ্ঞান-আঁখি।
বাংলার যত ভাই-বোন আছ অক্ষর জ্ঞান হীন
বয়স না ভেবে কাগজে-কলমে, লিখ-পড়, রাত-দিন।

***

ঘরে যাও ফিরে

-নিযামুদ্দীন*

ঘরে যাও ঘরে যাও ফিরে
আঁধার কাটিও ধীরে ধীরে
তোমার তরে তরী তীরে
ফিরে যাও প্রবাসী নীড়ে
মায়ের বুকে ধন এসেছিলে বুক চিরে॥
যে মেঘ উঠেছিল ঝড়ো হাওয়া উঠবেই,
সে মেঘ কেটে গেছে আলো তাই ফুটবেই।
ঝড়ো হাওয়া বয়ে গেছে
আলো তাই রয়ে গেছে
আঁধারে তাকিয়ে দেখো কি রে?
মুক্ত মুক্ত বিহঙ্গেরা, মুক্ত ডানা মেলে ভেসে,
লুপ্ত সুপ্ত ঠিকানা ওরা, বাহির করেছে অবশেষে,
দূর করে ভ্রান্তি সমাজের কালো হাত ভাঙ্গবেই
যে অহি বহালো ধারা সমাজো নিশানে তাহা টাংবেই
দিনে দিনে দিন যায়,
হিসেবেতে কিছু নাই,
আঁধারে তাকিয়ে দেখ কি রে?
ঘরে যাও ঘরে যাও ফিরে।

['বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কর্তৃক আয়োজিত 'বিদায়ী ছাত্র ভাইদের জন্য দো'আ ও নবাগতদের সংবর্ধনা'৯৮ অনুষ্ঠানে বিদায়ী ভাইদের উদ্দেশ্যে পঠিত স্বরচিত কবিতা। তাং ১১.০৮.১৯৯৮ইং]

***

---

* নন্দলালপুর, কুষ্টিয়া।
আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠির সদস্য ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় কাজলা, রাজশাহী-তে কর্মরত।

পৃথিবীর দিকে তাকাও

-শরীফুল ইসলাম মুহাম্মাদী
গ্রামঃ জায়গীর গ্রাম, ডাকঃ কানসাট
শিবগঞ্জ, চাপাইনবাবগঞ্জ।

ও হে মুসলিম-
পৃথিবীর দিকে তাকাও,
অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাও,
দেখ, পৃথিবীর চাকা কেমন করে ঘুরছে?
ঘুরছেত ঘুরছেই, নিরন্তর ঘর্ঘর ঘুরছে
এ ঘূর্ণন অনুকূলে না, প্রতিকূলে?
তোমাদের বুঝে নিতে হবে
নির্ভুল ভাবে।
জেনে রাখা দরকার
একবার ভুলের জরিমানা দিতে নেমে আসে অশান্তি দুর্বার
যুগ যুগ ধরে, ভুলে ভুলে আজ তোমরা
হয়েছ নির্জীব অসার,
ওদের দাবার ঘুঁটির চাল বুঝতে পারনা তোমরা,
ওরা মহা খেলোয়াড়।
এখন নাকি যুগ ধর্মনিরপেক্ষতার,
সব ধর্মের প্রতি সবাই সহনশীল, হবে সবার মন উদার।
তবে প্রশ্ন কেন বাবরী মসজিদ সহ অসংখ্য মসজিদ
ভাঙছে?
জায়নামায কেন মুছল্লীদের খুনে রাঙছে?
ফিলিস্তিনী, কাশ্মীরীরা কেন আজ ঘুরপাক খাচ্ছে
নদীর ঘোলা জলের মত?
ইরান-ইরাকের কেন মিল হয় না আজও?
আফগানিস্তানে কেন রণ দামামা বাজছে?
বুঝে নিতে হবে তোমাকে এর গোড়া কোথায়,
কোথায় শেষ,
এর পিছনে কোন মহাশক্তি কাজ করছে,
কেমন করে দাবার ঘুঁটির চাল চালছে?
এরপরও যদি ওদেরকে হৃদয়বল্লভ বলে ঘনিয়ে বসো কাছে,
তবে তোমরাই বল, তোমাদের চেয়ে বড় মূর্খ
আর কে আছে?
যদি ওরা লাথি মারে তোমাকে তবে ওদের দোষ নয়,
তোমাদের ওরা চির শত্রু, প্রমাণ আছ কুরআনের পৃষ্ঠায়।
ওরা প্রাণ প্রিয় হ'তে পারেনা তোমাদের
সাক্ষাৎ দাজ্জাল ওরা, ওদের হাতে ত্রিশূল আর এটম।
ওরা তোমাদের বন্ধু হয়ে কাছে বসবে,
তোমাদেরই তেল ও গ্যাসের আগুনে তোমাদেরই ভাজবে।
ওরা চালবাজিতে কঠিন ও পাকাপোক্ত
প্রথমে সুমিষ্ট, পরে বিষাক্ত তীক্ষ্ণ কাঁটা যুক্ত।
সেদিন মুসলমান
জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায়
রেখেছিল অবদান,
দেশ বিজয়ের শিখরে পৌঁছেছিল দীপ্ত আলোক ছটায়
আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রেখে ঈমানের উপর দাঁড়িয়ে,
ফুলের মত মন নিয়ে,
শান্তি প্রতিষ্ঠার কাংখিত লক্ষ্যে,
পৃথিবীর এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত সবখানে
করেছিল শান্তি কায়েম, বিশ্ব মুখরিত জয়গানে।
সেই দিনের কষ্টার্জিত উজ্জ্বল ইতিহাস
কলঙ্কিত করে ওরা নিচ্ছে প্রতিশোধ,
ছাড়ছে স্বস্তির নিঃশ্বাস তাদের রংমহলে
এসো বুঝতে শিখি দুনিয়ার মুসলিম ভাই!
ভয় নাই, কামিয়াবীর মহা অস্ত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ
আছে মোদের কাছে, ওদের কাছে নেই
শুধু প্রতিজ্ঞা আর পাকাপোক্ত ঈমান চাই॥

***

দেরি করো না

-মুহাম্মাদ শফীকুল আলম
৩য় বর্ষ (সম্মান)
পাংশা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
রাজবাড়ী।

মানব কুলে জন্ম নিয়ে
করছ কিসের বড়াই?
গায়ের জোরে করে যাচ্ছ
ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই।
সংসারের মায়ায় পড়ে
করছ কত পাপ,
রোজ হাশরের কঠিন দিনে
হবে কি সব মাফ?
মরণ তোমার ঘরের দুয়ারে
রেখেছে যখন পা,
রক্তের তেজে কর নাই তুমি
মৃত্যুর পরোয়া।
ভাবছো বসে মৃত্যু তোমার
হবে না তাড়াতাড়ি,
নেকি যত করে নেব সব
বয়স হ'লে ভারি।
শত কাঁদলেও ফিরে পাবে না
পূর্বের যিন্দেগী,
সময়ের কাজ সময়ে কর
দেরি করো না ভারী।

***

সোনামণিদের পাতা

আগস্ট'৯৮ সংখ্যায় যাদের উভয় প্রশ্নের উত্তর সঠিক হয়েছেঃ

❐ **নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী থেকেঃ** আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাক্বিব, আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব, আব্দুল্লাহ তানবীর, আব্দুল মাজেদ, হোসায়েন আল-মাহমূদ, মাস'উদ আলম মাহফূয।

❐ **কাজিরগঞ্জ, রাজশাহী থেকেঃ** মাসুদা আখতার, নাসরীন আখতার, দিল আফরোযা খাতুন, রুমানা সুলতানা, শাহিনা মমতাজ, তাহমীনা আখতার, জুয়েনা রেযা, সুমী আখতার, সুরভী সুলতানা, মুসবাহ্ আলীম, কবিতা খাতুন, লাবনী খাতুন, ফারযানা ইয়াসমীন, মাকসূদা পারভীন, ফাহিমা রহমান, ফারহানা ইসলাম, মুনিরা আখতার, শামসুন নাহার, হাবীবুল্লাহ ও রাব্বানী শেখ।

❐ **হাতেম খাঁ, রাজশাহী থেকেঃ** শামীমা সুলতানা সুইটি, জান্নাতুল মাওয়া, রীপা খাতুন, আরেফিনা আখতার, পারভীন খাতুন, নাসরীন আখতার, শারমীন আখতার, নিতু সুলতানা, তাসনীম হুদা, মীযানুর রহমান, হাসান আলী, আহমাদুল্লাহ ও নাজমুশ শাহাদত।

❐ **রাজার হাতা, রাজশাহী থেকেঃ** শারমীন আখতার, দিলরুবা আলম ও গোলাম রহমান।

❐ **শেখ পাড়া, রাজশাহী কোর্ট থেকেঃ** নাজনীন বিনতে নাজিমুদ্দীন, হালিমা বিনতে আলম, মাহফূযা বিনতে রহমানী, রেহানা বিনতে আমযাদ, আরযিনা বিনতে সাত্তার, রুমানা, রাযিয়া পারভীন, শাহীদাতুন নেসা, রাহেলা খাতুন, রেযিয়া বিনতে আরব আলী, খালেদা খানম, মানসূরা খাতুন, সালমা খাতুন, জেসমিন নাহার, তাসমীরা খাতুন, ময়না খাতুন, রোযিনা খাতুন, কমেলা খাতুন, লতীফা খাতুন, শারমীন ফেরদৌস, সোহাগী খাতুন, আযেদা খাতুন, মাহমূদা খাতুন, ফাতিমা, সালাউদ্দীন বিন জালাল, হারূনুর রশীদ, ইবরাহীম, শাহীন বিন জালাল, মিলন, শাকীল বিন জালাল, ইবরাহীম বিন আলম, ছিদ্দীকুর রহমান, জয়নাল আবেদীন, শাহাবুর বিন হামীদ, রাজু আহমেদ, জা'ফর বিন ইয়াবুদ্দীন ও ইসমাঈল বিন নাজিমুদ্দীন।

❐ **নগরপাড়া, রাজশাহী কোর্ট থেকেঃ** শারমীন ফেরদৌস, খালেদা খাতুন, মুসলিমা খাতুন, রাশীদা খাতুন, মমতাজ, সামাউল ইমাম ও বুলবুল আহমাদ।

❐ **হড়গ্রাম, আমবাগান, রাজশাহী কোর্ট থেকেঃ** তানিয়া খাতুন, উম্মে হানী, মুস্তাক্বীমা শারমীন, ফাতেমাতুয যুহরা, রিযওয়ানা ফাতেমা, মেহের যাবীন, সেলিনা খাতুন, তারামন খাতুন, সুজন হোসাইন, আসাদুয্যামান, জুলেখা খাতুন ও ফাতেমা খাতুন।

❐ **মিয়াপুর, রাজশাহী থেকেঃ** হাবীবা খাতুন, সালমা খাতুন, আরযিনা খাতুন, হাসিনা খাতুন, রুনা খাতুন, সেহেনা খাতুন, আফযাল হোসাইন, তৌহিদুল ইসলাম ও আবুদাউদ।

❐ **মোল্লাপাড়া, রাজশাহী কোর্ট থেকেঃ** ফারযানা নাহিদ, জেসমিন আখতার, মাকসূদা আখতার, তাসলীমুল আরিফ, আলিমুল আর-রাযি ও সারওয়ার কামাল।

❐ **নতুন ফুদকি পাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** মাজিরুল ইসলাম, আবূ সাঈদ, রাকিবুয্যমান, মাসুদ রানা, হাসিবুল হাসান, কামরুল হাসান, সোহেল রানা, মুরসেদুল হাসান, সাবিনা ইয়াসমীন, মেরিনা খাতুন, সীমা খাতুন, হাসিনা খাতুন ও মুখরেযা খাতুন।

❐ **হরিষার ডাইং, রাজশাহী থেকেঃ** বিলকিস খাতুন, শরীফা খাতুন, কাজল রেখা, শারমীন সুলতানা, স্বাধীনা খাতুন, সোহাগী খাতুন, আয়েশা খাতুন, পারভীন খাতুন, তানজীলা খাতুন, পপী খাতুন, রুবীনা খাতুন, শিউলী খাতুন, তুহিনারা খাতুন, রোযিনা খাতুন, মর্জিনা খাতুন, মুরশিদা খাতুন, আজমীরা খাতুন, রুনা লায়লা, বিলকিস বিনতে এহসান, রিযিয়া খাতুন, গোলাম রাব্বানী, সাহেব আলী, ইনতাজুল হক, জাহাঙ্গীর আলম ও আতাউর রহমান।

❐ **খিরশিনটিকর, রাজশাহী কোর্ট থেকেঃ** নাহিদা আফরীন, ফাতেমা খাতুন, মরিয়ম খাতুন, রায়হান সরকার, মাহফূযা খাতুন, রহীমা খাতুন, শাহীদা খাতুন, সীমা খাতুন ও বেলালুদ্দীন।

❐ **ইউসেফ মোমেনা বখ্শ স্কুল, রাজশাহী থেকেঃ** ফরীদা আখতার, খায়রুন নাহার, জেসমিন আখতার ও আফরোযা আখতার।

❐ **টাঙ্গাইল থেকেঃ** মুহাম্মাদ আনাছ সরকার।

❐ **গাইবান্ধা থেকেঃ** আব্দুল মাজেদ বিন যবান আলী আকন্দ ও আকরাম হোসাইন।

সোনামণি সংবাদ

সোনামণির শাখা গঠনঃ

২২। **ব্রহ্মপুর মোল্লাপাড়া শাখা, দুর্গাপুর, রাজশাহীঃ**

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম।

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ তোফায্যল হোসাইন।

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ মশিউর রহমান।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ কহিদুল ইসলাম, নাজমুল হক, শফীকুল ইসলাম ও শহীদুল ইসলাম।

২৩। **ব্রহ্মপুর মোল্লাপাড়া বালিকা শাখা, দুর্গাপুর, রাজশাহীঃ**

প্রধান উপদেষ্টাঃ মৌলভী আযীযুল হক,

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান।

পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ শাহীনা আখতার।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মুসাম্মাৎ শামীমা আখতার, মুনজুআরা খাতুন, রওশন আরা খাতুন ও শিরীনা খাতুন।

২৪। বায়তুল আমান জামে মসজিদ শাখা, রাজশাহী মহানগরীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ ইমরান আলী।

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ হামীদ ইকবাল।

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ মাসউদ পারভেজ, নূরুদ্দীন আল-মাহবূব, আব্দুল হানীফ ও আব্দুল কাদের।

২৫। বায়তুল আমান জামে সমজিদ বালিকা শাখা, রাজশাহী মহানগরীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ হাফেয মুহাম্মাদ ইদ্রীস।

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ সুমন হোসায়েন।

পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ দিল আফরোয।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মুসাম্মাৎ নূরজাহান, ফারহানা ইসলাম, মুসবাহ্ আলিম ও ফারহানা রহমান।

২৬। ভেটুপাড়া শাখা, ধোপাঘাটা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ ডাঃ মুহাম্মাদ আবুল হোসাইন

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান।

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ মাহাবুর রহমান।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ শাহ আলম, রেযাউল ইসলাম, আব্দুল হানীফ খন্দকার ও নাজমুল হক।

২৭। ভেটুপাড়া বালিকা শাখা, ধোপাঘাটা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন।

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান

পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ রোযিনা খানম।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মুসাম্মাৎ জুলেখা খানম, তানজিলা খানম, আখতার বানু ও রোমানা খানম।

২৮। মহেশপাড়া, সোনাতলা শাখাঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ শামসুল হক।

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ মাহবুবুর রহমান।

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ ছায়েম রাশেদ।

৪ জন কার্যকরী সদস্যঃ মুহাম্মাদ সাফায়াত হোসাইন, সবুজ মিয়া, বুলবুল আহমাদ, রায়হানুল হাসান।

আগস্ট'৯৮ সংখ্যার সাধারণ জ্ঞানের সঠিক উত্তরঃ

১. তিন জন ছেলে ছিল। (১) ইবরাহীম, (২) কাশেম ও (৩) আব্দুল্লাহ।
২. ত্বাইয়েব (কাশেমের) ত্বাহির (আব্দুল্লাহ'র)।
৩. ইবরাহীম।
৪. ৪টি কন্যা ছিল। (১) যায়নাব, (২)রুক্বাইয়াহ (৩) উম্মে কুলছূম ও (৪) ফাত্বিমা।
৫. ছেলে- ২টি এবং মেয়ে- ৪টি।

আগস্ট'৯৮ সংখ্যার মেধা পরীক্ষার (ইংরেজী) উত্তরঃ

১. Love, Live & Same,
২. A= Attitude, ভাবপ্রবনতা, S= Skill দক্ষতা এবং K= Knowledge জ্ঞান।
৩. At- তে প্রতি Ten- দশ, Dance- নাচা।
৪. Y= ২৫
৫. মেয়ে।

অক্টোবর'৯৮ সংখ্যার সাধারণ জ্ঞানঃ

১। হযরত আবূবকর (রাঃ)-এর আসল নাম কি ছিল? তার পিতা ও মাতার নাম কি?

২। হযরত আবূবকর (রাঃ) কত বছর কত মাস এবং কত দিন খেলাফতের আসন অলংকৃত করেছিলেন?

৩। প্রত্যেক নবীর জন্য আকাশে দু'জন এবং যমীনে দু'জন করে উযীর ছিল। আমাদের প্রিয়নবী (ছাঃ)-এর চারজন উযীরের নাম বল?

৪। ছাহাবীদের মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন বেশ কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে তিনজন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তাঁদের নাম কি?

৫। কিয়ামতের দিন যখন যমীন ফেঁটে যাবে, তখন তিন ব্যক্তি প্রথমে উঠবেন তাদের নাম কি?

অক্টোবর'৯৮ সংখ্যার 'একটু খানি বুদ্ধি খাটাও'।

১। এক হাত গাছটি, ফল তার পাঁচটি
নামগুলি জান কি, আদরের সোনামণিটি?

২। দশ ভাইয়ে ধরে এনে দুই ভাইয়ে মারে
এমন কোন মেয়ে আছে কি যা অসহ্য করে?

৩। পাঁচ অক্ষরে এমন একটি দেশের নাম বল,
মাঝের অক্ষর বাদ দিলে হয় খাবার দু'টি ফল।

৪। বাঁশ কেটে, মাটি কেটে লাগালাম চারা
ফুল নেই, ফল নেই, পাতামাত্র সারা।

৫। শিশুকালে কালো মানিক, যৌবনেতে লাল
বৃদ্ধ বয়সে সাদা, সোনামণি, জান কি তা হাল?

সোনামণির অন্যান্য সংবাদ

মাসিক ইজতেমা

১। গত ৩০.০৭.৯৮ তারিখে সোনামণি মির্জাপুর শাখা বিনোদপুর, রাজশাহী -এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। তামান্না ইয়াসমীন এবং উম্মে সালমা' -এর কুরআন তেলাওয়াত ও ইসলামী জাগরনীর মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী সাংগঠনিক জেলার সভাপতি জনাব আব্দুল মুমিন -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই ইজতেমায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সোনামণি পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি তাঁর বক্তব্যে সোনামণিদের চরিত্রগঠন, আচরণ সাধারণ জ্ঞান এবং যাদু নয় বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের বক্তব্য রাখেন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** রাজশাহী জেলার সহ-সভাপতি আতাউর রহমান ও সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম। উল্লেখ্য, সভায় ৬০ জনের মত সোনামণি উপস্থিত ছিল।

২। গত ০১.০৮.৯৮ ইং তারিখে সোনামণি সপুরা মিয়াঁপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ শাখার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইজতেমায় সোনামণি পরিচালক আযীযুর রহমান, রাজশাহী জেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হুমায়ুন কবীর আলোচনা রাখেন।

৩। ০৫.০৮.৯৮ রাজশাহী হাতেম খাঁ (দক্ষিণ) 'সোনামণি শাখা'র উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমায় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, নওদাপাড়া মাদরাসার ছাত্র আব্দুল ওয়ারেছ, জেলা যুবসংঘের সাংগঠনিক সম্পাদক, নজরুল ইসলাম মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান।

৪। গত ০৮.০৮.৯৮ ইং তারিখ বায়তুল আমান জামে মসজিদ সোনামণি শাখার উদ্যোগে এক মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির ভাষণে সোনামণি পরিচালক, আযীযুর রহমান সোনামণি সংগঠন ও তার গুরুত্ব সোনামণিদের চরিত্রগঠন, মুলমন্ত্র, উদ্দেশ্য এবং সাধারণ জ্ঞান, ধাঁধাঁ ও মেধাসহ যাদু নয় বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। অনুষ্ঠানে ৪০ জন সোনামণি উপস্থিত ছিল। হাফেয ইদ্রীস আলীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** রাজশাহী মহানগরীর সভাপতি নাজিমুদ্দীন এবং রাজশাহী জেলার সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম।

আলোক দিশারী

-শারমীন সুলতানা (৭ম শ্রেণী)
হাতেম খাঁ, রাজশাহী।

দয়া কর হে প্রভু!
পথভ্রষ্ট হই না যেন কভু
সদা সত্য কথা বলব
হে স্রষ্টা নিখিল ধরণীর!
তোমার আদেশ পালন করব
তোমারই তরে নীচু করি শির॥
তুমি মোদের রিযিক দাতা
তোমায় প্রত্যহ স্মরণ করি,
তোমার প্রেরিত মহামানব
আমাদের প্রিয় নবীর কথা ধরি।
আল্লাহ তুমি আলোক দিশারী
আমরা তোমার দয়ার ভিখারী।
অনুগত থাকব তোমার তরে
জনম জনম চির জনম ভরে।

**

প্রিয় বার্তা

-মুহাম্মাদ আবূ যার রহমান
সমসপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

বার্তা গগণে যাত্রা করে,
পেলাম যারে আমার ঘরে
নাম তার 'আত-তাহরীক'
পাই যে মাসের প্রথম দিক।
অহি-র বিধান নিয়ে লেখা
আল্লাহ্‌র পথের পাই যে দেখা
পড়ি যখন এই বার্তা
নবীর পথে হয় যাত্রা।
দেশ-বিদেশের খবর কত
পাই যে সব রীতিমত।
পড়ে যখন দেশবাসী
পায় যে কত হাসি খুশি।
পদ্য-গদ্য আছে সেথা
সাধারণ জ্ঞান ধাঁ-ধাঁ কয় যে কথা।
এই বার্তার নাই কোন তুল
কিনতে যেন না করি ভুল।

**

আত-তাহরীক

-আবূবকর ছিদ্দীক
হরিপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

'আত-তাহরীক' তুমি আমার
হৃদয় মনের পাখি
বল আমি তোমায় ছাড়া
কেমন করে থাকি।
'আত-তাহরীক' তুমি আমার
মনের একটি ফুল
দিবা-রাত্রি তোমার কথা
নাহি পড়ে ভুল।
'আত-তাহরীক' আমার কাছে
করতে হবে পণ,
চিরদিনই তুমি আমার
থাকবে হয়ে আপন।

**

জীবন গড়ব

-ফাহমীদা নাজনীন (ষষ্ঠ শ্রেণী)
মির্জাপুর, রাজশাহী।

সত্য কথা বলব মোরা
সত্য পথে চলব,
পড়ার সময় পড়ব মোরা
খেলার সময় খেলব॥
আত-তাহরীক পড়ব মোরা
রাসূলের জীবন জানব,
দিব না কাওকে দুঃখ-কষ্ট
নবীর আদর্শ শিখব॥
সত্যের কাজে, ন্যায়ের মাঝে
অবদান মোরা রাখব,
কুরআন-হাদীছ পড়ব মোরা
মিথ্যা বলা ছাড়ব॥

**

বুঝেনা যে মন

-মাহফূযুল ইসলাম (৪র্থ শ্রেণী)
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

চির সুখী জন
তাহরীক কখন
আসবে কবে
বুঝে না যে মন।
কি যাতনা বিষে
বুঝবে যে কিসে
তাহরীক তুমি আবার
আসবে কি শেষে?
যতদিন তুমি
থাকবে ভবে
তোমাকেই মোরা
রাখব আদরে সবে।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

৪৪ বছরে ১৪টি ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতি হয়েছে ৫৫ হাযার কোটি টাকা

৪৪ বছরে বাংলাদেশে ১৪টি ভয়াবহ বন্যা হয়েছে এবং এতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫৫ হাযার কোটি টাকা। এর মধ্যে ১৯৮৮ সালের বন্যার ভয়াবহতা ও ধ্বংসলীলা ছিল সর্বাধিক ও সর্বগ্রাসী। এবারের বন্যার ভয়াবহতা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আর্থিক বিবেচনায় ৮৮ সালকে ছাড়িয়ে যাবে। ১৯৫৪ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা আজকের বাংলাদেশ এলাকায় প্রলয়ংকরী বন্যায় দেশের প্রায় ৩৬ দশমিক ৭৮ হাযার বর্গমাইল এলাকা প্লাবিত হয়। এতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল সে সময়কার টাকার অংকে ১২০ কোটি টাকা। যা বর্তমান সময়ের হিসেবে ২ হাযার ৫০০ কোটি টাকা। এরপর ভয়াবহ বন্যা হয় ১৯৫৫, ১৯৬২, ১৯৬৮ ও ১৯৭০ সালে। এ পাঁচটি বন্যায় ক্ষতি হয় কমপক্ষে ৮ হাযার কোটি টাকার। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা হয়েছে ১৯৭৪, ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালে। তবে ৮৮-র বন্যার ব্যাপকতা, ভয়াবহতা ও ধ্বংসলীলা ছিল সর্বগ্রাসী। এছাড়াও ১৯৫৬, ১৯৭১, ১৯৮৪, ১৯৯৬ সালে দেশে মাঝারি ধরণের বন্যা হয়। ১৯৭৪, ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের ৩টি ভয়াবহ বন্যায় সর্বমোট ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় ২০ হাযার কোটি টাকা। ৪৪ বছরে সর্বগ্রাসী বন্যায় প্রাণহানির ক্ষতি ছাড়াই কেবলমাত্র আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ৫৫ হাযার কোটি টাকা।

ঢাকার মার্কিন দূতাবাস বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার হুমকি

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি ঢাকার মার্কিন দূতাবাসে টেলিফোন করে দূতাবাসটি বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছে। সরকার এ হুমকির খবরকে স্বীকার করেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সচিব শফিউর রহমান বিবিসিকে বলেছেন, কে বা কারা মার্কিন দূতাবাসে টেলিফোন করে বলেছে যে, শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার বিচার বন্ধ করার জন্য মার্কিন দূতাবাসকে হস্তক্ষেপ করতে হবে। তা না হলে বোমা মেরে মার্কিন দূতাবাসকে উড়িয়ে দেয়া হবে। দূতাবাসের পক্ষ থেকে একথা জানানোর পর সরকার দূতাবাসের নিরাপত্তা জোরদার করা সহ যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছে বলে স্বরাষ্ট্র সচিব জানান।

রকার কোটি কোটি টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে

অনেক রিফাইনারী বন্ধ হয়ে গেছে

সরকার কোটি কোটি টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে। অসম প্রতিযোগিতায় দেশের ভোজ্য তেল পরিশোধনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তারপরও মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে যারা রিফাইণ্ড অয়েল আমদানী করছে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। দীর্ঘদিন ধরে একটি চক্র এ অপকর্ম করছে বলে অনুমিত হচ্ছে। সম্প্রতি এ ধরণের একটি ঘটনা ধরা পড়েছে। এই অশুভ চক্র এ প্রক্রিয়ায় কোটি কোটি টাকা ফাঁকি

দিয়েছে বলে শুল্ক কর্মকর্তারা মনে করছেন। দেশে বছরে চার লক্ষাধিক টন সয়াবিন ও পাম অয়েলের চাহিদা রয়েছে। ক্রুড এবং রিফাইণ্ড তেল আমদানীতে শুল্কহারের উল্লেখযোগ্য ব্যবধান রয়েছে। ক্রুড অয়েল আমদানী করতে ২৫ শতাংশ ডিউটিসহ সর্বমোট ৫১ দশমিক ৭৫ শতাংশ শুল্ক কর পরিশোধ করতে হয়। অন্যদিকে রিফাইণ্ড অয়েল আমদানীর ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ ডিউটিসহ সর্বমোট ৬৯ শতাংশ শুল্ক কর পরিশোধ করতে হয়। বিভিন্ন পর্যায়ে হিসাব করে দেখা গেছে, এক টন ক্রুড তেল আমদানীতে যেখানে ১৩ হাযার ৬শ' টাকার মত শুল্ক কর দিতে হয়, সেখানে প্রতি টন রিফাইণ্ড তেল আমদানীর ক্ষেত্রে ২৩ হাযার ৭শ' টাকার মত শুল্ক কর দিতে হয়। এ কারণে আমাদের ব্যবসায়ীরা ক্রুড অয়েল আমদানী করে থাকেন। এই ক্রুড তেল পরিশোধনের জন্য দেশে ৬৮টি রিফাইনারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

এদিকে একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী ক্রুড অয়েলের নামে ঘোষণা দিয়ে রিফাইণ্ড তেল আমদানী করছে। এর ফলে সরকার যেমন কোটি কোটি টাকার রাজস্ব হারাচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি রিফাইনারীগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অসম প্রতিযোগিতার ফলে প্রকৃত ব্যবসায়ীরা মার খাচ্ছে। দেশে এখন মাত্র ১৫টি রিফাইনারী টিকে আছে। সম্প্রতি চট্টগ্রামে এ ধরণের মিথ্যে ঘোষণা দিয়ে ভোজ্য তেল আমদানীর ঘটনা ধরা পড়েছে। ব্রিটিশ পতাকাবাহী জাহাজ 'ইভালিনা' যোগে সম্প্রতি ২৩ হাযার ৫শ' টন কথিত ক্রুড সয়াবিন অয়েল চট্টগ্রামে আসে। হাসান ভেজিটেবল এবং সিটি ভেজিটেবলের নামে আমদানীকৃত এ তেল পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, এ তেল ক্রুড নয়- বরং রিফাইণ্ড সয়াবিন।

রেডিও-টিভিতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রচারের দাবী

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ১৫জন কমিশনার রেডিও, টিভিতে নাচ, গান, নাটক বন্ধ রেখে ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রচারের আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁরা এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেছেন, দেশ আজ মহাদুর্যোগের কবলে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হ'লে আমাদের আল্লাহ্র দরবারে মোনাজাত করতে হবে। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী কমিশনারদের মধ্যে রয়েছেন- মুহাম্মাদ এস্তাজুল আলম, মোঃ জাহিদুল ইসলাম, মুহাম্মাদ শহীদ প্রমুখ।

বাংলাদেশের গ্যাস লুটপাটের নয়া ষড়যন্ত্র

বাংলাদেশের গ্যাস লুটেপুটে নেয়ার গভীর ষড়যন্ত্র উদঘাটিত হয়েছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) তত্ত্বাবধানে প্রণীত এক রিপোর্টে বাংলাদেশ থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে ভারতে সরাসরি গ্যাস রফতানীর সুপারিশ করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ চতুর্থ প্রাকৃতিক গ্যাস উন্নয়ন' -এর অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টে দু'টি পথে পাইপ লাইনে এ গ্যাস রফতানীর প্রস্তাব করা হয়েছে। রিপোর্টে বাংলাদেশের নলকা থেকে ২৫০ কিলোমিটার পাইপ লাইনের মধ্য দিয়ে ভারতের কলিকাতার এবং বাংলাদেশের সিলেট থেকে ৫০ কিলোমিটার পাইপ লাইনের মাধ্যমে ভারতের চেরাপুঞ্জী এ দু'টি পথে গ্যাস সরবরাহের প্রস্তাব করা হয়। বাংলাদেশের এই গ্যাস দিয়ে ভারতে কয়েকটি সার এবং সিমেন্ট কারখানা গড়ে তোলা হবে অথবা ভারতের জাতীয় গ্যাস নেটওয়ার্কের সঙ্গে এই পাইপ লাইনকে সংযুক্ত করে নেয়া হবে। অথচ এখনই বাংলাদেশের সার কারখানাগুলোতে প্রয়োজনীয় গ্যাস সরবরাহ করতে না পারায় সার উৎপাদনে মারাত্মক ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধ করুন

-ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব এক বিবৃতিতে বলেন, আন্তর্জাতিক আইন-কানুন ও রীতি-নিয়ম লংঘন করে যুক্তরাষ্ট্র বিনা উস্কানিতে আফগানিস্তান ও সুদানে অকস্মাৎ ব্যাপক বিমান হামলা চালিয়ে বহু জান-মালের ক্ষতিসাধন করেছে। মানবাধিকারের বিশ্ব মোড়ল হবার দাবীদার যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিধর প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন সম্প্রতি তার নারী কেলেংকারি থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরাবার হীন প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে এশিয়া ও আফ্রিকার এই দুই মুসলিম রাষ্ট্রে প্রকাশ্য বোমা হামলা চালিয়েছেন এবং প্রয়োজনে আরও চালাবার হুমকি দিয়েছেন। এর দ্বারা যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সেরা সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই হামলা কেবল দু'টি মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই নয়, বরং গোটা মুসলিম জাহানের বিরুদ্ধে তাদের লালিত জিঘাংসার নোংরা বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

এক্ষণে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান ও নেতৃবৃন্দকে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ও এই ধরণের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মুকাবিলার জন্য পারস্পরিক স্বার্থ-দ্বন্দ্ব ভুলে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা গ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

এনজিও সমাচার

(ক) উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে

সিলেট জেলার জাকিগঞ্জ থানার খলাছড়া ইউনিয়নের গন্ধদত্ত গ্রামে মহিলা এনজিও কর্মীর অবৈধ গর্ভপাত ঘটানোকে কেন্দ্র করে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

প্রকাশ, 'তেরেসা' নামক একটি এনজিও-র সুপারভাইজার একই এনজিও-তে কর্মরত এক যুবতীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলে ও গত ৩রা আগস্ট মেয়েটি এক মৃত সন্তানের জন্ম দেয়। চাকুরী বাঁচানোর স্বার্থে মেয়েটি উক্ত সুপারভাইজারের পরামর্শ মতে এলাকার সর্বজন শ্রদ্ধেয় পীর লুৎফর রহমানকে উক্ত অবৈধ কর্মের জন্য দায়ী করে বক্তব্য দেয়। পরে এলাকার বিশিষ্ট লোকজন ও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের মুখে মেয়েটি আসল তথ্য ফাঁস করে দেয়। এতে জনমনে উক্ত এনজিও-র বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

(খ) দুই বছরে বগুড়ায় শতাধিক ব্যক্তি খৃষ্টান

অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ এখন এক শ্রেণীর বিদেশী এনজিওর সামনে দরিদ্র জনগণের অর্থের প্রলোভনে ও আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরির প্রলোভনের মাধ্যমে ধর্মান্তর প্রক্রিয়া চালু করার সুযোগ করে দিয়েছে বলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে। দেশে অন্ততঃ ৫০-৬০টির মত এনজিও সরাসরি দরিদ্র ও বেকার জনগোষ্ঠির সদস্যদের খৃষ্টান বানানোর কাজ হাতে নিয়ে বেশ সফলতা অর্জন করেছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। 'ফুড ফর দ্যা হাংরি ইন্টারন্যাশনাল' এনজিওটি বর্তমানে বগুড়া ও অন্য কয়েকটি জেলায় সফলভাবে ধর্মান্তকরণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সুনির্দিষ্ট কিছু তথ্যে জানা যায় যে, গত ২ বছর ধরে এই এনজিওটির মাধ্যমে বগুড়ায় শতাধিক ব্যক্তি খৃষ্টান হয়েছে। এমনিভাবে এনজিওগুলো দেশে ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করছে। মুসলিম রমণীদের অন্দর থেকে বন্দরে তুলেছে। দেশকে পাশ্চাত্য ষ্টাইলে ঢেলে সাজাতে বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত রয়েছে।

(গ) কুড়িগ্রামে রিলিফ বিক্রি করে ঋণের কিস্তি পরিশোধে বাধ্য করা হচ্ছে

দুর্গত এলাকায় বন্যার্তদের দেয়া ত্রাণসামগ্রী বেঁচে ঋণের কিস্তি পরিশোধের কৌশল অবলম্বনের চাঞ্চল্যকর খবর পাওয়া গেছে। জানা গেছে, স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় বাঁচা-মরার সংগ্রামে লিপ্ত অসহায় বনী আদমের কাছ থেকে সেবার নামে এনজিও-রা সুকৌশলে ঋণ আদায় করছে।

জেলার বন্যাকবলিত বিভিন্ন এলাকায় ব্রাক, গ্রামীণ ব্যাংক, কেপিএপি, আরডি আরএস, গ্রামীণ কৃষি ফাউণ্ডেশনসহ আরো অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মীবৃন্দকে বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্র ও প্লাবিত এলাকায় ঋণ আদায় তৎপরতায় দেখা গেছে। ঋণগ্রহীতারা বাধ্য হয়ে প্রাপ্ত ত্রাণসামগ্রী বেঁচে ঋণ পরিশোধ করছে। এ হৃদয়বিদারক ঘটনায় অভিজ্ঞ মহল ও বন্যার্তদের মাঝে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এ ব্যাপারে কয়েকটি এনজিওর ব্যবস্থাপকদের সাথে কথা বলে জানা যায়, উপরের নির্দেশ না থাকায় তারা ঋণ আদায় তৎপরতা স্থগিত করতে পারেন না।

(ঘ) রংপুরে এনজিও কর্মীর শ্লীলতাহানী

গত ১১ আগস্ট রংপুরে ৪ এনজিও কর্মকর্তা তাদের এক সহকর্মীকে অফিস কক্ষে শ্লীলতাহানীর ঘটনা ঘটিয়েছে। নির্যাতিতা যুবতীটি ঐ অফিসের একজন স্বেচ্ছাসেবী মহিলা কর্মী। এ ব্যাপারে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি মিস পিটিশন দায়ের করেছেন।

(ঙ) ডেটলাইনঃ পঞ্চগড়

গত ১লা আগস্ট পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ থানা 'বহুমুখী মহিলা কল্যাণ সেবা প্রকল্প' (এনজিও)-র কর্মকর্তা-কর্মচারীরা চাকরি দেওয়ার ছলনায় ৯ মহিলার শ্লীলতাহানি করেছে। এ ব্যাপারে থানা রহস্যজনকভাবে মামলা না নেয়ার কারণে এলাকাবাসী বিক্ষোভ মিছিল সহকারে থানা ঘেরাও করে এবং থানা নির্বাহী অফিসার বরাবরে স্মারকলিপি পেশ করে। পরে ১২ই আগস্ট পুলিশ মামলা গ্রহণ করে। ঘটনার অন্যান্য আসামী পলাতক রয়েছে। তবে মূল নায়ক আতাউর রহমান গ্রেফতার হয়েছে।

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণে জানা যায়, সারাদিন বিভিন্ন প্রশিক্ষণের অজুহাতে অফিসে আটকে রেখে রাতে হাতে-কলমে পরিবার-পরিকল্পনা সামগ্রী ব্যবহারের বাস্তব শিক্ষাদানের নামে কর্মকর্তা ও কর্মচারীরূপী নরপশুরা উক্ত মহিলাদের উপর রাতভর লোমহর্ষক নির্যাতন চালায়।

[দারিদ্র বিমোচন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রভৃতি অজুহাতে এনজিওরা এদেশের মুসলমানদের খৃষ্টান বানানোর অপতৎপরতায় মেতে উঠেছে। দরিদ্র মা-বোনদের কর্মসংস্থানের নামে ঘর থেকে বের করে তাদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালাচ্ছে। অথচ এ বিষয়ে সরকারের তৎপরতা মর্মান্তিক। সুনির্দিষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সরকার এনজিওদের দেশ ও ধর্মদ্রোহী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। অবিলম্বে এনজিওদের এই অবিনাশী চক্রান্ত বন্ধ করা উচিত। এ ক্ষেত্রে সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রবর্তন আবশ্যক। -সম্পাদক।]

ক্ষুধার জ্বালায় ৩ দিনের শিশু বিক্রি

এক অসহায় মা সর্বগ্রাসী ক্ষুধার জ্বালা মিটাতে তার ৩দিনের শিশু পুত্রকে বিক্রি করে দিতে চেয়েছেন। অসহ্য ক্ষুধার যন্ত্রণার কাছে সন্তানের প্রতি মায়ের মমত্ববোধ আর হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা তুচ্ছ হয়ে গেছে। দিনের পর দিন অনাহারে থাকার জ্বালা তাকে পাষাণে পরিণত করেছে। রাজধানীর গুলশান থানাধীন বাড্ডার একটি আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয়গ্রহণকারী রাণী বেগম গত ১৫ দিন ধরে খেতে পায়নি। সরকারী-বেসরকারী কোন ত্রাণ তার হাতে পৌঁছেনি। অন্তঃসত্ত্বা থাকার কারণে সে ভিড়ের ভিতরে কাড়াকাড়ি করে ত্রাণ আনতে পারেনি। তার প্রতি কারো সামান্যতম দয়াও হয়নি। এরই মাঝে ধুঁকে ধুঁকে ত্রাণ শিবিরের শত শত লোকের মাঝেই ফুটফুটে সন্তান প্রসব করে রাণী বেগম। সত্যিই মর্মপীড়াদায়ক যে, রাণীর সৌভাগ্য হয়নি তার নবজাতক শিশুটির মুখে এক ফোঁটা দুধ তুলে দেয়ার। একনাগাড়ে দীর্ঘদিন অনাহারে থাকার ফলে তার বুকের দুধ শুকিয়ে গেছে। অসুস্থ অবস্থায় রাণীকে কুড়িয়ে খেতে হয়েছে মানুষের উচ্ছিষ্ট খাবার। এমন কেউ ছিল না, যে রাণীর মুখে একটু আহার তুলে দেয়। কেননা ত্রাণ শিবিরে আশ্রয়গ্রহণকারী শত শত মানুষের অধিকাংশই একবেলা-আধবেলা খেয়ে না পেয়ে দিন কাটাচ্ছে।

ক্ষুধার জ্বালায় মা ও ২ মেয়ের নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা

নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর থানার ফুল্লাগড়া গ্রামের মর্জিনা বেগম অভাবের তাড়নায় ২ মেয়েকে নিয়ে বাড়ীর পার্শ্ববর্তী সোমেশ্বরী নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। গত ৭ সেপ্টেম্বর বিকেলে ফুল্লাগড়া গ্রামের মৃত আলী হোসেনের স্ত্রী মর্জিনা বেগম (৩৫) ও ২ কন্যা নার্গিস আক্তার (৭) এবং নাফিজা আক্তার (৪) ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে নদীতে ঝাঁপ দেয়।

পুলিশ ৮ সেপ্টেম্বর নাফিজার লাশ উদ্ধার ৯ সেপ্টেম্বর মর্জিনার লাশ উদ্ধার করেছে। নার্গিস এখনো নিখোঁজ রয়েছে।

বিদেশে বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হারঃ

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
এশিয়া মহাদেশঃ (ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান ব্যতীত)	৬০০/=	৫৩০/=
ভারত, নেপাল ও ভুটানঃ	৪১০/=	৩৪০/=
পাকিস্তানঃ	৫৪০/=	৪৭০/=
ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশঃ	৭৪০/=	৬৭০/=
আমেরিকা মহাদেশঃ	৮৭০/=	৮০০/=

ড্রাফ্‌ট বা চেক পাঠানোর জন্য ব্যাংকের একাউন্ট নম্বরঃ

মাসিক আত-তাহরীক

চলতি হিসাব নং- এস, এন, ডি-১১৫

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক

সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী।

বাংলাদেশ।

বিদেশ

আত্মসম্মানবোধ থাকলে বাজপেয়ী সরকারের পদত্যাগ করা উচিত

-জ্যোতি বসু

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু গত ১৮ আগস্ট বলেছেন, আন্না ডিএমকে'র মতো অন্য মিত্রদের কাছ থেকে ক্রমাগত চাপের প্রেক্ষিতে কোনরূপ আত্মসম্মানবোধ থাকলে বাজপেয়ী সরকারের পদত্যাগ করা উচিত। ক্রমাগত এই চাপের মুখে কেন্দ্রীয় সরকারের কি করা উচিত সাংবাদিকদের এমন এক প্রশ্নের জবাবে মিঃ বসু এ কথা বলেন। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে মার্ক্সবাদী এই নেতা বলেন, কেন্দ্রে একটি সরকার থাকা প্রয়োজন। তাই তারা আছেন। তবে কংগ্রেসও এ জন্য প্রস্তুত নয়। বিকল্প কোন সরকার গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে কংগ্রেস সভানেত্রী তার সঙ্গে কোন আলোচনা করেছেন কি-না এরূপ এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, না, তিনি এ বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে কোন আলোচনা করেননি। তিনি ব্যস্ত থাকার কারণে আমারও তার সঙ্গে আলোচনা করার কোন সুযোগ হয়নি। কলিকাতার সল্ট লেকে এসিসি লিমিটেডের আধুনিক মোটিরিয়াল কমপ্লেক্সের উদ্বোধনের পর মিঃ বসু এ কথা বলেন। কমপ্লেক্সটি নির্মাণে ৪০ কোটি রুপি ব্যয় হয়।

কলম্বোয় দশম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সার্ক দেশগুলোর সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির আহবান

শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোয় দশম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন গত ৩১.৭.৯৮ ইং তারিখে শেষ হয়েছে। ৪৮ দফা ঘোষণা গ্রহণের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শেষ হয়। ঘোষণায় আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার দৃঢ় অঙ্গীকার ও সদস্য দেশগুলোর মধ্যকার সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির আহবান জানানো হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার সাত জাতির এই সম্মেলনে বিশ্বব্যাপী পারমানবিক নিরস্ত্রীকরণের আহবান জানিয়ে বলা হয় যে, সংস্থার সদস্য ভারত ও পাকিস্তানের সাম্প্রতিক পারমানবিক বিস্ফোরণকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা উচিত নয়। দক্ষিণ এশিয়ায় স্থিতিশীলতা, শান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়টিকে বিশ্ব নিরাপত্তা পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে না। সমাপনী অধিবেশনে সার্ক নেতৃবৃন্দ পারস্পরিক আস্থা ও সমঝোতা জোরদারে তাদের অঙ্গীকার পুণর্ব্যক্ত করেন এবং স্বীকার করেন যে, সুপ্রতিবেশী সুলভ সম্পর্ক জোরদার, উত্তেজনার অবসান ও আস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সৌহার্দ্য এবং আর্থ-সামাজিক সহযোগিতা জোরদারের লক্ষ্য সমূহ অর্জিত হ'তে পারে। শীর্ষ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সার্কের জন্য একটি 'সামাজিক সনদ' প্রণয়নের প্রয়োজন আছে। যাতে এ অঞ্চলে দারিদ্র্য বিমোচন, জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রন, মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও শিশুদের রক্ষার মত ক্ষেত্রগুলোতে ব্যাপক ভিত্তিক লক্ষ্য সমূহ প্রণয়ন ও তা তুলে ধরা হবে। নেতৃবৃন্দ পতিতাবৃত্তির জন্য পাচারকৃত নারী ও শিশুদের পুণর্বাসনে একটি আঞ্চলিক তহবিল গঠনের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখতে সুপারিশ করেছেন। সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে তারা মাদক ও সন্ত্রাস দমন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় আইন সম্পূর্ণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পারমানবিক উত্তেজনা প্রশ্নে নেতৃবৃন্দ সকল পারমানবিক অস্ত্র বিলোপের আহবান জানিয়ে বলেন, বিদ্যমান চুক্তি সমূহ অস্ত্রবিস্তার রোধ করতে পারেনি। ঘোষণায় নেতৃবৃন্দ বলেন, সকলে তাদের অস্ত্র বিলোপ না করা পর্যন্ত এই অস্ত্রের বিস্তার রোধ করা যাবে না।

ভারতে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে মুসলমানদের ওপর চাপ

হিন্দু পুনর্জাগরণবাদীরা ভারতের বিস্তীর্ণ পশ্চিম মরু এলাকায় ইসলাম ধর্ম পরিহার করে হিন্দু ধর্ম গ্রহণের জন্য গরীব মুসলমানদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। হিন্দু গ্রুপগুলো দাবী করেছে যে, পশ্চিম ভারতে ১২শ শতাব্দীতে মুঘল সম্রাটের হাতে হিন্দু রাজারা পরাজিত হওয়ার পর নির্যাতনের ভয়ে তাদের পূর্ব পুরুষরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। দৃশ্যতঃ এখন পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে তারা এই কু-কর্মে নেমেছে। তাদের ভাষায় ভালোর জন্য মুসলমানদেরকে ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দিতে উপদেশ দিচ্ছি। কট্টর জঙ্গী 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদে'র ৬২ বছর বয়স্ক নেতা প্রেম নারায়ণ শর্মা বলেছেন, একদিন গোটা ভারত ইসলাম ধর্মে পরিণত হ'তে পারে বলে আমরা শংকিত। মিঃ শর্মা এক সাক্ষাৎকারে বলেন, আমরা মুসলমানদের বলছি যে, তোমাদের পূর্বপুরুষরা হিন্দু ছিল। আর সে কারণে অবশ্যই তোমাদেরকে হিন্দু ধর্মে ফিরে আসতে হবে। 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদে'র কর্মীরা গ্রাম থেকে গ্রামে যাচ্ছে এবং ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দেয়ার আহবান জানাচ্ছে। হিন্দু ধর্মের স্রোতধারায় যারা যোগদান করবে, তাদেরকে উন্নত জীবন যাপনের ব্যবস্থা করে দেয়ারও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে মুসলিম এবং খৃষ্টান গ্রুপগুলো হিন্দুদের মধ্যে তাদের ধর্ম সম্পর্কে প্রচারণা চালানোর চেষ্টা করলে 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ' তাদের বাধা দেয়। অথচ তারা যখন মুসলমানদের মধ্যে একই ধরণের কাজ করে, তখন তার মধ্যে তারা অন্যায় কিছু দেখে না।

ক্লিনটনকে পাথর নিক্ষেপে মেরে ফেলা উচিত

- মোল্লা ওমর

আফগানিস্তানের তালিবান বাহিনী প্রধান মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর বলেছেন, স্ত্রী ব্যতীত অন্য মহিলার সাথে যৌন কেলেংকারীতে জড়িত থাকার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টকে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড দেয়া উচিত। ইসলামী গ্রুপ 'হারাকাত-উল-আনছার'- এর উদ্যোগে প্রকাশিত একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে এ খবর প্রকাশিত হয়। ওমর বলেন, আমেরিকার উচিত ইসলামী বিশ্বের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং মুসলিম দেশগুলো থেকে তার সেনাবাহিনীকে অপসারণ করা।

নিরাপত্তা পরিষদের স্বৈরতন্ত্র থেকে জাতিসংঘকে মুক্ত করতে হবে

-ফিডেল ক্যাস্ট্রো

কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিডেল ক্যাস্ট্রো নিরাপত্তা পরিষদের একনায়কসুলভ আচরণ থেকে জাতিসংঘকে মুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। তিনি একই সাথে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের জন্য ওয়াশিংটনকে দায়ী করেন এবং আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলকে (আইএমএফ) 'শয়তানের চুম্বন' বলে আখ্যায়িত করেন। মিঃ ক্যাস্ট্রো দক্ষিণ আফ্রিকায় জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে যাবার পথে সালভাদর ডি বাহিয়ায় এক সংক্ষিপ্ত

যাত্রাবিরতিকালে গত সোমবার সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এ কথা বলেন। ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেন, আইএমএফ হচ্ছে 'শয়তানের চুম্বন' এবং যারাই তা পেয়েছে তারাই মরেছে। তিনি রাশিয়ার অর্থনীতির ব্যর্থতা এবং সেই সাথে এশীয় দেশগুলোর সমস্যা ও নতুন নতুন বাজার সৃষ্টির কারণে গোটা বিশ্বকে অর্থনৈতিক সংকট গ্রাস করার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

চীনে মোবাইল ফোন ও সৌখিন দ্রব্য ক্রয় নিষিদ্ধ

চীন দেশব্যাপী লাখ লাখ বন্যা উদ্বাস্তুদের সাহায্যার্থে তহবিল বৃদ্ধির জন্য কৃচ্ছ্রতা অভিযানের অংশ হিসাবে সরকারী যানবাহন, মোবাইল ফোন ও অন্যান্য সৌখিন পণ্য ক্রয় নিষিদ্ধ করেছে।

ক্ষমতাসীন কমিউনিষ্ট পার্টি এবং সরকারের পক্ষে এক যুক্ত নির্দেশনামায় বলা হয়, সকল সরকারী বিভাগকে মিতব্যয়ী হ'তে হবে এবং বন্যার্তদের যত শিগগির সম্ভব স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে যেতে সহায়তা করার জন্য অপচয় বন্ধ করতে হবে। এতে বলা হয়, বন্যাদুর্গতদের যরূরী ভিত্তিতে ঘরবাড়ী পুনর্নির্মাণে অর্থের প্রয়োজন এবং সমগ্র জাতি আভ্যন্তরীণ মোট উৎপাদনের ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনে দিন-রাত কাজ করে যাচ্ছে।

জাপান শীর্ষ সাহায্যদাতা দেশ

জাপান ১৯৯৭ সালে বিশ্বের সর্বাধিক বৈদেশিক সাহায্যদাতা দেশ হিসাবে তার অবস্থান অব্যাহত রেখেছে। পর পর সপ্তমবারের মতো জাপানের এই শীর্ষ অবস্থানের কথা গত বুধবার সরকারী সূত্রে জানা গেছে। পররাষ্ট্র দফতরের একজন সহকারী জানান, জাপানের বৈদেশিক সাহায্য প্রদান অর্থাৎ সরকারী উন্নয়ন সহায়তা (ওডিএ) গত বছর ছিল ৯শ' ৪০ কোটি ডলার। যা ছিল পূর্ব বছরের চেয়ে ১ দশমিক ৮ শতাংশ কম এবং দ্বিতীয় বছরের মতো হ্রাসপ্রাপ্ত। বৈদেশিক সাহায্যদাতা হিসাবে জাপানের পরবর্তী অবস্থান ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। ফ্রান্স দিয়েছে ৬শ' ২০ কোটি ডলার। মন্ত্রণালয় জানায়, ১৯৯৭ সালে জাপান ১শ' ৬২টি দেশ ও অঞ্চলকে ওডিএ প্রদান করে। চীন ছিল জাপানের বৃহত্তম সাহায্য গ্রহণকারী। তারা কারিগরি সহায়তা বাবদ ২৫ কোটি ১৮ লাখ ডলার এবং দ্বিপক্ষীয় সহায়তা হিসাবে ৫৭ কোটি ৬৯ লাখ ডলার গ্রহণ করে।

এলাটটিই'র সঙ্গে শর্তহীন কোন আলোচনা হ'তে পারে না

-চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা

শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা ঘোষণা করেছেন, তিনি তামিল বিদ্রোহীদের সঙ্গে কখনো বিনাশর্তে কোন আলোচনা করবেন না। সরকারী ডেইলী নিউজ পত্রিকা এ খবর দিয়েছে। উত্তর-মধ্য প্রদেশের কুরুনগালা জেলা সম্মেলনে বক্তৃতাকালে কুমারাতুঙ্গা বিনাশর্তে এলাটটিই প্রতিনিধি থামিল সেলভাম সরকারের কাছে যে দাবী জানিয়েছে, সে প্রসঙ্গেই তিনি এ মন্তব্য করেন। কুমারাতুঙ্গা জোর দিয়ে বলেন, আলোচনা হ'লে তার অন্যতম প্রধান শর্ত হ'তে হবে দেশ অবশ্যই অবিভক্ত থাকবে।

মুসলিম জাহান

আফগানিস্তান ও সুদানে মার্কিন হামলা

গত ২০শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ৬টি স্থানে উপসাগরীয় এলাকার মার্কিন নৌবহর থেকে ক্রুজ ক্ষেপনাস্ত্রের হামলা চালায়। একই দিনে সুদানের রাজধানী খার্তুমের কাছে 'আল-শিফা' নামক ঔষধ কারখানায় ক্ষেপনাস্ত্র হামলা চালায়। এই বোমা হামলায় ১২ জন আমেরিকানসহ প্রায় আড়াইশ লোক নিহত হয়।

আন্তর্জাতিক আইন-কানুন ও রীতি-নিয়ম লংঘন করে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান ও সুদানে ব্যাপক বিমান হামলা চালিয়েছে। মনিকা লিউনস্কির সাথে যৌন সম্পর্কের কথা স্বীকার করার পর ক্লিনটনের প্রেসিডেন্ট পদ হারাবার ভয়েই মূলতঃ ক্লিনটন এ হামলা চালান বলে বিভিন্ন পত্রিকা মতপ্রকাশ করে। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন হুমকি দিয়েছেন যে, প্রয়োজনে আরও হামলা চালানো হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসী হামলা ও তৎপরতার প্রতিবাদে সারা মুসলিম বিশ্বে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন স্থানে জনতা রাস্তায় নেমে এসেছে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নিন্দা জ্ঞাপন অব্যাহত রয়েছে। ইরাক, ইরান, লিবিয়া, পাকিস্তানে মার্কিন পতাকা পদদলিত এবং ভস্মীভূত করা হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হচ্ছে। প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নিয়েছেন লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট কর্নেল মু'আম্মার গাদ্দাফী। ত্রিপোলীতে মার্কিন পতাকা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করা হয়েছে। ইরান 'যুক্তরাষ্ট্র নিপাত যাক' বলে মিছিলের পর মিছিল করেছে। ফিলিস্তিন শাসনাধীন গাজা অঞ্চলের সশস্ত্র ইসলামী সংস্থা 'হামাস' নাবলুস উপশহরে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে ফাঁকা গুলীবর্ষণ করতে থাকে। রাশিয়ার বিচ্ছিন্নতাকামী প্রজাতন্ত্র চেচনিয়ার তাইস প্রেসিডেন্ট ভাখা আরসানভ আফগানিস্তানে ও সুদানে বোমা বর্ষণের পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আঘাত হানার আহবান জানান। তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে এক নম্বর অপরাধী ও সন্ত্রাসী বলে অভিহিত করে বলেন, ইসলামী আদালতে শরীয়ত অনুযায়ী তার বিচার হওয়া উচিত। সৌদি ভিন্ন মতাবলম্বী ওসামা বিন লাদেন মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেন। আফগানিস্তানে ও সুদানে মার্কিন হামলার পর ওসামা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন এবং এর প্রতিশোধ গ্রহণের দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন।

খার্তুমে অস্ত্র কারখানা বের করতে পারলে মার্কিনী হামলা মেনে নেব

-সূদানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী

সূদানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুস্তাফা ওছমান ইসমাঈল গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রকে সূদানে তথ্যানুসন্ধানকারী কমিটি পাঠানোর মাধ্যমে খার্তুমে রাসায়নিক অস্ত্র কারখানা খুঁজে বের করার আহবান জানিয়েছেন। সূদানের রাজধানীতে আমেরিকার বোমা বর্ষণের একদিন পর তিনি বাগদাদে এসে সাংবাদিকের সাথে

আলাপকালে একথা বলেন। যুক্তরাষ্ট্র ওষুধের কারখানা ধ্বংস করে বলেছে, তারা নাকি রাসায়নিক অস্ত্রের উপকরণ তৈরীর কারখানা ধ্বংস করেছে। অথচ সূদানে এ কারখানা থেকে ওষুধ ও তৎসংক্রান্ত উপাদান ও উপকরণ উৎপাদন করা হয়ে থাকে। ইসমাঈল বলেন, আমেরিকার পাঠানো যে কোন তদন্ত কমিটিকে আমরা সাদরে গ্রহণ করব এবং তাদেরকে স্বাধীন ভাবে খোঁজ-খবর নিতে সহায়তা দেব। তারা এ কারখানা ওসামা বিন লাদেনের কি-না সে সম্পর্কেও খোঁজ -খবর নিতে পারবে। যদি আমেরিকা প্রমাণ করতে পারে যে, এ কারখানা অস্ত্র তৈরীতে ব্যবহৃত হচ্ছে আমরা তাদের হামলাকে মেনে নেব। এছাড়া আমরা নিরাপত্তা পরিষদকেও তাদের তদন্ত কমিটি পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

সূদানে মারাত্মক চিকিৎসা সমস্যার সম্ভাবনা

সূদানের 'আল-শিফা' ওষুধ কারখানায় যুক্তরাষ্ট্রের বোমা হামলার ফলে দেশটির ওষুধ সংকট আরো বেড়ে যাবে। এ কথা জানিয়ে সূদানী প্রেসিডেন্ট ওমর হাসান আল-বশীর সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আমাদের আগে থেকেই অনেক সমস্যা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা, গৃহযুদ্ধ ও ফসলহানির মত সংকট মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এর ওপর যুক্তরাষ্ট্রের বোমা হামলার কারণে ওষুধ আমদানী করতে হবে, যার অর্থ যোগানো কঠিন হবে। ৮০ জনেরও বেশী দেশী-বিদেশী সাংবাদিক এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

'আল-শিফা' ওষুধ কারখানার আইন উপদেষ্টা গাজী সুলেমান বলেন, এই কারখানা দেশের শতকরা ষাট ভাগ ওষুধের চাহিদা মেটাতো। প্রেসিডেন্ট বশীর বলেন, আমেরিকান ক্ষেপণাস্ত্র হামলা আমাদের মারাত্মক ক্ষতি করেছে। সূদানের ওষুধের ঘাটতি এখন অনেক বেড়ে যাবে।

এই বোমা হামলা এমন এক সময় চালানো হয় যখন দেশটি দুর্ভিক্ষের কারণে মারাত্মক স্বাস্থ্য সংকট মোকাবিলা করছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর লোক ও সারা সূদানে ২৬ লাখ লোক অনাহার-পীড়িত হওয়ার আশংকা রয়েছে। অর্থাৎ দুই কোটি ৭০ লাখ জনসংখ্যার এই দেশের শতকরা দশজন দুর্ভিক্ষকবলিত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

তুরস্কের মসজিদ সমূহ এখন সরকারী নিয়ন্ত্রণে

তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গত ৩১শে জুলাই এক আইন পাশের মাধ্যমে সেখানের হাযার হাযার মসজিদকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে এনেছে। ইসলামী হুকুমপন্থীদের দমন করার জন্য সরকার যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এ আইন হচ্ছে তার একটি। এই আইনের ফলে এখন ৮ হাযার ৪শ মসজিদ সরকারী নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। এই নতুন আইনের অধীনে সরকারের ধর্ম বিষয়ক বিভাগ সকল সমজিদে ইমাম নিয়োগ এবং নতুন মসজিদ গুলোর নির্মাণের বিষয় অনুমোদন করবে। ইসলামী হুকুমত পন্থীরা এ আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে।

সউদী আরব থেকে মার্কিন বাহিনী প্রত্যাহার করতে ইসলামী সেনা গ্রুপের দাবী

নাইরোবী ও দারেস সালামে মার্কিন দূতাবাসে দু'টি বোমা হামলার দায়িত্ব স্বীকারকারী অজ্ঞাত ইসলামিক গ্রুপ তাদের দাবিনামা পেশ করে মার্কিন বাহিনীকে সউদী আরব ত্যাগের এবং আটক ইসলামিক জঙ্গী সদস্যদের মুক্তি দেয়ার আহবান জানিয়েছে। গ্রুপটি ইসরাঈলের প্রতি মার্কিন সমর্থন প্রত্যাহারেরও আহবান জানায় এবং কয়েকটি মুসলিম দেশের ওপর অবরোধ আরোপের নিন্দা জানায়। রেডিও ফ্রান্সের কাছে পাঠানো এ দাবী সম্বলিত ইশতেহারের একটি কপি এএফপির কায়রো বুৎরোর হস্তগত হয়েছে। মুসলিম পবিত্র স্থান সমূহ মুক্ত করার জন্য গঠিত ইসলামী সেনা গ্রুপ বলেছে, তাদের দাবী পুরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধাচরণ ও সর্বত্র মার্কিন প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলা অব্যাহত রাখবে।

বিনামূল্যে ২শ' কোটি ডলারের তৈল

সউদী আরব পাকিস্তানকে বিনামূল্যে ২শ' কোটি ডলারের তেল সরবরাহ করবে। এটা আগামী দুই বছরের জন্য পাকিস্তানের বার্ষিক তেল চাহিদার অর্ধেক পুরণ করবে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের সউদী আরব সফরকালে সউদী কর্তৃপক্ষ এই সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

পাকিস্তান অন্য কোন দেশকে হামলা চালাতে ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেবে না

আফগানিস্তানে আশ্রয় গ্রহণকারী আরব ভিন্ন মতাবলম্বী ওসামা বিন লাদেন-এর বিরুদ্ধে সামরিক হামলা চালানোর জন্য পাকিস্তান তার ভূখণ্ড ব্যবহার করার জন্য কাউকে অনুমতি দিতে পারে না বলে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে। পাকিস্তান সরকার এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছ থেকে কোন প্রস্তাব পায়নি বলে কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে 'ইনডিপেনডেন্ট নিউজ নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল' (এনএনআই) এ কথা জানিয়েছে। কর্মকর্তারা বলেন, আমরা অন্য দেশের স্বার্থের রক্ষক নই। আমাদের নিজেদের কর্মনীতি ও বিধিবিধান রয়েছে। পাকিস্তানে যেসব মার্কিন নাগরিক ও কূটনীতিকের অবস্থান প্রয়োজনীয় নয়, নিরাপত্তার কারণে যুক্তরাষ্ট্র তাদের প্রত্যাহার করে নেয়ার প্রেক্ষাপটে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে যেয়ে পাকিস্তানের সরকারী সূত্রে এ কথা বলা হয়।

আফগানিস্তানের ৯০ শতাংশ এলাকা এখন তালিবান দখলে

আফগানিস্তানে তালিবান বাহিনী বলেছে, তারা এখন দেশের ৯০ শতাংশ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে। তালিবানের উত্তর যুদ্ধফ্রন্টের প্রধান সেনাপতি মোল্লা আবদুস সাত্তার আখন্দ বলেছেন, 'আমরা জেহাদে প্রস্তুত, তবে আমরা আর প্রাণহানি চাই না।' তিনি বিরুদ্ধবাদী বাহিনীকে শান্তিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের আহবান জানান।

পাকিস্তানে শরীয়াহ্ শাসন প্রবর্তনের ঘোষণা

গত ২৮শে আগস্ট'৯৮ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ দেশে শরীয়াহ আইন প্রবর্তনের ঘোষণা দান করেন। তিনি বলেন যে, উক্ত মহতী উদ্যোগ পার্লামেন্ট নাকচ করে দিলে সরকার গণভোটের আশ্রয় নেবে। দেশের সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ১৫তম সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে আনীত একটি সাংবিধানিক আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে। এদিকে অন্যতম বিরোধী দল 'পাকিস্তান পিপলস পার্টি' পিপিপি ও খ্রীষ্টান ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, তারা দেশে কঠোর ইসলামী আইন প্রবর্তনের সরকারী উদ্যোগ যে কোন মূল্যে প্রতিহত করবে।

শরীয়াহ্ আইনের পক্ষে বলতে গিয়ে স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী চৌধুরী

সুজা'আত হোসায়েন বলেছেন, ১৫তম সংশোধনী বিল পাস হ'লে দেশে শান্তি, সামাজিক সম্প্রীতি ফিরে আসবে। এছাড়াও এর ফলে একটি অপরাধমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

সুজা'আত বলেন, দেশের আইন-শৃংখলা আজ মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন। ইসলাম পরিপন্থী ব্যবস্থার কারণে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ নেই বললেই চলে। সমাজে খুন, ডাকাতি, রাহাজানি, ধর্ষণ ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। দেশকে এই ধরণের একটি ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ শরীয়াহ্ শাসন প্রবর্তনের লক্ষ্যে কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

[বাংলাদেশের বর্তমান আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি পাকিস্তানের চাইতে কোন অংশে উন্নত নয়। তাই ক্রমাবনতিশীল সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধের স্বার্থে বাংলাদেশ সরকার বিষয়টি ভেবে দেখবেন কি? -সম্পাদক]

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করুন

-পাকিস্তানী ইসলামী সংস্থা

পাকিস্তানের একটি ইসলামী সংস্থা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তানের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার আহবান জানিয়েছে। কোন রকম উস্কানি ছাড়াই বিশ্বের দু'টি মুসলিম রাষ্ট্রের ওপর আমেরিকান হামলার প্রতিবাদে সংস্থাটি ১লা সেপ্টেম্বর এ আহ্বান জানায়।

'মারকায-দাওয়া ওয়াল ইরশাদ' সংস্থার প্রধান প্রফেসর হাফেয মুহাম্মদ সাঈদ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'আফগানিস্তানে ও সূদানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানোর পর ওয়াশিংটনের সঙ্গে ইসলামাবাদের কূটনৈতিক, বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার কোন যুক্তি নেই।'

আফগানিস্তান ও সূদানের ওপর মার্কিন হামলার ব্যাপারে জাতিসংঘের নীরব ভূমিকার সমালোচনা করে তিনি বলেন, বিশ্ব সংস্থাটি সব সময়ই মার্কিন স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে থাকে এবং সেই সঙ্গে মুসলমানদের শোষণ করে থাকে। তিনি মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক মুসলিম জাতিসংঘ গঠনসহ ডলার ও ইউরোপীয় মুদ্রার সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

অবশেষে আলেমদের সাহায্য কামনা

ইন্দোনেশিয়ায় চালের মূল্য আকাশচুম্বি হওয়ার দরুন দেশের বর্তমান প্রেসিডেন্ট বিজে হাবীবীর বিরুদ্ধে দেশের মানুষ যে আন্দোলন চালাচ্ছে তা নিরসনের জন্য তিনি দেশের আলেমদের সহায়তা চেয়েছেন। তিনি জাকার্তার সরকারী বাস ভবনে উপস্থিত ৪০ জন বিশিষ্ট আলেমের নিকট বলেন, 'আলেমদের উপদেশ অন্ধকারে মোমবাতিসদৃশ'। এ সময় তার বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী শ'য়ে শ'য়ে ছাত্রকে সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা রুখে দাঁড়িয়েছিল। তিনি আরো বলেন, 'আপনাদের উপদেশ জনগণকে শান্ত করতে পারে এবং তাতে তাদের অস্থিরতা কমতে পারে।' দশকের পর দশক ধরে ক্রমান্বয়ে অর্থনৈতিক মন্দার মধ্য দিয়ে বর্তমানে দেশ যে চরম সংকটে পৌঁছেছে তা থেকে উত্তরণের জন্য তার সরকার দিন-রাত নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। জনগণের ধৈর্য ও সহায়তা কামনা করেন বলে আলেমদের জানান। ইন্দোনেশিয়ার জনসংখ্যা ২০ কোটি ২০ লাখ। এর মধ্যে ৯০ শতাংশ মুসলমান। বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মুসলমানের বাস এদেশে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

সাপের বিষ দিয়ে হৃদরোগের ঔষধ

সাপমাত্রই মানুষের দুশমন এমন ভাবাটা যুক্তিসঙ্গত নয়। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে, ব্যাটল সাপের বিষ থেকে তৈরী ইনটেগ্রিলিন ওষুধটি হৃদরোগ এবং হৃদরোগে ভুগছে এমন রোগীদের মৃত্যুর ঝুঁকি সামান্য কমায়। গবেষকরা ২৭টি দেশের ১০ হাযার ১শ' ৪৮ জন রোগীর ওপর পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, ইনটেগ্রিলিন নামের ওষুধটি হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি শতকরা এক দশমিক পাঁচ ভাগ কমায়। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই ওষুধ ব্যবহারের ফলে হার্ট অ্যাটাক শতকরা ৩ দশমিক ৫ ভাগ কমে গেছে। ডিউক ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল সেন্টার এবং রোটারডামের এরাসমাস ইউনিভার্সিটির গবেষকরা বলেন, ওষুধের প্রভাব সীমিত মনে হলেও এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

চাঁদে সামান্য পরিমাণ অক্সিজেন, সিলিকন ও এলুমিনিয়াম রয়েছে

গত ১৮ আগস্ট গবেষকরা চাঁদের নিস্তেজ আবহাওয়া সম্পর্কে আরো তথ্য জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, চাঁদে অল্প পরিমাণ অক্সিজেন, সিলিকন ও এলুমিনিয়াম রয়েছে। যদিও অধিকাংশ লোকের ধারণা চাঁদে কোন আবহাওয়া নেই। তবে এর খুবই হালকা সাদাটে আবহাওয়া রয়েছে। ১৯৭০ দশকে চাঁদে যে এ্যাপোলোর যে সব নভোচারী অবতরণ করেছিলেন তারা সেখানে হিলিয়াম ও আরগণ পরমাণু সনাক্ত করেছেন এবং পরে পৃথিবী থেকে সোডিয়াম ও পটাসিয়াম দেখতে পেয়েছেন। ভূপ্রকৃতিবিদ্যা গবেষণার একটি জার্নালে একটি আন্তর্জাতিক গবেষক দল এক নিবন্ধে লিখেছেন, তারা চাঁদে আরো কিছু পদার্থ চিহ্নিত করেছেন।

শ্বাস-প্রশ্বাস থেকে রোগ নির্ণয়ে নয়া ডিভাইস উদ্ভাবন

বৃটিশ বিজ্ঞানীরা এমন একটি নতুন ডিভাইস তৈরী করেছেন যা রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস থেকেই রোগ নির্ণয়ে সক্ষম হবে। কেবল তাই নয়, এই ডিভাইস নিজেই রোগের ব্যবস্থাপত্র দেবে। লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স টেকনোলজি এণ্ড মেসিসিনের শীর্ষ বিজ্ঞানীদের একটি টীম আশা করছে, আগামী দু'বছরের মধ্যে এই ডিভাইসের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সম্ভবপর হবে।

চীনে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম কম্পিউটার প্রদর্শনী

বেইজিংয়ে এক কম্পিউটার প্রদর্শনীতে মাইক্রোসফট উইনডোজ ওপারেটিং সিস্টেমের চীনা সংস্করণে বিশ্বের ক্ষুদ্রাকারের একটি কম্পিউটার প্রদর্শন করেন লিজেণ্ড হোল্ডিং লিমিটেডের প্রকল্প ব্যবস্থাপক সোপিয়া জিয়াও। চীন আগামী ডিসেম্বরে এই কম্পিউটারটি বাজারজাত করবে এবং এর মূল্য হবে ৪২০ মার্কিন ডলার। গতকাল ১০ সেপ্টেম্বর এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

'অলসিইং টর্চ' অপরাধীরা সাবধান

অপরাধ দমনে এবার বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার সাফল্যের শীর্ষে। কেননা আটলান্টার জর্জিয়া টেক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (জিটিআরআই) বিজ্ঞানীরা 'অলসিইং টর্চ নামের যন্ত্রটির উপর গবেষণা চালিয়ে সাফল্যে পৌঁছেছে। অপরাধীরা অপরাধ করার পর যেখানেই থাকুক না কেন পুলিশ/সংশ্লিষ্টরা 'অলসিইং টর্চ'-এর ব্যবহারের মাধ্যমে বের করতে সক্ষম হবে। শুধু তাই নয় বরং কোথায় অবস্থান করছে, কোন স্থানের আশপাশে দুষ্কৃতিকারীরা অবস্থান করছে কিনা তাও জ্ঞাত করতে সক্ষম এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। 'অলসিইংটর্চ'কে 'রাডার ফ্লাশ লাইট' নামকরণের জন্য কয়েকজন বিজ্ঞানী পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ এই টর্চে রাডারের ব্যবহার হয়েছে। টর্চের এলসিডি প্যানেল কিংবা একটি আইপিসের দ্বারা পুলিশ অফিসারকে সতর্ককরণের ব্যবস্থাও আছে। টর্চটিতে সন্দেহভাজনদের ছবি তোলার ব্যবস্থাও রয়েছে।

টর্চটি নির্মাণের প্রধান গবেষক জীন গ্রেনেকার বলেন, কোন অপরাধ বিষয়ে সংবাদ প্রেরণের ক্ষেত্রে এই টর্চ গোয়েন্দা বাহিনীকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। এমনকি অপরাধ ঘটানোর পর যদি বাড়ীতে থাকে তবে সেখান থেকেও অপরাধীকে বের করতে সক্ষম। কোন ওয়ারেন্ট আসামীকে নির্দিষ্ট কমাণ্ডের মাধ্যমে অলসিইংটর্চ ব্যবহার করে অপরাধের স্থান, কারণ, ব্যক্তি, অস্ত্রের ব্যবহার ইত্যাদি সার্বিক প্রদানে সক্ষম।

অলসিইং টর্চটি '৯৮ সালের আটলান্টায় অলিম্পিক গেমসের সময় প্রথমত বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নয়নে অবদান প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হয়। তবে তখন কোন বাস্তব প্রয়োগ দেখাতে পারেনি। তারপর এ ব্যাপারে গবেষকরা এর এমন সাইড নিয়ে ভাবেন যাতে অপরাধীরা ধরা পড়ে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সর্বাত্মক সহযোগিতা পাবে। এই অলসিইংটর্চ বা রাডার ফ্লাশ লাইট পরীক্ষামূলকভাবে শীঘ্রই বাজারজাত হ'তে যাচ্ছে। গবেষকরা বিশ্বাস করেন এই টর্চ সাফল্য অর্জন করবে। এই ব্যবহারে যে কোন সত্যিকার অপরাধী ধরা পড়বে। এটা অপরাধীদের জন্য দুঃসংবাদ হ'লেও জনসাধারণের জন্য সুসংবাদ।

তাই অপরাধীরা অপরাধ মুক্ত হউন। সাবধান অপরাধীরা, আসছে অলসিইংটর্চ বা রাডার ফ্লাশ লাইট।

পানি থেকে পেট্রোল

ভারতের একজন গ্রাম্য লোক দাবী করেছেন যে, তিনি বনৌষুধি ও রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয়ে পানি দিয়ে পেট্রোল তৈরী করতে সক্ষম। ইতিপূর্বে তিনি বলেছিলেন যে, তিনি পানিকে পেট্রোলে রূপান্তরিত করতে পারেন। ৩৪ বছর বয়স্ক রামার পিল্লাই মাদ্রাজে সাংবাদিকদের জানান, তিনি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দৈনিক ৫শ' লিটার 'হার্বাল ফুয়েল' তৈরী করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই হার্বাল ফুয়েল বা জ্বালানী তৈরীর জন্য মাদ্রাজে তার একটি চুল্লীও রয়েছে। পিল্লাই বলেন, তিনি আগামী ৩রা অক্টোবর থেকে ১৫ রুপি মূল্যে 'পেট্রোল সদৃশ হার্বাল জ্বালানী' এবং ৫ রুপি মূল্যে 'ডিজেল-সদৃশ হার্বাল জ্বালানী' বিক্রি করবেন। এই মূল্য পেট্রোলের বাজার মূল্যের চাইতে অনেক কম। তিনি বলেন, এ সপ্তাহ থেকে তিনি সাংবাদিক, সরকারী কর্মকর্তা ও বিজ্ঞানীদের বিনামূল্যে এই জ্বালানী তেল সরবরাহ করবেন, যাতে তারা এগুলো তাদের গাড়ীতে ব্যবহার করে বিশ্ববাসীকে একথা অবহিত করতে পারেন যে, অবশেষে তার হার্বাল ফুয়েল বাজারে উঠেছে। পিল্লাই এর আগে ১৯৯৬ সালে দাবী করেন যে, তিনি পানিকে পেট্রোলে রূপান্তরিত করতে পারেন। তার এই ঘোষণার ফলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল এবং তিনি সরকারী ল্যাবরেটরীতে পানি থেকে তেল তৈরী করতে ব্যর্থ হওয়ায় বিজ্ঞানীরা তার দাবীকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেন।

চাঁদে বন্যা

বন্যায় দেশ ভেসে যাচ্ছে। গ্রামের চাল-চুলোহীন, দীন-দুঃখী থেকে শুরু করে শহরের কোটিপতিও বন্যার শিকার। বন্যার সময় ধকল থেকে বাঁচার জন্য ইতোমধ্যেই অনেক কোটিপতিই সপরিবারে পাড়ি জমিয়েছেন বিদেশে। কিন্তু সম্পূর্ণ বন্যামুক্ত দেশ সম্ভবতঃ পৃথিবীর মানচিত্রে নেই। তাই বন্যামুক্ত স্থানের প্রসঙ্গ আসলেই বলতে হবে চাঁদ কিংবা মঙ্গলের কথা। কিন্তু জনমানবহীন চাঁদ আর মঙ্গলও কি বন্যা মুক্ত? সম্প্রতি এ বিষয়ে কিছু তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা এতদিন পর্যন্ত যা ধারণা করে আসছেন চাঁদে আসলে তার চেয়ে দশগুণ পানি আছে। চাঁদে মোট পানির পরিমাণ তিনশ' কোটি মেট্রিক টন। এ পানি রয়েছে বরফ আকারে। কোন কারণে তাপমাত্রা বেড়ে সে বরফ গলে গিয়ে মহাপ্লাবনও ঘটাতে পারে। গত দুইশ' বছর চাঁদের বুকে অগণিত ধূমকেতু গুঁড়িয়ে পড়ার কারণে সেখানে ধীরে ধীরে পানি জমে ওঠে। এ পানি বরফ হয়ে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে জমে আছে। জ্বালামুখে কখনই সূর্যের আলো পৌঁছে না। দু'জন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকের মতে, ৫০ সেন্টিমিটার পুরু বরফের আস্তরণ যেন শুষ্ক পাথরের মত পড়ে আছে। অপর এক গবেষণায় বিজ্ঞানীরা চন্দ্র পৃষ্ঠে লোহা, টাইটানিয়াম, থোরিয়াম এবং পটাশিয়ামের আবরণ রয়েছে বলে জানান। চাঁদের তথ্য সংগ্রহের জন্য এ বছর জানুয়ারীতে লুনার প্রসপেক্টর উৎক্ষেপণ করা হয়। এটি চাঁদের চারদিকে ১শ' কিঃ মিঃ দূরত্বে ১৪ দিনে একবার প্রদক্ষিণ করছে।

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলীঃ

* সরাসরি বা প্রতিনিধির মাধ্যমে বা মানি অর্ডার যোগে টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যায়। গ্রাহকের নাম ও পত্রিকা প্রেরণের ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে।

* বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

* বার্ষিক চাঁদা ১১০/০০ ও ষান্মাসিক ৬০/০০। রেজিষ্ট্রি ডাকে যথাক্রমে ১৫৫/০০ ও ৭৫/০০।

* ভি, পি, পি -যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম জমা দিতে হবে।

সংগঠন সংবাদ

মসজিদ কমপ্লেক্স উদ্বোধন ও সুধী সমাবেশ

(ক) নাটোরঃ গত ২৪শে জুলাই'৯৮ রোজ শুক্রবার তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) -এর সৌজন্যে নির্মিত নাটোর শহরের শুকলপট্টি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ও কমপ্লেক্স উদ্বোধন করা হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নাটোর জেলার উদ্যোগে কমপ্লেক্স উদ্বোধন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশেরও আয়োজন করা হয়। সকাল ১০টা থেকে আছর পর্যন্ত কর্মী ও সুধী সমাবেশ অব্যাহত থাকে। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। তিনি জুম'আর খুৎবা প্রদানের মাধ্যমে মসজিদের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী, নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ আব্দুস সামাদ, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, অর্থ সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমান, খুলনা জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য জনাব রবীউল ইসলাম, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মাওলানা আমানুল্লাহ ও আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

(খ) কালাই জয়পুরহাটঃ গত ৬ই সেপ্টেম্বর রবিবার তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) -এর সৌজন্যে নির্মিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে কালাই থানা শহরে আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জয়পুরহাট জেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত এলাহী গযব নাযিলের ধারা-র উপরে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সারগর্ভ ভাষণ পেশ করেন ও সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সার্বিক জীবনে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জান্নাত পাগল তাওহীদি জনতাকে জান-মাল, সময় ও শ্রম দিয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'কে এগিয়ে নেওয়ার উদাত্ত আহবান জানান। তিনি অত্র মসজিদ কমপ্লেক্সকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' -এর আঞ্চলিক মারকায হিসাবে কবুল করার জন্য মহান আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা জানিয়ে বাদ যোহর মসজিদ কমপ্লেক্সের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র প্রচার ও প্রসারের কেন্দ্র হিসাবে অত্র মসজিদ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি মার্কেটের ব্যবসায়ীদেরকে মসজিদের ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রেখে জামা'আতের সময় মার্কেট বন্ধ করা, নিয়মিত জামা'আতে শরীক হওয়া ও সৎ ব্যবসায়ী হবার মাধ্যমে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকটে মহান মর্যাদা হাছিলের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এ মসজিদে সকল দল ও মতের মুছল্লীগণ নির্দ্বিধায় ছালাত আদায় করবেন। তিনি বিকাল ৩টায় উলামা সমাবেশে এবং বাদ আছর সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। অতঃপর বাদ মাগরিব তিনি 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ কর্মপরিষদের সাথে বৈঠক করেন।

বিশেষ অতিথির ভাষণে শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী দেশের ভয়াবহ বন্যাকে আল্লাহ্‌র গযব হিসাবে আখ্যায়িত করে সকলকে আল্লাহ্‌র নিকটে তওবা করার আহবান জানান। তিনি বলেন, এ গযব আমাদের কৃতকর্মের ফল। তিনি এ গযব থেকে শিক্ষা নেয়ার আহবান জানান।

সুধী সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থসম্পাদক ও মসজিদ কমপ্লেক্সের সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান, নওদাপাড়া মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ও স্থানীয় সুধীবৃন্দ। উল্লেখ্য যে, বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে জয়পুরহাট জেলার এ,ডি,এম জনাব আব্দুল হামীদ ও কালাই-য়ের টি,এন,ও সাহেব বাদ মাগরিব সমাবেশে আগমন করেন।

উল্লেখ্য যে, অত্র সংগঠনের উদ্যোগে ও তাওহীদ ট্রাষ্টের সৌজন্যে নির্মিত কাংখিত এই বহুতল বিশিষ্ট 'কালাই আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সটি' কালাই বাস ষ্ট্যাণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বেই অবস্থিত। এ কমপ্লেক্সের নীচতলায় ৪২টি দোকান নিয়ে মার্কেট হয়েছে।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রলয়ংকরী বন্যা আমাদের অন্যায় কর্মের বিষময় ফল

-ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান প্রলয়ংকরী বন্যা আমাদের অন্যায় কর্মের বিষময় ফল হিসাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে নাযিলকৃত গযব স্বরূপ। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে কিছু সংখ্যক লোকের চরম বিলাসিতা ও পাপাচার এবং সীমাহীন দুর্নীতি ও সর্বগ্রাসী দুষ্কৃতির ফলে ভাল-মন্দ সকল পর্যায়ের মানুষ, পশু-পক্ষী ও প্রাণীকুল আজ আল্লাহ্‌র কঠিন গযবের শিকার হয়েছে। এমতাবস্থায় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বন্যাদুর্গত সকল বনী আদমের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো ও এক মুঠো অন্ন হ'লেও তাদের সামনে তুলে ধরা এবং বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনে সহযোগিতা করা আমাদের সকলের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। আল্লাহ কবুল করলে আমাদের দরদী মনের সামান্য দান আমাদের জাহান্নাম থেকে

বাঁচার অসীলা হ'তে পারে। অতএব আসুন! আমাদের যার যা আছে, তাই নিয়ে বন্যাদুর্গত ভাইবোনদের সাহায্য করি ও এর মাধ্যমে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করি।

আহলেহাদীছ আন্দোলন, আহলেহাদীছ যুবসংঘ, আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থা ও সোনামণি সংগঠনের দায়িত্বশীলগণের মাধ্যমে অথবা সরাসরি কেন্দ্রে (সঞ্চয়ী হিসাব নং ৩২৪৫, ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী) আপনার সাহায্য প্রেরণ করুন এবং সর্বাবস্থায় কেন্দ্রীয় রসিদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!!

প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

গত ৬ ও ৭ ই আগষ্ট, রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহ্লেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে নওদাপাড়া মাদ্রাসা মিলনায়তনে দু'দিন ব্যাপী এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত আহলেহাদীছদের আক্বীদার উপর পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে তথ্যবহুল আলোচনা রাখেন এবং প্রশিক্ষণার্থী সকল কর্মীদেরকে আহলেহাদীছ আন্দোলন -এর দাওয়াত জাতির নিকটে বিশেষ করে যুবসমাজের সম্মুখে তুলে ধরার উদাত্ত আহ্বান জানান।

জেলা সভাপতি আব্দুল মুমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণে অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষক ছিলেন- যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ফারূক আহমাদ, মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রাযযাক ও হাফেয লুৎফর রহমান প্রমুখ।

উল্লেখ্য উক্ত প্রশিক্ষণে জেলার বাছাইকৃত ৭৫ জন কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

সোনামণিদের মাসিক ইজতেমায় কেন্দ্রীয় সভাপতি

গত ১৮ই আগষ্ট মঙ্গলবার বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া মাদ্রাসার 'সোনামণি' শাখার উদ্যোগে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম। প্রধান অতিথির ভাষণে কেন্দ্রীয় সভাপতি বলেন, সোনামণিরাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যত। ভবিষ্যতে দেশ ও জাতির খেদমতের জন্য সোনামণিদের আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আদর্শে গড়ে তুলতে হবে। কারণ তিনি হ'লেন ছোট বড় সকল মানুষের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।

ইজতেমায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'সোনামণি' সংগঠনের কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব আযীযুর রহমান, মাদ্রাসার শিক্ষক জনাব শামসুল আলম, হাফেয লুৎফর রহমান, হাফেয ইউনুস আলী, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী মহানগরীর সভাপতি মুহাম্মাদ নাযিমুদ্দীন ও তাবলীগ সম্পাদক আবূ বকর ছিদ্দীক প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, প্রায় শতাধিক সোনামণি সদস্য উক্ত ইজতেমায় অংশগ্রহণ করে।

রাজবাড়ী জেলা পুণর্গঠন

গত ২৮শে আগষ্ট শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এস, এম, আব্দুল লতীফ রাজবাড়ী জেলা সফর করেন। বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজবাড়ী জেলা দায়িত্বশীলদের উপস্থিতিতে মুহাম্মাদ মোতালেব হোসাইনকে আহবায়ক করে তিনি 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজবাড়ী জেলা পুণর্গঠন করেন। অন্যান্য দায়িত্বশীলগণ হচ্ছেন- যুগ্ম আহবায়ক মুহাম্মাদ ঈমান আলী ও সদস্যবৃন্দঃ মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন, মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ও মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম।

শিমুলবাড়ী মাদ্রাসার ছাত্রদের বৃত্তি লাভ

তাওহীদ ট্রাস্ট (রেজিঃ) কর্তৃক পরিচালিত গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা থানাধীন মা'হাদ ওমর বিনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) শিমুল বাড়ী মাদ্রাসার তিন জন ছাত্র বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড প্রদত্ত এবতেদায়ী বৃত্তি '৯৮ লাভ করেছে। বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্ররা হচ্ছে-

১. মুহাম্মাদ গোলাম রব্বানী, ২. মুহাম্মাদ নাজমুছ ছাক্বিব ও ৩: মুহাম্মাদ আশরাফ ফারূক।

গোলাম আযম-এর কৃতিত্ব

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী সাংগঠনিক জেলার নলত্রী শাখার তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ গোলাম আযম আইহাই উচ্চবিদ্যালয় থেকে রাজশাহী শিক্ষাবোর্ড প্রদত্ত জুনিয়ার বৃত্তি '৯৮ লাভ করেছে। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে সে রাজশাহী শিক্ষাবোর্ড প্রদত্ত প্রাইমারী বৃত্তি '৯৪ও লাভ করেছিল।

বিভিন্ন জেলায় বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের বিশেষ আবেদনে সাড়া দিয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' -এর উদ্যোগে বন্যাদুর্গত জেলা সমূহে জেলাভিত্তিক ত্রাণ সংগ্রহ ও বিতরণের কর্মসূচী নেয়া হয়। যে সকল জেলা বন্যাকবলিত হয়নি, সে সকল জেলা থেকেও ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করে কেন্দ্রে প্রেরণ করা হচ্ছে। এমনকি 'আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থা'র কেন্দ্রীয় সভানেত্রী মুহতারামা তাহেরুন্নেসা-র ব্যক্তিগত আবেদনে সাড়া দিয়ে রাজশাহী মহানগরীর কাজলা এলাকার মা-বোনেরা নিজেদের পক্ষ হ'তে নগদ অর্থ ও চাউল সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় ত্রাণ তহবিলে জমা দিয়েছেন। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার পক্ষ হ'তেও কেন্দ্রে সাহায্য পাঠানো হয়েছে। বন্যামুক্ত সাতক্ষীরা ও যশোর জেলা হ'তে প্রেরিত নগদ অর্থ ও কাপড়-চোপড় রংপুর জেলার

বন্যার্ত ভাইদের জন্য জেলা সভাপতি জনাব আব্দুল বাকী-র মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। ইতিমধ্যে কিছু জেলায় ত্রাণ বিতরণের সংবাদ আমাদের নিকট এসে পৌঁছেছে। যা নিম্নরূপ-

১. জামালপুর জেলা

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জামালপুর জেলার উদ্যোগে গত ২৬ আগস্ট বুধবার দিন ব্যাপী অসহায় ও দুর্গত ভাই বোনদের সাহায্যার্থে নৌকা যোগে এক মেডিকেল টীম বের হয়। উক্ত টীমের পরিচালক ছিলেন, জনাব মুহাম্মাদ কোরবান আলী। হাজীপুর এলাকার বড় আড়ংহাটী, ছোট আড়ংহাটী, চান্দের হাওড়া, মল্লিকপুর ও হরিপুর গ্রামের কিছু অংশের বন্যা দুর্গতদের মাঝে তাঁরা প্রয়োজনীয় ঔষধ ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেন। উক্ত টীমে জামালপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি মুহাম্মাদ ওমর ফারূক, সাধারণ সম্পাদক সোলায়মান, সাংগঠনিক সম্পাদক মৌলভী রুহুল আমীন, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক রিযাউল ইসলাম এবং শরিফপুর শাখার 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন।

২. নীলফামারী জেলা

গত ২৬ ও ২৭শে আগস্ট 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নীলফামারী সাংগঠনিক জেলার সভাপতি জনাব সিরাজুল ইসলাম-এর নেতৃত্বে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র জেলা দায়িত্বশীলগণের সহযোগীতায় সদর থানার আরাজী ইটাখোলা ও জলঢাকা থানার মৌজা শোলমারি এলাকায় বন্যাদুর্গতদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে ছিল চাউল ও ডাইল।

৩. ঢাকা জেলা

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্যা কবলিত এলাকায় পানি বন্দীদের মাঝে ব্যাপক ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

গত ৩রা সেপ্টেম্বর থেকে ১১ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঢাকা জেলার আহ্বায়ক হাফেয আব্দুছ ছামাদ -এর নেতৃত্বে ঢাকা জেলার উত্তরা থানার উত্তরখান এলাকায়, সাভার থানার নাল্লাপোল্লা বাজার, থান কলেশ্বরী ও পাকুল্লা গ্রামে, কেরানীগঞ্জ থানার আইস্থা এলাকায়, নারায়ণগঞ্জ জেলাধীন আড়াই হাযার থানার মাতুয়াইল, দুপ্তারা, কুমারপাড়া, ঠেকপাড়া ও পাঁচগাঁও এলাকায় এবং রূপগঞ্জ থানার রাণীপুরা ও কুমারপাড়া গ্রামে বন্যার্ত মানুষের মাঝে চাউল, চিড়া, বিস্কুট, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, পুরাতন কাপড় এবং নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।

জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক নেছার বিন আহমাদ, সাবেক জেলা সভাপতি জনাব তাসলীম সরকার, হাফেয শামসুল হক, হাফেয মা'ছুম, হাফেয ওবায়দুল্লাহ, হাফেয ফযলুল হক, মুহাম্মাদ রুহুল আমীন, মুহাম্মাদ শওকত আলী ও অন্যান্য দায়িত্বশীলগণ ত্রাণ বিতরণে অংশগ্রহণ করেন।

৪. কুষ্টিয়া (পশ্চিম)

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এবং 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া (পশ্চিম) সাংগঠনিক জেলার যৌথ উদ্যোগে গত ৭ সেপ্টেম্বর বন্যাকবলিত ফিলিপনগর এলাকায় খাদেম দারগার আশ্রয় কেন্দ্রের বিপন্ন মানুষের মাঝে চিড়া, মুড়ি, খাবার স্যালাইন, ক্যাপসুল ও ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়।

'আন্দোলন'-এর জেলা সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আমীরুল ইসলাম, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান ও দপ্তর সম্পাদক মুহাম্মাদ যায়েদুল কবীর এবং 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীল কর্মীগণ ত্রাণ বিতরণে অংশগ্রহণ করেন।

৫. টাংগাইল জেলা

গত ৭ ও ৮ই সেপ্টেম্বর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' টাংগাইল জেলা সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মাওলানা নূরুল ইসলাম ও অন্যান্য দায়িত্বশীলগণের সহযোগিতায় স্থানীয় ভবানীপুর-পাতুলী এলাকা পশ্চিম দেলধা, ছাতিহাটি, মীর কুমুল্লী, রামপুর পুরানো বাজার প্রভৃতি এলাকা হ'তে ত্রাণ সাহায্য সংগ্রহ করে বন্যা উপদ্রুত দক্ষিণ তালগাছি পশ্চিম দেলধা, ওমরপুর, ঝাউগাড়া, কাকুয়া মুছল্লীপাড়া, নরসিংহপুর, ডিগ্রী হুগড়া, ঈসাপাশা, স্থলচর প্রভৃতি গ্রামে নৌকাযোগে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। ত্রাণের মধ্যে ছিল গুড়, চিড়া ও মুড়ির প্যাকেট। উল্লেখ্য যে, হাতীবান্ধা পূর্বপাড়া শাখার সভাপতি মুন্সী আলীমুদ্দীন জেলার ত্রাণ তহবিলে ব্যক্তিগতভাবে এক হাযার টাকা দান করেন।

৬. রাজশাহী জেলা

গত ১৫ ই সেপ্টেম্বর হ'তে ২৫ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এবং 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী সাংগঠনিক জেলার যৌথ উদ্যোগে জেলার বন্যাকবলিত হাড়ুপুর এবং বাঘা ও চারঘাট থানার বিভিন্ন এলাকায় দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে ছিল চাউল, পরিধেয় বস্ত্র, নগদ অর্থ ও খাবার স্যালাইন।

ত্রাণ বিতরণে অংশগ্রহণ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বালাদেশ'- এর রাজশাহী জেলা সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদ, সহ-সভাপতি ডাঃ ইদ্রীস আলী, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জনাব এস, এম, আব্দুল লতীফ, রাজশাহী সাংগঠনিক জেলা সভাপতি আব্দুল মুমিন, সাধারণ সম্পাদক হুমায়ূন কবীর, রাজশাহী মহানগরী সভাপতি নাযিমুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক এরশাদ আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মীগণ।

৭. গাজীপুর

ত্রাণ দিয়ে ফেরার পথে আন্দোলন কর্মীর মর্মান্তিক মৃত্যুঃ

গত ১১ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এবং 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাজীপুর সাংগঠনিক জেলার যৌথ উদ্যোগে বাসন ইউনিয়নের বন্যা দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে ফেরার পথে 'আন্দোলন'-এর ভিটিপাড়া শাখার সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। (ইন্নালিল্লাহি.....) মৃত্যুকালে তিনি ৪ বৎসরের ১টি পুত্র ও বিধবা স্ত্রী রেখে যান। উল্লেখ্য যে, নৌকায় আরোহী আন্দোলন ও যুবসংঘের ৭২ জন কর্মীর মধ্যে আরও ১১ জন একই সাথে বিদ্যু স্পৃষ্ট হন। তাঁরা বর্তমানে

চিকিৎসাধীন আছেন। চারজনের অবস্থা গুরুতর। তবে সকলেই বর্তমানে আশংকামুক্ত বলে জানা গেছে।

[আল্লাহ সকলকে আরোগ্যদান করুন ও মৃত ভাইটিকে শাহাদতের মর্যাদা দান করুন এবং তার বিধবা স্ত্রী ও অন্যান্যদেরকে ধৈর্যধারণের তাওফীক দান করুন! আমীন! -সম্পাদক]

অবিলম্বে মুরতাদ তাসলীমাকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করুন

-বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, সহ-সভাপতি এস, এম, আব্দুল লতীফ এবং সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন এক যৌথ বিবৃতিতে কুখ্যাত মুরতাদ তসলীমা নাসরিনকে দেশে আসার সুযোগ করে দেয়ায় আওয়ামী সরকারের প্রতি তীব্র নিন্দা, ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, বার কোটি তাওহীদী জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এবং তীব্র প্রতিবাদের মুখে মুরতাদ তাসলীমা তৎকালীন বিএনপি সরকারের ছত্রছায়ায় এদেশ থেকে পালিয়েছিল। সেই কুখ্যাত তাসলীমাকে দেশে আসার সুযোগ দিয়ে সরকার এদেশের কোটি কোটি তাওহীদী জনতার ঈমান ও আক্বীদার উপর আঘাত হেনে ইসলামের বিপক্ষে অবস্থান নিল।

যুবসংঘের নেতৃবৃন্দ সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, সরকার যদি অনতিবিলম্বে মুরতাদ তাসলীমাকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান না করে, তাহ'লে ১২ কোটি তাওহীদী জনতার পক্ষ থেকে সরকার ও মুরতাদ তাসলীমার সহযোগীদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। তারা সকল মুসলমানকে ইসলামদ্রোহী ও আল্লাহদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে সর্বদা সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

কুখ্যাত মুরতাদ লেখিকা তাসলীমা নাসরীনের বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের তীব্র প্রতিবাদ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা জেলা কর্তৃক আয়োজিত এক যরূরী বৈঠকে বৃহত্তর ঢাকা সাংগঠনিক জেলার আহ্বায়ক জনাব আব্দুছ ছামাদ বলেন, পৃথিবীতে আল্লাহদ্রোহী অনেক অপশক্তি যুগে যুগে মুমিনের ঈমান নষ্ট করার জন্য পায়তারা করেছে। কিন্তু ঐ সকল অপশক্তি আল্লাহ্র শক্তির নিকট পরাজিত হয়ে ফেরাউন ও আবূ জেহেলদের ন্যায় ধ্বংস হয়ে গেছে। ফেরাউন ও আবূ জেহেলদের অনুসারী কুখ্যাত মুরতাদ লেখিকা তাসলীমা নাসরীনও মুসলমানদের মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অবমাননা করতে শংকিত হয়নি। সেই মুরতাদ আবার ক্ষমতাসীন দলের ছত্রছায়ায় ও তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে প্রত্যাবর্তন করায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তিনি বলেন, আল্লাহদ্রোহী এই মুরতাদের যথাযথ বিচার করা না হ'লে আমরা এর সমুচিত জবাব দিতে প্রস্তুত আছি।

তিনি এই মুরতাদের বিরুদ্ধে ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবন ও সম্পদ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আপামর তাওহীদি জনতার প্রতি আহ্বান জানান।

❑ সংগঠন প্রতিবেদক

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১)ঃ জামা'আতবদ্ধভাবে বা সাংগঠনিক নিয়মে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করেন না। বরং একাকী দাওয়াতী কাজ করেন। সকাল-সন্ধ্যা যিকর-আযকারে লিপ্ত থাকেন ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করেন। যারা তাতে উৎসাহ কম দেখান ও সর্বদা জামা'আতী যিন্দেগী যাপন করেন এবং দাওয়াতী কাজে বেশী বেশী অংশ নেন ও ইসলামী আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন, তাদেরকে খারাব নযরে দেখেন। এমতাবস্থায় ঐ একাকী ব্যক্তির পরকালীন মুক্তি সম্ভব কি?

-মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ
রাজপুর, সাতক্ষীরা ও
মুহাম্মাদ সোলায়মান
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তর, লালপুর, নাটোর।

উত্তরঃ ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক মুমিনের জন্য জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা ফরয। এমনকি কোন স্থানে তিনজন মুমিন থাকলেও একজনকে 'আমীর' নির্বাচন করে তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য বজায় রেখে শরীয়ত অনুযায়ী জীবন যাপন করা অতীব যরূরী (আহমাদ, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ)। একাকী ও বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করার বিরুদ্ধে হাদীছে বিভিন্নভাবে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র, আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের মধ্যকার আমীরের'... (নিসা ৫৯)। এখানে 'আমীর' হওয়ার জন্য রাষ্ট্রপ্রধান হওয়াকে শর্ত করা হয়নি। বরং মুসলমান পৃথিবীর যে প্রান্তে, যে অবস্থায় বসবাস করুক না কেন, তাকে একজন আমীরের অধীনে জামা'আতবদ্ধ ভাবে ইসলামী জীবন যাপন করতে হবে। অন্যত্র বলা হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা সর্বদা কল্যাণের দিকে মানুষকে আহবান করবে ও অন্যায় থেকে বিরত রাখবে। বস্তুতঃ তারাই হ'ল সফলকাম' (আলে ইমরান ১০৪)। এখানে মুসলমানকে দলবদ্ধভাবে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধের হুকুম দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি। জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা, আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা, তাঁর আনুগত্য করা, (প্রয়োজনে) হিজরত করা ও আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা। যে ব্যক্তি জামা'আত হ'তে এক বিঘত পরিমান বের হয়ে গেল, তার গর্দান হ'তে ইসলামের গণ্ডী ছিন্ন হ'ল- যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। যে ব্যক্তি মানুষকে

জাহেলিয়াতের দিকে দাওয়াত দেয়, সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভুক্ত হ'ল। যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে ও ধারণা করে যে, সে একজন মুসলিম' (তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত 'ইমারত' অধ্যায়, হাদীছ সংখ্যা ৩৬৯৪)। উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র বিরোধী দাওয়াতকেই 'জাহেলিয়াতের দাওয়াত' বলা হয় (নিসা ৬০; 'ত্বাগূত'-এর ব্যাখ্যায় তাফসীর ইবনে কাছীর)। চাই সে দাওয়াত মুসলমানদের মাধ্যমে আসুক বা অমুসলিমদের মাধ্যমে আসুক।

এক্ষণে যদি কোথাও কোন মুমিন একাকী বাস করেন কিংবা জামা'আত না থাকে, সেখানে মুমিনকে একাকী দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা একাকী হও বা জামা'আতবদ্ধ হও, তরুণ হও বা বৃদ্ধ হও, আল্লাহ্র রাস্তায় বেরিয়ে পড়ো, এবং তোমাদের জানমাল দিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ কর' (তওবা ৪১)। অতএব উপরোক্ত দলীল সমূহের আলোকে বলা যায় যে, ইসলামী জামা'আত মওজুদ থাকা সত্ত্বেও অথবা জামা'আত গঠনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ একাকী বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করেন, তবে তার দাওয়াত বা যিক্র ও ইবাদত তার পরকালীন মুক্তির অসীলা হবে না। অবশ্য আল্লাহ তাঁর বিশেষ রহমতে অতি বড় পাপী বান্দাকেও ক্ষমা করতে পারেন। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রকাশ থাকে যে, ইসলামী জামা'আত বলতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে সার্বিক জীবন পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত জামা'আতকে বুঝায়। ইসলামের নামে শিরক ও বিদ'আতের দিকে আহবানকারী অথবা তার সাথে আপোষকারী কোন সংগঠনকে প্রকৃত অর্থে ইসলামী জামা'আত বলা চলে না। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন,

الجماعةُ ما وافقَ الحقَّ وإنْ كنتَ وَحْدَكَ

'হকপন্থী দলকেই জামা'আত বলা হয়, যদিও তুমি একাকী হও' (ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশ্ক ১৩/৩২২/২, সনদ ছহীহ; আলবানী, মিশকাত, হা/১৭৩ টীকা দ্রঃ)।

প্রশ্ন (২/২)ঃ 'আল্লাহ্র নূরে নবী পয়দা এবং নবীর নূরে সারা জাহান পয়দা' এই উক্তিটি কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে কিরূপ? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সাং সন্যাসবাড়ী,
বান্দাইখাড়া, নওগাঁ

উত্তরঃ খ্যাতনামা ছাহাবী হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) -এর বরাতে রাসূল (ছাঃ)-এর নামে উক্ত মর্মে জাল হাদীছ রটনা করা হয়েছে। হাদীছটি নিম্নরূপঃ

عن جابر قال قلت يا رسول الله أخبرنى عن أول شيئ خلقه الله قبل الاشياء؟ قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره... ولم يكن فى ذلك الوقت لوح ولا قلم ولاجنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا إنس الخ

অনুবাদঃ হযরত জাবের (রাঃ) বলেন যে, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, হে রাসূল! সকল বস্তু সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ সর্বপ্রথম কোন বস্তু সৃষ্টি করেছিলেন? তিনি বল্লেন, হে জাবের! নিশ্চয়ই সকল বস্তু সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ স্বীয় নূর হ'তে তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেন। তারপর সে আল্লাহ্র ইচ্ছামত স্থানসমূহ প্রদক্ষিণ করতে থাকল; যখন লওহ, কলম, জান্নাত, জাহান্নাম, ফিরিশতা, আসমান, যমীন সূর্য, চন্দ্র, জিন, ইনসান কিছুই ছিলনা। অতঃপর যখন আল্লাহ মাখলূক সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলেন, তখন ঐ নূরকে চার ভাগে ভাগ করলেন। এক ভাগ দিয়ে কলম, ২য় ভাগ দিয়ে লওহ, ৩য় ভাগ দিয়ে আরশ সৃষ্টি করলেন। অতঃপর ৪র্থ ভাগকে চার ভাগে ভাগ করে প্রথম ভাগ থেকে আসমানসমূহ, দ্বিতীয় ভাগ থেকে যমীনসমূহ, তৃতীয় ভাগ থেকে জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করলেন। অতঃপর চতুর্থ ভাগকে পুনরায় চার ভাগে ভাগ করে প্রথম ভাগ থেকে মুমিনদের চোখের জ্যোতি, দ্বিতীয় ভাগ থেকে তাদের হৃদয়ের জ্যোতি, তৃতীয় ভাগ থেকে তাদের ভালবাসার জ্যোতি সৃষ্টি করেন। আর তা হ'ল তাওহীদ 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। -মাওয়াহেবুল লা-দুন্নিয়াহ, মুহাম্মাদ বিন আবদুল বাকী আয-যুরক্বানী মালেকীর ভাষ্যসহ (মিসরঃ আযহারিয়া প্রেস, ১৩২৫ হিঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৬-৪৭; গৃহীতঃ আবু মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন, ফিরকাবন্দীর মূল উৎস (ঢাকাঃ রকেট প্রেস, তাবি) ১ম খণ্ড পৃঃ ২০-২২।

অগ্নিউপাসক মজূসীগণ ইসলাম গ্রহণ করে তাদের লালিত আক্বীদা বিশ্বাসের আলোকে জাল হাদীছ সমূহ তৈরী করে মুসলমানদের লালিত তাওহীদ বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছে। ইরানী মজূসীগণ নূরকে সকল সৃষ্টির আদি বলে বিশ্বাস করে। অত্র জাল হাদীছের মাধ্যমে তারা সকল মাখলূক্বাতের আদি হিসাবে নূর-কে সাব্যস্ত করেছে এবং সকল সৃষ্টিকে আল্লাহ্র অংশ হিসাবে দেখাতে চেষ্টা করেছে। ভারতীয় অদ্বৈতবাদ মূলতঃ ইরানী সর্বেশ্বরবাদ (Neo-Platonism) থেকে ধার করা দর্শন। সেকারণ হিন্দুরা বলেন, সকল সৃষ্টিই ব্রহ্মার অংশ। পৃথিবী হ'ল ব্রহ্মাণ্ড। তাদের থেকে ধার করে মুসলমান মারেফতী ছূফী-ফকীরেরা 'খোদার নূরে মুহাম্মাদ পয়দা, মুহাম্মাদের

নূরে সারা জাহান পয়দা' বলে প্রচার করে। তাদের দৃষ্টিতে 'আহমাদ ও আহাদে' কোন পার্থক্য নেই। মূলতঃ এগুলি সবই শিরকী আক্বীদা। পবিত্র কুরআনে রাসূলকে 'বাশার' এবং 'মাটির তৈরী' বলে ঘোষণা করা হয়েছে (কাহাফা ১১০, ইস্‌রা ৯৩, আম্বিয়া ৩৪, হিজ্‌র ২৮ ইত্যাদি)। বিগত যুগের কাফেররা মানুষ নবীর বদলে ফিরিশতা বা নূরের নবী চেয়েছিল (ইস্‌রা ৯৪-৯৫) আজকের যুগের তথাকথিত ছূফীরাও নূরের নবী কল্পনা করে থাকে। এদের ধোকা থেকে দূরে থাকা কর্তব্য।

প্রশ্ন (৩/৩)ঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে উৎসর্গীত কোন হালাল পশু আল্লাহ্‌র নামে যবেহ করে খাওয়া যাবে কি না? যেমন পীর, অলী, দেব-দেবী প্রভৃতির নামে। অনুরূপভাবে কারো নামে উৎসর্গীত নয় এমন হালাল পশু আল্লাহ্‌র নাম না নিয়ে কিংবা অন্য কারো নাম নিয়ে যবেহ করা হলে তার গোশত খাওয়া যাবে কি? অমুসলিমের যবেহকৃত পশুর গোশত খাওয়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ আবুল কাসেম
লক্ষণপুর, ঝিকরগাছা, যশোর।

উত্তরঃ দ্বীন ইসলাম কতক গুলি শারঈ নিয়ম-নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে কিছু কিছু পশুর গোশত খাওয়া হারাম ঘোষণা করেছে এবং বাকী পশুর গোশত খাওয়া হালাল রাখা হয়েছে। যেগুলোকে হালাল রাখা হয়েছে, সেগুলোও বিশেষ অবস্থায় হারাম হয়ে যায়। তবে এর মধ্যে শুধুমাত্র প্রশ্ন সম্পর্কিত বিষয়গুলির জবাব নিম্নে প্রদত্ত হ'ল।-

১। যে সকল পশু আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত হয়, মুখে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে যবেহ করা হলেও ঐ হালাল পশুর গোশত খাওয়া হারাম হয়ে যায় (وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ= মায়েদাহ ৩)।

২। যে সকল পশু গায়রুল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে (তার উদ্দেশ্যে না হলেও) যবেহ করা হয়, সেই সকল পশু হালাল হলেও তার গোশত খাওয়া হারাম হয়ে যায়

(وَ لاَ تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عليه وإِنَّهُ لَفِسْقٌ = আন'আম ১২১)।

৩। যে সকল পশু গায়রুল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ও গায়রুল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে যবেহ করা হয়, তার গোশত খাওয়া হারাম হয়ে যায় (মায়েদাহ ৩, আন'আম ১২১)।

৪। কোন পশু গায়রুল্লাহ্‌র নামে বা উদ্দেশ্যে যবেহ না করা হ'লেও আল্লাহ্‌র নাম নিয়েও যবহ করা হয়নি, তার গোশত খাওয়া হারাম (আন'আম ১২১)।

কুরআনে উল্লেখিত 'গায়রুল্লাহ' দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত সকলকেই বুঝায়। সে দেব-দেবী, মূর্তি-প্রতিকৃত, ভাস্কর্যর, জীব-জড়, বৃক্ষাদি হোক কিংবা নবী, অলী-দরবেশ, পীর-ফকীর, গাউছ-কুতুব যে-ই হৌন। 'যে জন্তু বেদীতে যবেহ করা হয়েছে সেই জন্তুর গোশত খাওয়া হারাম' (মায়েদাহ ৩)। চাই জন্তুটি হারাম হৌক বা হালাল হৌক। যবেহ কারী মুসলিম হৌক বা অমুসলিম হৌক। আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে হৌক বা অন্য কারো নাম উচ্চারণ করে যবেহ করা হৌক। উক্ত আয়াতটি হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে সকল অবস্থাকেই শামিল করে।

'বিসমিল্লাহ' বিহীন যবহ জায়েয হওয়ার পক্ষে অনেকে আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি পেশ করে থাকেন। যেমন 'কিছু লোক এসে একদা রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, হে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! এখানে কিছু লোক আছে, যারা সবেমাত্র শিরক পরিত্যাগ করে নতুন মুসলমান হয়েছে। তারা আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে। জানিনা তারা 'বিসমিল্লাহ' বলেছিল কি-না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা 'বিসমিল্লাহ' বলে খেয়ে নাও' (বুখারী, মিশকাত' শিকার ও যবহ' অধ্যায় হা/৪০৬৯)। উক্ত হাদীছে মুশরিকদের যবেহকৃত পশু হালাল হওয়ার যেমন দলীল নেই, তেমনি 'বিসমিল্লাহ' ব্যতীত যবহ হালাল হওয়ারও কোন দলীল নেই। কেননা ঐ নওমুসলিমগণ নিশ্চিতভাবে ও ইচ্ছাকৃতভাবে 'বিসমিল্লাহ' বলেননি, এমন কোন কথা ঐ হাদীছে নেই। তাছাড়া এখানে খাওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলার নির্দেশ এসেছে এবং ঘটনাটি মদীনার। অথচ 'বিসমিল্লাহ' ব্যতীত যবহকৃত পশু খেতে নিষেধাজ্ঞার আয়াত পূর্বেই নাযিল হয়েছে মক্কায় (সূরা আন'আম ১২১)। অতএব তাদের এই যুক্তি সঠিক নয়।

কোন মুসলিম যবেহ করার সময় যদি ইচ্ছা করেই 'বিসমিল্লাহ' বর্জন করে, তবে পবিত্র কুরআনের উল্লেখিত আয়াতের আলোকে সেই পশুর গোশত খাওয়া বৈধ নয়। আর যদি কোন মুসলিমের যবেহকৃত পশুর বিষয়ে অবগত না হওয়া যায় যে, সে যবেহ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করেছে কি-না?, তবে মুমিনের উপরে সু ধারণা রাখার ভিত্তিতে (যে সে বিসমিল্লাহ বলেছে) ও উল্লেখিত হাদীছের আলোকে 'বিসমিল্লাহ' বলে উক্ত গোশত খাওয়া নিঃসন্দেহে বৈধ।

প্রশ্ন (৪/৪)ঃ কোন ছোট বকনা বাছুর কাউকে এই শর্তে প্রদান করা যে বাছুরটিকে গর্ভ প্রসব করা পর্যন্ত পালন করতে থাকবে। অতঃপর বকনা পালনকারী সেই বকনা গাভী ও তার দুধ সহ নব জাতক বাছুরটির অর্ধেক ভাগ পাবে। যাকে 'ভাগ রাখালী' বলা হয়। এরূপ গরু ও

বাছুরের ভাগ রাখালী শরীয়তে জায়েয কি-না? কুরআন ও হাদীছ থেকে সমাধান দিলে খুশী হব।

-মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান
বোয়ালমারী, ফরিদপুর।

উত্তরঃ দ্বীন ইসলামে হালাল বিষয়ে মজুরীর বিনিময়ে শ্রমদানকে সামগ্রিক ভাবে বৈধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য ব্যবসাকে হালাল করেছেন' (বাক্বারাহ ১৭৫)। মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'সকল নবী ছাগল চরিয়েছেন। আমিও ক্বীরাত সমূহের বিনিময়ে ছাগল চরাতাম'। -বুখারী ১ম খণ্ড পৃঃ ৩০১। যেহেতু লালন-পালনের জন্য ভাগ-রাখালীতে বকনা বাছুর প্রদানের বিষয়টিও এই ব্যবসা ও মজুরীর বিনিময়ে শ্রম দান -এর অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু এটি নিঃসন্দেহে জায়েয।

অন্যদিকে এসব বিষয় হচ্ছে মু'আমালাত -এর অন্তর্ভুক্ত। মু'আমালাত বা বৈষয়িক ব্যাপার সমূহে শারঈ মূল নীতি হ'ল এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত শারঈ বাধা-নিষেধ প্রমাণিত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিষয়টি জায়েযের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যেহেতু উল্লেখিত 'ভাগ-রাখালী' বিষয়ে শারঈ নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত নয়, সেহেতু উক্ত (গরু ও বাছুরের ভাগ-রাখালী) বিষয়টি জায়েয সাব্যস্ত হচ্ছে।

প্রশ্ন (৫/৫)ঃ জানাযার ছালাতে পায়ে পা মিলাতে হবে কি? এবং জুতা পায়ে দিয়ে জানাযার ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-সাঈদুর রহমান ইবনে শাহীনুর
বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ফরয ছালাত ব্যতীত বেশ কিছু নফল ছালাত রয়েছে, যা রাসূল (ছাঃ) জামা'আত সহকারে আদায় করতেন। যেমন- ঈদায়েন, ইস্তিস্ক্বা, চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ, জানাযার ছালাত ইত্যাদি। জামা'আত শুরু করার পূর্বে তিনি কাতার সোজা করে কাঁধে কাঁধ মিলায়ে ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়াতে বলতেন। -বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯৮ পৃঃ। কাজেই জানাযার ছালাত লাইন সোজা করে কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে আদায় করা বিধি সম্মত।

জুতা যদি পরিষ্কার থাকে এবং কোন অপবিত্রতা লেগে না থাকে, তাহ'লে ফরয-নফল সকল প্রকার ছালাত আদায় করা যায়। সাঈদ ইবনে ইয়াযীদ আল-আযদী বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (ছাঃ) কি তাঁর দুই জুতা পরে ছালাত আদায় করতেন। তিনি বললেন, জি। -বুখারী ১ম খণ্ড ৫৬ পৃঃ। কাজেই জানাযার ছালাত পবিত্র জুতা পরে আদায় করা যায়।

প্রশ্ন (৬/৬)ঃ মসজিদে ঢুকে যে সালাম দেয়া হয়, তা মসজিদে প্রবেশের দো'আ পড়ার পূর্বে না পরে? ছালাত অবস্থায় সালাম দিলে কিভাবে উত্তর দেয়া হবে।

-আব্দুস সালাম
পুটিহার, দিনাজপুর।

উত্তরঃ সালাম দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা সুন্নাত নয় বরং দো'আ পড়ে মসজিদে প্রবেশ করা সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন, তখন বলতেনঃ 'আল্লা-হুম্মাফ্ তাহ্লী আবওয়া-বা রাহমাতিকা' (মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৩)।

তবে মসজিদে কোন মুছল্লী থাকলে তাকে লক্ষ্য করে সালাম দেয়া যায়। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান কর'। -বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ৩৯৭ পৃঃ। একদা এক ব্যক্তি ছালাত শেষে রাসূল (ছাঃ)-কে মসজিদে দেখলে সালাম প্রদান করেন। -বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ৭৫ পৃঃ। কাজেই মসজিদের মুছল্লীকে সালাম দেয়া বিধি সম্মত।

ছালাত অবস্থায় কেউ সালাম দিলে হাত অথবা আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতে হবে। জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদা আমাকে কোন প্রয়োজনে পাঠান। অতঃপর (আমি ফিরে আসলে) তাঁকে ছালাত অবস্থায় পাই এবং সালাম প্রদান করি। তিনি আমার দিকে ইশারা করেন। -মুসলিম। আঙ্গুল, হাত ও মাথা দ্বারা ইশারা করার প্রমাণে হাদীছগুলি ছহীহ। -যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ২৬৬ পৃঃ টীকা।

প্রশ্ন (৭/৭)ঃ মসজিদের জায়গা সংকুলান না হওয়ায় মসজিদ স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এখন পুরাতন মসজিদের জায়গা বিক্রয় করা যাবে কি?

-আবূবকর বিন ইসহাক
কালিকাপুর, ঘোষগ্রাম
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ কারণ বশতঃ মসজিদ স্থানান্তর করলে পূর্বের জায়গা বিক্রি করা যাবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ মসজিদে ব্যয় করতে হবে। ওমর (রাঃ)-এর যুগে কুফার দায়িত্বশীল ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)। একদা মসজিদ হ'তে বায়তুল মাল চুরি হ'লে সে ঘটনা ওমর (রাঃ)-কে জানানো হয়। তিনি মসজিদ স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন। ফলে মসজিদ স্থানান্তরিত করা হয় এবং পূর্বের স্থান খেজুর বিক্রির বাজারে পরিণত হয়। -ফৎওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১ খণ্ড ২১৭ পৃঃ। একদা ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল মসজিদ বিক্রি করে অর্থ অন্য মসজিদে লাগানো যায় কি? তিনি বললেন, যদি মসজিদ আবাদকারী কেউ না থাকে, তাহ'লে মসজিদের স্থান বিক্রি করে অর্থ অন্য স্থানে ব্যয় করাতে কোন দোষ নেই। -ফৎওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১ খণ্ড ২১৬ পৃঃ।

প্রশ্ন (৮/৮)ঃ বিড়ি, সিগরেট, আলাপাতা, জর্দা এবং যে সমস্ত হালাল দ্রব্যে মেয়েদের অর্ধ নগ্ন ছবি থাকে, যেমন আয়না, সাবান, মাজন, পাউডার ইত্যাদি। এই ধরনের দ্রব্যাদির ব্যবসা করা জায়েয হবে কি?

-মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম
পুটিহার, ভাদুরিয়া
দিনাজপুর।

উত্তরঃ বিড়ি, সিগারেট, আলাপাতা, জর্দা এবং এ ধরনের যত নোংরা খাওয়া ও পান করার বস্তু রয়েছে সবই অবৈধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আপনি বলুন, তোমাদের জন্য সব পরিচ্ছন্ন বস্তু হালাল করা হ'ল' (মায়েদা ৪)। অন্যত্র তিনি বলেন, 'রাসূল তাদের জন্য পরিচ্ছন্ন (ত্বাইয়িব) বস্তু হালাল করেন এবং নোংরা (খাবীছ) বস্তু হারাম করেন' (আ'রাফ ১৫৭)।

মূর্তি ও ছবির প্রতি ইসলাম খুবই কঠোরতা আরোপ করেছে। কারণ মূর্তি ও ছবি হচ্ছে মানুষের আক্বীদা ও চরিত্র ধ্বংসের মূল। মূর্তি হ'ল শিরকের উৎস। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তারা বলল তোমরা কোন অবস্থাতেই তোমাদের উপাস্যদেরকে কখনই পরিত্যাগ কর না'। তোমরা অদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়া'উক্ব ও নাসরকে কখনই পরিত্যাগ করনা' (নূহ ২৪)। উল্লেখিত আয়াতে মূর্তির নাম ও তার পূজা করার কথা পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে। এরা সৎ লোক ছিল। পরে তাদের মূর্তি বানিয়ে পূজা করা হ'ত। বর্তমানে বিভিন্ন উপায়ে মূর্তি ও ছবির পূজা করা হচ্ছে। আর ছবি যে কিভাবে যুবক-যুবতীদের চরিত্র নষ্ট করছে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। রাস্তা-ঘাট, বাড়ী-ঘর পূর্ণ হয়ে আছে নগ্ন, অর্ধ নগ্ন ছবিতে। বিশেষ করে মহিলাদের ছবি বই-পুস্তক, নাটক, সিনেমা, টেলিভিশন, ভিসিআর-এর নীল ছবি সমূহে। রাসূল (ছাঃ) ছবির পরিণতি খুবই ভয়াবহ বলেছেন। যেমন আবু ত্বালহা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ঐ ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করেনা, যে ঘরে ছবি ও কুকুর থাকে'। -বুখারী, মুসলিম, মেশকাত ৩৮৫ পৃঃ। কাজেই এইরূপ ব্যবসা হ'তে বিরত থাকতে হবে অথবা ছবির মাথা কেটে দিতে হবে কিংবা ঢেকে বা উল্টিয়ে রাখতে হবে।

প্রশ্ন (৯/৯)ঃ একটি মেয়ের বিবাহ হওয়ার ছয় মাস পর তার সন্তান প্রসব হয়েছে এবং সে মেয়ে স্বীকার করেছে যে, এ সন্তান অন্যজনের। এখন স্বামী তার স্ত্রীকে নিতে পারবে কি?

-আব্দুল মতীন
মেন্দীপুর, বগুড়া।

উত্তরঃ ব্যভিচার দ্বারা গর্ভবতী হ'লে তার বিবাহ সম্পাদন করা যায়। হযরত ওমর (রাঃ) গর্ভবতী মহিলার বিবাহ বৈধ হওয়ার ফৎওয়া প্রদান করেন এবং কোন ছাহাবী তাঁর বিরোধিতা করেননি। -মুহাল্লা ৯ম খণ্ড ১৫৭ পৃঃ মাসআলা নং ১৮৬৯; ফৎওয়া নাযীরিইয়াহ ২য় খণ্ড ৪৭০। তবে যার দ্বারা গর্ভ হয়েছে, তার সাথে বিবাহ হ'লে সে যৌন সম্ভোগ করতে পারে। কিন্তু অন্যত্র বিবাহ হ'লে ঐ স্বামী সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত যৌন সম্ভোগ করতে পারে না। -মুহাল্লা ৯ম খণ্ড ১৫৬ পৃঃ। অতএব উক্ত বিবাহ বৈধ থাকবে। স্বামী তার স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারবে।

প্রশ্ন (১০/১০)ঃ আমি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে মসীহ জামা'আতের বই, পত্রিকা ও ইঞ্জিল পড়তে ইচ্ছুক। পড়া যাবে কি? সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহসিন বিন আফতাব
কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদরাসা,
পোঃ কেঁড়াগাছি, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ইসলামী জ্ঞান অর্জন করার জন্য কুরআন-হাদীছ ব্যতীত অন্য কোন নবীর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব পড়া জায়েয হবে না। রাসূল (ছাঃ) শুধুমাত্র কুরআন ও হাদীছকেই উত্তম কিতাব ও উত্তম আদর্শ বলেছেন। -মুসলিম, মিশকাত ২৭ পৃঃ। অন্য কোন ধর্মের কিতাবকে সেখানে উল্লেখ করা হয়নি। রাসূল (ছাঃ) শুধুমাত্র কুরআন ও সুন্নাহ্কে আকড়ে ধরতে বলেছেন এবং অন্য কিছু গ্রহণ করাকে পথভ্রষ্টতা বলেছেন (মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত ৩১ পৃঃ)। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা যার প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাকে কুরআন ও হাদীছের জ্ঞান দান করেন'। -বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ৩২ পৃঃ। ইয়াহুদ ও নাছারাদের কিতাবের ভাল কথাও আমাদের জন্য গ্রহণীয় নয়। জাবের (রাঃ) বলেন, একদা ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আসেন এবং বলেন, ইয়াহুদীদের কতগুলি কথা আমাদের পসন্দ লাগে, আমরা কি ঐগুলি লিখে নিব? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরাও কি পথহারা হচ্ছ যেমন ইয়াহুদ ও নাছারারা পথহারা হয়েছে? মনে রেখো আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট ও উজ্জ্বল দ্বীন নিয়ে এসেছি। যদি আজ মূসা (আঃ) বেঁচে থাকতেন, তাহ'লে আমার অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর থাকত না। -আহমাদ, বায়হাক্বী, সনদ হাসান; 'ঈমান' অধ্যায় মিশকাত হা/১৭৭, পৃঃ ৩০।

তবে কারণ বশতঃ তাদের ভাষা ও তাদের কিতাব অধ্যয়ন করা যায়। যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বলেন,-রাসূল (ছাঃ) আমাকে ইয়াহুদীদের ভাষা শিক্ষা করার আদেশ দেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে রাসূল (ছাঃ) আমাকে ইয়াহুদীদের পত্রলিখন পদ্ধতি শিক্ষা করার আদেশ করেন। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'পত্রালাপ সংক্রান্ত ব্যাপারে ইয়াহুদীদের দিক হ'তে আমি নিরাপত্তাহীন'। যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বলেন,

অর্ধ মাসের মধ্যে আমি ইয়াহুদীদের ভাষা শিখে ফেললাম। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) যখন কোন ইয়াহুদীকে চিঠি লিখতেন তখন আমি লিখতাম। আর কোন ইয়াহুদী যখন তাঁর নিকট চিঠি লিখত, তখন সেই চিঠি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট পড়তাম। -তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত, হা/৪৬৫৯ 'আদব' (সালাম) অধ্যায়, ৩৯৯ পৃঃ।

প্রশ্ন (১১/১১)ঃ জান্নাতে পুরুষদেরকে ৭২ টি হুর দেয়া হবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বামী যদি জাহান্নামী হয়, আর স্ত্রী জান্নাতী হয়, তাহ'লে ঐ স্ত্রীকে জান্নাতে কি দেয়া হবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বামী আগে মারা গেল, ঐ বিধবা স্ত্রী পরে ২/৩ জায়গায় বিবাহ করল কিংবা স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা হওয়ায় অন্যত্রে বিবাহ করল। তারা সকলেই যদি জান্নাতে যায়, তাহ'লে ঐ স্ত্রী কোন স্বামীর অধীনে থাকবে।

-মিসেস হালীমা বেগম
বাজেধনেশ্বর, আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ সকল মুসলমানের মনে রাখা আবশ্যক যে, জান্নাত এত সুখ, ভোগবিলাস ও আনন্দের স্থান, যা মানুষের অন্তর কোনদিন কল্পনাও পারবেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'জান্নাতীদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র এবং তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়' (যুখরুফ ৭১)। সেখানে মহিলা ও পুরুষের শান্তির লক্ষ্যে স্বামী-স্ত্রীর ব্যবস্থা করা হবে (দুখান ৫৪)।

একজন মহিলার যদি কারণ বশতঃ কয়েকজন স্বামী হয়, আর সবাই যদি জান্নাতী হয়, তাহ'লে ঐ মহিলা শেষের স্বামীর সাথে থাকবে। মায়মূন বিন মিহরান বলেন, মু'আবিয়া (রাঃ) দারদার মাতাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তার মাতা তাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, আমি আবু দারদাকে বলতে শুনেছি রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মহিলা (জান্নাতে) তার শেষ স্বামীর সাথে থাকবে। আর আমি আবু দারদার পরিবর্তে অন্য কাউকে চাইনা'। -আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ-ছাহীহা হা/১২৮১।

প্রশ্ন (১২/১২)ঃ আমাদের দেশে বিবাহের পূর্বে বর ও কনেকে হলুদ মাখানো হয় এবং উভয় পক্ষের মহিলা উভয়কে হলুদ মাখাতে যায়। বিবাহের কয়েক দিন পূর্ব হ'তে রাত দিন গান গাওয়া ও নৃত্য পরিবেশন করা হয়। বর ও কনের ভাগ্য যাচাইয়ের জন্য ফুরল ভাসানো হয়। এছাড়াও বরের সঙ্গে কোল ধরা ও কনের সঙ্গে আগরনী থাকে। তাদেরকে নতুন জামা কাপড় দিয়ে সমাদর করতে হয়। উল্লেখিত রেওয়াজগুলি শরীয়ত সম্মত কি? কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আতাউর রহমান
নয়াপাড়া, ঘোড়াঘাট
দিনাজপুর।

উত্তরঃ বিবাহের সময় বর ও কনে হলুদ মাখতে পারে। আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী (ছাঃ) আব্দুর রহমান ইবনে আউফের (শরীরে) হলুদ রং -এর চিহ্ন দেখে বললেন, একি? আব্দুর রহমান উত্তর দিলেন, আমি জনৈকা মহিলাকে একটি খেজুরের বীজ সমপরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে বিবাহ করেছি। নবী (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত নাযিল করুন। ওলীমার ব্যবস্থা কর যদি তা একটি ছাগল দ্বারাও হয়। -বুখারী ২য় খণ্ড, ৭৭৪ পৃঃ, 'বরের জন্য হলুদ রং' অধ্যায়।

তবে উভয়কে উভয় দিকের মহিলা হলুদ মাখাতে পারে না। ইহা একেবারেই অবৈধ। কারণ একজন পুরুষের শরীরে অপর কোন বেগানা মহিলা হাত লাগাতে পারেনা। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মহিলারা পর্দানশীন বস্তু। -তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১০৯, ২৬৯ পৃঃ।

মহিলারাও অন্য মহিলার শরীরে হলুদ মাখাতে পারেনা। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন মহিলা কোন মহিলার সাথে খালি শরীরে মিলিত হ'তে পারে না। কেননা তারা স্বামীর সামনে উক্ত মহিলার বিবরণ দিবে। তখন তার স্বামী যেন তাকে দেখবে। -বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২৬৮ পৃঃ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন মহিলা কোন মহিলার আবৃত অংশের প্রতি লক্ষ্য করতে পারেনা'। -মুসলিম ও মিশকাত ২৬৮ পৃঃ। উক্ত হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন মহিলা কোন মহিলার অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করতে কিংবা স্পর্শ করতে পারে না। আর হলুদ মাখা অর্থ হলুদ দ্বারা শরীর ডলে দেয়া যা কোনক্রমেই বৈধ হ'তে পারেনা। সুতরাং কনে নিজেই হলুদ মাখবে অথবা ছোট বালিকা দ্বারা মেখে নিবে অথবা মুহরাম মহিলা (মা, বোন, খালা, দাদী, নানী প্রমুখ) মাখাতে পারেন।

কোন কোন এলাকায় বিবাহের কয়েক দিন পূর্বে 'থুবড়া' করা হয়। 'থুবড়া' অর্থ গ্রামের যুবতী মেয়েরা বর ও কনের পিতার বাড়ীতে একত্রিত হ'য়ে গান গাওয়া শুরু করে এবং গানের মাধ্যমে বর ও কনেকে খাওয়ানোর অনুষ্ঠান করে। সেই রাত্রে গ্রামের মহিলা ও পুরুষ একত্রিত হয় এবং গায়িকারা বর ও কনের মুখে কাপড় দিয়ে মুখ বন্ধ করে ধরে বসে থাকে এবং বর ও কনের সামনে মিঠাই থাকে। গ্রামবাসী পরস্পর তাদের সামনে এসে টাকা প্রদান করলে তাদের মুখ খুলে দেওয়া হয় এবং উপস্থিত জনগণ বর ও কনের মুখে মিঠাই তুলে দেয়। এই গান ও খাওয়ার অনুষ্ঠান প্রায় সারা রাত চলতে থাকে। এমনকি সেই দিন হ'তে বিবাহের দিন পর্যন্ত মহিলাদের গান ও নৃত্য চলতে

থাকে। বিশেষ করে বিবাহের রাত্রে যুবক-যুবতীরা রং, জরি, কাদা ও কালি ছিটিয়ে কাপড় নষ্ট করে। পরস্পর এঘরে ওঘরে দৌড়াদৌড়ি করে এবং সারা রাত্রি নাচ-গান হ'তে থাকে। এসব কর্ম শরীয়তে কোন ক্রমেই বৈধ হ'তে পারেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'যারা মানুষকে আল্লাহ্র রাস্তা হ'তে সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে গান-বাজনা বা খেল-তামাশা ক্রয় করে অজ্ঞতাবশতঃ এবং এগুলি ঠাট্টা হাসি মনে করে, এদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি' (লোকমান ৬)।

বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পরও বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্নভাবে শরীয়ত পরিপন্থী কাজ হয়ে থাকে। যেমনঃ

(১) কোন কোন এলাকায় বিবাহের পর পরই দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে বলা হয়। এইরূপ ছালাত বিদ'আত। এই ছালাত রাসূল (ছাঃ) হ'তে প্রমাণিত নয়।

(২) আবার কোন এলাকায় বিবাহের পর কনে বরের বাড়ী গেলে বিভিন্নভাবে বর ও কনের ভাগ্য পরীক্ষা করা হয়। যেমন দু'টি পানি ভর্তি কলসে আংটি নিক্ষেপ করে বর ও কনেকে খুঁজতে লাগানো হয়। যে আগে পাবে সে ভাগ্যবান। আবার কোথাও 'ফুলর' ভাসানো হয়। অথচ কার ভাগ্যে কি আছে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

(৩) বিবাহের পর কনে শ্বশুর বাড়ী গেলে বিভিন্ন পদ্ধতিতে গ্রামের লোক কনের মুখ দর্শন করে। আবার অনেকেই নতুন মুখ দেখে টাকা প্রদান করে। অথচ রাসূল (ছাঃ) মহিলাদের দিকে তাকাতে নিষেধ করেছেন। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে মহিলাদের দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে চক্ষু ফিরিয়ে নেয়ার আদেশ করেন। -মুসলিম, মিশকাত ২৬৮ পৃঃ।

(৪) নতুন বর শ্বশুর বাড়ী গেলে কোন কোন এলাকায় শালা-শালী ও সমন্দীর স্ত্রী বরের খাওয়ার সময় ও খাওয়া শেষে হাত ধুয়ে দেয় এবং বিভিন্ন অবৈধ পন্থায় বরের সমাদর করা হয়। এই সব কর্ম শরীয়তে বৈধ নয়।

(৫) আজকাল বিয়েতে উপঢৌকন প্রদান রীতিমত রেওয়াজে পরিণত হ'য়ে গেছে। বরং উপঢৌকনের প্রতিযোগিতা হ'য়ে থাকে। ফলে তুলনামূলক গরীব আত্মীয়গণ ঐসব অনুষ্ঠানে নিজেদেরকে ছোট মনে করে থাকেন। অতএব উপঢৌকন প্রদান শরীয়তে নিষিদ্ধ না হ'লেও প্রচলিত অন্যায় রীতি প্রতিরোধের জন্য উপঢৌকন প্রদান বন্ধ করা উচিত। এতে বিয়ের পবিত্রতা ফিরে আসবে। ধনী-গরীব সকল আত্মীয় ও বন্ধু স্বস্তি পাবে ও আন্তরিকভাবে বর কনের জন্য দো'আ করবে।

(৬) এছাড়া গেইট ধরা, দোর ধরা, কোল ধরা, গালে ক্ষীরের নামে মুহরাম-গায়ের মুহরাম সকলে ভিড় করা ও টাকা দেওয়া বা টাকা আদায় করা প্রভৃতি ছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন কুসংস্কার চালু আছে। এগুলো থেকে পরহেয করা অত্যন্ত যরূরী। যেকোন মূল্যে বিবাহকে সহজ-সরল ও শরীয়ত সম্মত পবিত্র অনুষ্ঠানে পরিণত করার জন্য ঈমানদার ও সচেতন ভাই-বোনদের এগিয়ে আসা অপরিহার্য।

প্রশ্ন (১৩/১৩)ঃ ছালাত আদায়ের সময় আমি মনে করি সামনে আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছি বা আল্লাহ আমাকে দেখছেন। তবুও দুনিয়ার আজে-বাজে চিন্তা আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায়। এতে আমার ছালাত হবে কি?

-খলীলুর রহমান

হাবাসপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আজে-বাজে চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খেলেও ছালাত হবে। ওছমান বিন আবুল আছ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! শয়তান আমার এবং আমার ছালাত ও ক্বিরাআতের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং ছালাতে গোলমাল লাগিয়ে দেয়। রাসূল (ছাঃ) বললেন, সে একটা শয়তান তাকে 'খিনযাব' বলা হয়। যখন তুমি তার উপস্থিতি অনুভব করবে, তখন তার থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করবে ও বাম দিকে তিন বার থুক মারবে। ওছমান (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি এরূপ করলে আল্লাহ তা'আলা আমা হ'তে বাজে চিন্তা দূর করে দেন'। -মুসলিম, মিশকাত ১৯ পৃঃ। এই চিন্তা দূর করার বড় হাতিয়ার হ'ল এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা এবং শয়তানকে বলা যে, যাও আমি ছালাত পূর্ণ করিনি, তাতে কি হ'ল। তবে মানুষের মনোযোগ অনুপাতে ছালাতের নেকী কম-বেশী হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয় বান্দা ছালাত আদায় করে ও তার জন্য ছালাতের নেকী লিখা হয় দশমাংশ, নবমাংশ, অষ্টমাংশ, সপ্তমাংশ, ষষ্ঠাংশ, পঞ্চমাংশ, চতুর্থাংশ, তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ' (আলবানী, ছহীহ আবুদাঊদ, হাদীছ নং ৭৬১)।

উক্ত হাদীছ প্রমাণ করে যে, যিনি যত একমুখী ও একনিষ্ঠ হয়ে ছালাত আদায় করবেন, তিনি তত বেশী নেকীর অধিকারী হবেন।

প্রশ্ন (১৪/১৪)ঃ আমাদের গ্রামের কিছু যুবক ছেলের ফোঁটা ফোঁটা পেশাবের দোষ আছে। অনেক ঔষধ খেয়েছে কোন কাজ হয়নি। এমতাবস্থায় ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি?

-খলীলুর রহমান

হাবাসপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ যথা সম্ভব চিকিৎসা করার পরও যদি কারো ছালাত অবস্থায় পেশাব আসে, তাহ'লে তার ছালাতের কোন ক্ষতি হবেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহ্কে ভয় কর, কথা শোন ও আনুগত্য কর' (তাগাবুন ১৬)। একদা কোন এক ব্যক্তি সাঈদ বিনুল মুসাইয়িব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি 'মযী' অর্থাৎ তরল পদার্থের ভিজা অনুভব করি। আমি কি ছালাত ছেড়ে দিব? তিনি তাকে বললেন, আমার উরুর উপর দিয়ে 'মযী' প্রবাহিত হয়। তবুও আমি ছালাত পরিত্যাগ করিনা, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা পূর্ণ করি' (মুওয়াত্তা, হাদীছ নং ৫৬)। 'মুস্তাহাযা' মহিলা কিংবা ফোঁটা ফোঁটা পেশাব অথবা সর্বদা বায়ু আসে এমন মহিলা ও পুরুষ প্রত্যেক ছালাতের জন্য ওযু করলেই ছালাত হয়ে যাবে (সাইয়িদ সাবিক্, ফিকহুস সুন্নাহ 'ইস্তিহাযা' অধ্যায়... ১ম খণ্ড ৬৮ পৃঃ)।

প্রশ্ন (১৫/১৫)ঃ ছালাতের শেষে তাশাহহুদ ও দরূদ পড়ার পর দো'আয়ে মাছূরা পড়া হয়। ঐ সাথে 'রাব্বিশ্ রাহ্লী' হ'তে ক্বাউলী' পর্যন্ত পড়া যায় কি? কিংবা অন্য দো'আ পড়া যায় কি?

-মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
দশম শ্রেণী
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী

উত্তরঃ ছালাতের শেষে তাশাহহুদ, দরূদ ও দো'আয়ে মাছূরা পড়ার পর সালাম ফিরানোর পূর্ব পর্যন্ত ইচ্ছামত যেকোন দো'আ পড়া যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাদের তাশাহহুদ শিখান এবং বলেন, অতঃপর সে তার ইচ্ছামত দো'আ বাছাই করে নিবে ও পড়বে। -বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ৮৫ পৃঃ। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) তাশাহহুদের পর একটি দো'আ শিখাতেন এবং কুরআনের এই আয়াতটি শিখাতেন- 'রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্ইয়া হাসানাতাঁও....' (বাক্বারাহ ২০১)। -বুখারী, ফৎহুলবারী 'আযান' অধ্যায়, তাশাহহুদের পরে ইচ্ছামত দো'আ' পরিচ্ছেদ ২/৩৭৩-৭৪।

কাজেই প্রশ্নে উল্লেখিত সূরা ত্বা-হা ২৫ হ'তে ২৮ আয়াতগুলি সালামের পূর্বে পড়া যায়। প্রকাশ থাকে যে, রুকু ও সিজদায় কুরআন শরীফ পড়া নিষেধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমাকে রুকু ও সিজদায় কুরআন পড়তে নিষেধ করা হয়েছে'। -মুসলিম, মিশকাত ৮২ পৃঃ।

প্রশ্ন (১৬/১৬)ঃ কুরআনের ছেঁড়া পাতা কিভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। পুড়িয়ে ফেলা বা মাটির নিচে পুঁতে রাখা বৈধ হবে কি?

তাওহীদুয্ যামান
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ কুরআন শরীফ বা কুরআন শরীফের কোন পাতা তেলাওয়াত করার অনুপযুক্ত হ'লে তাকে পুড়িয়ে ফেলা বিধি সম্মত। মাটিতে পুঁতে রাখা বা পানিতে নিক্ষেপ করার দলীল পাওয়া যায় না। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, হুযায়ফা বিনুল ইয়ামান (রাঃ) খলীফা ওছমান গণী (রাঃ) -এর নিকট মদীনায় আগমন করেন। তখন তিনি ইরাকীদের সাথে থেকে আর্মেনিয়া ও আযারবাইজান জয় করার জন্য শামবাসীদের সাথে যুদ্ধ করছিলেন। লোকেদের বিভিন্ন রীতিতে কুরআন পাঠ করার বিষয়টি হুযায়ফাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। হুযায়ফা ওছমান গণী (রাঃ)-কে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! ইহুদী ও নাছারাদের ন্যায় আল্লাহ্র কিতাবে বিভিন্নতা সৃষ্টি করার পূর্বে আপনি এই জাতিকে রক্ষা করুন। তখন ওছমান (রাঃ) হাফছা (রাঃ)-এর নিকট বলে পাঠালেন, আপনার নিকট রক্ষিত কুরআনের কুরায়শী ক্বিরাআতের মূল খণ্ড সমূহ আমাদের নিকট পাঠান। আমরা উহা বিভিন্ন মাছহাফে অনুলিপি করে আপনাকে ফিরিয়ে দিব। হাফছা (রাঃ) উহা ওছমান (রাঃ)-এর নিকট পাঠালেন। ওছমান (রাঃ) তখন ছাহাবী যায়েদ বিন ছাবেত, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের, সাঈদ বিনুল আছ ও আব্দুল্লাহ বিন হারেছ বিন হেশামকে অনুলিপি করতে আদেশ দিলেন। সে মতে তাঁরা বিভিন্ন মাছহাফে উহার অনুলিপি করলেন। সে সময় ওছমান (রাঃ) কুরাইশী তিন জনকে বলেছিলেন, যখন কুরআনের কোন স্থানে যায়েদের সাথে আপনাদের মতভেদ হবে, তখন আপনারা কুরাইশদের রীতিতে লিপিবদ্ধ করবেন। কেননা কুরআন মূলতঃ তাদের রীতিতেই নাযিল হয়েছে। তাঁরা সে মতে কাজ করলেন। অবশেষে যখন তাঁরা সমস্ত ছহীফা বা খণ্ড বিভিন্ন মাছহাফে অনুলিপি করলেন, তখন ওছমান (রাঃ) মূল ছহীফা সমূহ হাফছার নিকট ফেরত পাঠালেন এবং তাঁরা যা অনুলিপি করেছিলেন, তার এক এক কপি রাজ্যের এক এক এলাকায় পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর বাকী ছহীফা বা মাছহাফে লেখা কুরআন সমূহকে জ্বালিয়ে দেয়ার আদেশ দিলেন। -বুখারী, মিশকাত ১৯৩ পৃঃ।

প্রশ্ন (১৭/১৭)ঃ মসজিদের জমি ওয়াক্ফ করা আছে। কিন্তু মসজিদের কর্তৃপক্ষ খাজনা দেয়না। এই মসজিদে ছালাত জায়েয হবে কি?

-আব্দুল আলীম
৯ম শ্রেণী
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'মসজিদ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হ'ল সিজদার স্থান। শারঈ পরিভাষায় যে স্থান ছালাত আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তকে 'মসজিদ' বলে (মিশকাত ৬৭ পৃঃ ১০ নং টীকা)। কোন স্থানকে মসজিদে পরিণত করতে

হ'লে মসজিদের জমি ও মসজিদের যাতায়াত পথ অন্যের অধিকার থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত করা অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মসজিদ সমূহ কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে আহবান কর না' (জিন ১৮)। কাজেই মসজিদে ছালাত বৈধ হওয়ার জন্য মসজিদের জমি ওয়াক্ফ হওয়াই যথেষ্ট। খাজনা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য সময়মত খাজনা পরিশোধ না করলে মসজিদ কমিটি কর্মীরা গোনাহগার হবেন। কেননা তাঁরা আল্লাহ্র ঘরের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

প্রশ্ন (১৮/১৮)ঃ 'ইয়া আল্লাহ' 'ইয়া মুহাম্মাদ' শব্দ কেন ব্যবহার করা হয়? মুহাম্মাদ (ছাঃ) কি একই সময়ে পৃথিবীর সব জায়গায় যেতে পারেন? কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দিবেন।

-শাহজাহান

জিন্নাহপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ

শিপইয়ার্ড, খুলনা।

উত্তরঃ 'ইয়া আল্লাহ' ও 'ইয়া মুহাম্মাদ' এই বাক্য দ্বয়ের প্রথমে 'ইয়া' শব্দটিকে আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায় 'হারফুন্ নিদা' বা সম্বোধন সূচক অব্যয় বলা হয়। এই শব্দ দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তিকে আহবান করা হয়। কখনো নিকটের কখনো দূরের কখনো উহ্য ব্যক্তিকে ডাক দেওয়া হয়। আবার কখনো শুধু তাম্বীহ বা সচেতন করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। -মিছবাহুল লুগাত পৃঃ ১০১৬ অধ্যায় ৬।

আল্লাহ ও মুহাম্মাদ এই দুই নামের পূর্বে 'ইয়া' শব্দ যোগ করে মূলতঃ আল্লাহ ও মুহাম্মাদকে আহ্বান করা হয়। তবে এই দুই নামের পূর্বে 'ইয়া' শব্দ ব্যবহারে আক্বীদাগত বিষয় সংশ্লিষ্ট রয়েছে। আক্বীদার দিক থেকে আল্লাহ ও মুহাম্মাদ নাম দ্বয়ের পূর্বে 'ইয়া' শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্র এক নয়। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সর্বক্ষণ সৃষ্টি জগতের সব কিছুর খবর রাখেন। সকলেরই কথা সরাসরি শুনতে পান ও সব কিছুই তাঁর গোচরে রয়েছে, সেহেতু তাঁর ক্ষেত্রে 'ইয়া' শব্দটি ব্যবহার করা যায়। কিন্তু মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নামের পূর্বে তাঁর মৃত্যুর পরে 'ইয়া' শব্দ ব্যবহার করা আক্বীদাগত দিক থেকে সঙ্গত বা বৈধ নয়। বিশেষ করে যখন নবী (ছাঃ)-কে হাযির-নাযির মনে করে তাঁর নামের পূর্বে 'ইয়া' শব্দ ব্যবহার করা হয়, তখন সেটা শিরকের পর্যায়ে চলে যায়। কেননা নবী (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই তাঁর জ্ঞান ও ইল্ম সর্ব ক্ষেত্রে অহী ব্যতীত বিরাজিত ছিলনা। মৃত্যুর পরে তো আরো সুদূর পরাহত।

সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তাকে যারা এক করে দেখাতে চান, সেই 'নররূপে নারায়ণ তত্ত্ব' বা অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী কুফরী দর্শনের অনুসারী কিছু বিভ্রান্ত মুসলমানের পক্ষ থেকে ষড়যন্ত্রমুলকভাবে এগুলো দেশে চালু করা হয়েছে। সাধারণ মুসলমানের ঈমান-আক্বীদা নষ্ট করার জন্য 'আল্লাহ' ও 'মুহাম্মাদ' দুটি নামকে মসজিদে, [illegible], বাসের মাথায় পাশাপাশি সুন্দরভাবে লেখা হচ্ছে। আয়নায় বাঁধিয়ে ঘরে টাঙানো হচ্ছে। কাঠের লেখা বা 'শো বক্স' করে ঘরের সৌন্দর্যের উপকরণ বানানো হচ্ছে। বর্তমানে মুহাম্মাদ-এর স্থলে 'ইয়া খাজা গরীব নেওয়ায' লেখা স্থান পাচ্ছে। এমনকি শুধু 'আল্লাহ' বা 'আল্লাহ' ও 'মুহাম্মাদ' লিখিত টুপী মাথায় দিয়ে অনেকে ছালাত আদায় করছেন এবং এর মাধ্যমে তাদের ছালাত বিনষ্ট করার পাঁয়তারা চলছে। নানা অপকৌশলে শিরকী আক্বীদাকে মুসলমানের ঘরে ঘরে প্রবেশ করানোর চক্রান্ত চলছে। অতএব আমাদের হুঁশিয়ার হওয়া উচিত। যাদের ঘরে এসব আছে, সেগুলি এখুনি সরিয়ে ফেলুন। যেসব মসজিদ ও বাসের মাথায় এসব লেখা আছে, সেগুলি মুছে ফেলুন। এসব লেখা টুপী বাদ দিয়ে অন্য সাদা টুপী মাথায় দিন। না পেলে খালি মাথায় ছালাত আদায় করুন। শিরকী চক্রান্ত হ'তে নিজেকে ও নিজের পরিবারকে বাঁচান!

প্রশ্ন(১৯/১৯)ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে ঠাট্টা বা কৌতুক করা জায়েয কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-ফারহানা ইয়াসমীন

দ্বাদশ শ্রেণী, বানিজ্য বিভাগ

সাতক্ষীরা সরকারী মহিলা কলেজ।

উত্তরঃ ইসলামের দৃষ্টিতে নির্মল আদর-সোহাগ ও নিঃস্বার্থ ভালবাসার ভিত্তিতে মার্জিত ভাবে ঠাট্টা ও কৌতুক করা জায়েয আছে। হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন যে, নবী (ছাঃ) আমাদের সাথে মেলামেশা করতেন। এমনকি আমার এক ছোট্ট ভাইকে (ঠাট্টা করে) বলতেন, হে আবু উমাইর তোমার নুগাইর কি করছে? আমার ভাইয়ের একটি নুগাইর ছিল তার সাথে সে খেলত। পরে সেটি মারা যায়। -বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত 'ঠাট্টা' অধ্যায় পৃঃ ৪১৬। উল্লেখ্য যে, নুগাইর এক প্রকার ছোট্ট বুলবুলি পাখী, যার ঠোঁট বা মাথা লাল। সেটিকে নিয়ে আবু উমাইর খেলা করত। সেটিকে লক্ষ্য করেই নবী (ছাঃ) আবু উমাইরের সাথে কৌতুক করতেন। আবু উমাইরের প্রকৃত নাম ছিল 'কাবশা'।

কিন্তু কৌতুক ও ঠাট্টা থেকে যদি কারো বিদ্রূপ ও উপহাস করা উদ্দেশ্য হয় কিম্বা কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা ও দুঃখ দেওয়া উদ্দেশ্য হয় অথবা ঠাট্টাকৃত ব্যক্তি অস্বস্তি বোধ করেন, তবে এরূপ কৌতুক ও ঠাট্টাকে দ্বীন ইসলামে হারাম করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিন গণ!

তোমাদের কেউ যেন অপর কাউকে ঠাট্টা-উপহাস না করে। কেননা সে উপহাস কারী অপেক্ষা উত্তম হ'তে পারে এবং কোন নারী যেন অপর কোন নারীকে উপহাস না করে। কেননা সে উপহাস কারিনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হ'তে পারে (হুজুরাত ১১)। উক্ত আয়াত থেকে দুঃখ দায়ক ঠাট্টাকে নিষেধ করা হয়েছে। ফলে প্রীতিভিত্তিক নিষ্কলুষ ঠাট্টা ব্যতীত অন্য কোন ঠাট্টা শরীয়তে বৈধ নয়।

প্রশ্ন (২০/২০)ঃ আপন ফুফাতো বোনের মেয়েকে বিয়ে করা কিংবা বিয়ের পরে দেন মোহর ধার্য করা যাবে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম
মহিষখোচা, আদিতমারী
লালমণিরহাট।

উত্তরঃ আপন ফুফাতো বোনের মেয়ে যেহেতু মুহরামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়, সেহেতু তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা নিঃসন্দেহে বৈধ ও জায়েয। যে সকল নারীর সাথে বিবাহ হারাম, পবিত্র কুরআনে তা উল্লেখিত হয়েছে। যেমন-

১. নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতাগণ যাদেরকে বিবাহ করেছেন, তোমরা তাদেরকে বিবাহ কর না' (নিসা ২২)। তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে তোমাদের (২) মাতা (৩) কন্যা (৪) ভগ্নি (৫) ফুফু (৬) খালা (৭) ভ্রাতুষ্পুত্রী (৮) ভাগিনেয়ী (৯) দুগ্ধ মাতা (১০) দুগ্ধ ভগ্নি (১১) শ্বাশুড়ী (১২) তোমাদের স্ত্রীদের পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যা.....(১৩) তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী (১৪) দুই ভগ্নিকে বিবাহে একত্রিত করা (নিসা ২৩)। এতদ্ব্যতীত মুমিনদের প্রতি আহলে কিতাব ব্যতীত সকল অমুসলিম নারীর সাথে বিবাহ হারাম করা হয়েছে। (বাক্বারাহ ২২১)।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত মুহরামাত নারী ছাড়াও হাদীছ থেকে বেশ কিছু নারীর সাথে বিবাহ করা হারাম সাব্যস্ত হয়েছে। যথাঃ বংশীয় সূত্রে যে সকল মহিলাকে বিবাহ করা হারাম, দুগ্ধ পান সূত্রেও সেসকল নারীকে বিবাহ করা হারাম। -বুখারী, মিশকাত 'নিকাহ' অধ্যায় হা/৩১৬১। অথচ কুরআনে শুধু দুধ মা ও দুধ বোনকে বিবাহ করা হারাম উল্লেখিত হয়েছে। অনুরূপভাবে হাদীছে ফুফু ও ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং খালা ও ভাগিনেয়ীকে একত্রে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। -বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৬০। অথচ কুরআনে শুধু সহোদর দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। মোটকথা যে সকল নারীকে কুরআন ও হাদীছে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে, ফুফাতো বোনের মেয়ে তার অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব তার সাথে বিবাহ বন্ধন জায়েয আছে।

২. কোনরূপ মোহর উল্লেখ ব্যতীতই বিবাহ করা জায়েয। যেমন আল্লাহ বলেন, 'স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে এবং কোন মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বে যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতেও তোমাদের কোন গোনাহ নেই (বাক্বারাহ ২৩৬)। হযরত আলক্বামা ও আসওয়াদ হ'তে বর্ণিত [illegible] আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করা হয় যে, জনৈক ব্যক্তি কোন[illegible] ধার্য না করেই বিবাহ করেছে। অতঃপর সে স্ত্রীর সাথে মেলামেশার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছে (এ বিষয়ে শারঈ সিদ্ধান্ত কি?)। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যাপারে তোমরা কোন হাদীছ পাচ্ছ না? সকলে বলে উঠলেন, হে আবু আব্দুর রহমান এব্যাপারে কোন হাদীছ পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি বললেন যে, আমি আমার বিবেচনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদান করব। সেটা যদি সঠিক হয়, তবে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। (অন্য বর্ণনায় যদি ভুল হয়, তবে তা আমার উপর বর্তাবে)। আর তাহ'ল এই যে, তার মোহর অনুরূপ মহিলার সম পরিমান মোহর হবে, তার কমও নয় বেশীও নয়। আর সে মীরাছ পাবে এবং তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে। এমন সময় আশজা' গোত্রের জনৈক ছাহাবী দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন আমাদের মধ্যে বরু' বিনতে ওয়াছিক নামের এক মহিলার ব্যাপারে নবী (ছাঃ) অনুরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন। সে এক পুরুষের সাথে (মোহর ছাড়া) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং মেলামেশার পূর্বেই তার স্বামী মারা যায়। তার মোহরের ব্যাপারে নবী (ছাঃ) অনুরূপ মহিলার সমপরিমান মোহর ধার্য করেন এবং তার মীরাছ ও ইদ্দত পালনের ফয়ছালা প্রদান করেন। একথা শুনে (খুশীতে) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) দু'হাত উঠিয়ে তাকবীর ধ্বনি দিলেন'। -নাসাঈ 'মোহর ছাড়াই বিবাহ বৈধ' অধ্যায় ২য় খণ্ড ৭৩ পৃঃ; তিরমিযী, 'যে মহিলার মোহর ধার্যের পূর্বেই স্বামী মারা যায়' অধ্যায় পৃঃ ২১৭।

উল্লেখিত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে মহিলার বিবাহের সময় মোহর ধার্য হয়নি, বিবাহের পরে তার মোহর ধার্য করা যাবে এবং সে মোহরের পরিমাণ হবে সম মর্যাদা সম্পন্ন মহিলার মোহরের সমতুল্য।

প্রশ্ন প্রেরণকারী ভাই-বোনদের প্রতি

- প্রশ্ন পৃথক ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হরফে লিখে ইনভেলাপে পাঠাবেন ও নীচে প্রশ্নকারীর নাম ও পূর্ণ ঠিকানা লিখবেন।
- ১টির বেশী প্রশ্ন পাঠাবেন না।
- প্রশ্ন অবশ্যই মান সম্পন্ন হ'তে হবে।
- ইতিপূর্বে প্রকাশিত প্রশ্নোত্তর পুনরায় প্রকাশ করা হয় না।

প্রশ্নোত্তরের বর্ষসূচী (সেপ্টেম্বর'৯৭ - আগস্ট'৯৮)

মাস	সংখ্যা	প্রশ্নকারী	প্রশ্ন	উত্তর সংখ্যা
সেপ্টেম্বর'৯৭	১/১	খায়রুল আনাম খাঁ কাটাখালি, সাতক্ষীরা।	যোহর ও আছরের ছালাতে শেষ দু'রাক'আতে সূরা মিলাতে হবে কি-না।	১(১)
"	"	নওশাদ আলী শিবপুর, রাজশাহী।	নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও নির্ধারিত ইমামের জন্য অপেক্ষা করা যাবে কি-না।	২(২)
"	"	ঐ	মাগরিবের জামা'আতের পূর্বে দু'রাক'আত সুন্নাত পড়া যাবে কি-না।	৩(৩)
অক্টোবর'৯৭	১/২	শিক্ষকবর্গ, আমনুরা ইসলামিয়া মাদরাসা, চাপাইনবাবগঞ্জ।	স্ত্রী গ্রামীণ ব্যাংকের সাথে সূদভিত্তিক লেনদেন করেন, একথা জেনেও যে ইমাম তা রোধ করার ব্যবস্থা নেন না, তার পিছনে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি-না।	১(৪)
"	"	সিরাজুদ্দীন, ডাঙ্গিপাড়া, রাজশাহী।	এক মুঠ দাড়ি রাখা বিষয়ে হুকুম কি?	২(৫)
"	"	সিরাজুল ইসলাম মোহনপুর, রাজশাহী	ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীর সংখ্যা ছয় না বারো?	৩(৬)
"	"	ঐ	খাই-খালাছী বা জমি ঠিকা দেওয়া জায়েয কি-না?	৪(৭)
"	"	আবদুছ ছামাদ, বুলারাটি, সাতক্ষীরা।	দু'আয়ে কুনূত রুকুর পূর্বে না পরে?	৫(৮)
"	"	ইমামুদ্দীন আখিলা, চাপাইনবাবগঞ্জ।	একামতের শেষে 'আল্লাহু আকবর' দু'বার না একবার?	৬(৯)
"	"	আবদুল বাছীর ছয়রশিয়া, চাপাইনবাবগঞ্জ।	জুম'আর আযান একটা না দু'টা?	৭(১০)
"	"	আবদুল কাদের, পাবনা।	চোখ অপারেশন করা জায়েয কি-না।	৮(১১)
"	"	প্রধান শিক্ষক, বড় বনগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাজশাহী।	ইমামতির বিনিময়ে বায়তুল মালের সিকি গ্রহণ করা জায়েয কি-না।	৯(১২)
"	"	ঐ	বায়তুল মালের হকদার গণের পক্ষ হ'তে ইমামের ভাতা দেওয়া যাবে কি-না।	১০(১৩)
নভেম্বর'৯৭	১/৩	আবদুল হান্নান চক কাযীযিয়া, রাজশাহী।	ওশরের ধান মসজিদে দেওয়া যাবে কি-না।	১(১৪)
"	"	ফারযানা ইয়াসমীন হাতেম খাঁ, রাজশাহী।	মেয়েদের ফরয ছালাতে একাকী বা জামা'আতে একামত দিতে হবে কি-না।	২(১৫)
"	"	তাসলীমা ইয়াসমীন রাজশাহী।	মেয়েদের কপালে টিপ, হাতে নেইল পালিশ ও বড় বড় নখ রাখা সম্পর্কে বিধান কি?	৩(১৬)
"	"	আবদুস সালাম আরবী প্রভাষক, কামারখন্দ আলিয়া মাদরাসা, সিরাজগঞ্জ।	তাশাহহুদের বৈঠকে শাহাদত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারার নিয়ম কি?	৪(১৭)
"	"	আবুদর রহীম নবাব জায়গীর মাদরাসা পোঃ সুন্দরপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ।	মৃতের উদ্দেশ্যে কুরআনখানী করা যাবে কি?	৫(১৮)
"	"	আহসান হাবীব মেহেরপুর।	নিজ নাতনী বা নিজ বোনের নাতনী বিবাহ করা যাবে কি?	৬(১৯)
"	"	এম. এম. রহমান	মাইকে আযান দেওয়া বিধিসম্মত কি-না।	৭(২০)

		মালোপাড়া, রাজশাহী।		
"	"	ঐ	কাউকে 'মাওলানা' বলা যাবে কি-না।	৮(২১)
"	"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক ভুক্তভোগী	এক সাথে তিন তালাকের পরে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার বিধান কি?	৯(২২)
"	"	আবদুস সালাম সারাই (বিদ্যাপাড়া), হারাগাছ, রংপুর।	আযানের জওয়াব না দিয়ে ইফতার করা যাবে কি-না।	১০(২৩)
ডিসেম্বর'৯৭	১/৪	আবু আহসান ২য় বর্ষ, ইসলামের ইতিহাস, রাঃ বিঃ।	দাফন কালে 'মিনহা খালাক্বনা-কুম'-পড়া যাবে কি-না।	১(২৪)
"	"	তাওহীদুয যামান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।	'হীলা' প্রথা জায়েয কি-না।	২(২৫)
"	"	আব্বাস আলী, বেড়ের বাড়ী, বগুড়া।	শা'বানের ছিয়াম-এর শারঈ বিধান কি?	৩(২৬)
"	"	ডাঃ এস, এম, রুস্তম আলী ধোপাঘাটা, রাজশাহী।	মৃত মহিলাকে তার স্বামী গোসল দিতে পারবে কি-না।	৪(২৭)
"	"	তাওহীদুয যামান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।	খাওয়ার সময় সালাম দেওয়া বা সালামের জওয়াব দেওয়া যাবে কি-না।	৫(২৮)
"	"	এস, এম, আযীযুল্লাহ এম, এ (পূর্ব ভাগ) রাজঃ বিশ্বঃ	প্রথম তাশাহহুদে বসতে ভুল হ'লে পরে কি করব?	৬(২৯)
"	"	ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক বিরামপুর বাজার, দিনাজপুর।	মাত্র এক পা আগে বেড়ে ইমামতি জায়েয কি-না।	৭(৩০)
"	"	আবদুল্লাহ বিন মুছতফা ভালুকগাছি, রাজশাহী।	রেডিও- টিভির আযানের আগে ইফতার করা যাবে কি-না।	৮(৩১)
"	"	আবদুস সুবহান ভালুকগাছি, রাজশাহী।	রহমত, মাগফিরাত ও নাজাত- এই ভাবে রামাযানকে ভাগ করা যাবে কি-না।	৯(৩২)
"	"	ঘাষিগ্রাম মসজিদ কমিটি মোহনপুর, রাজশাহী।	মসজিদের আয়তন বৃদ্ধির জন্য কবরস্থানের জায়গা নেওয়া যাবে কি-না।	১০(৩৩)
জানুয়ারী'৯৮	১/৫	ফযলুর রহমান গড়ের ডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।	৫০০০/= টাকার একটি ছাগল ও ৪০০০/= টাকার ২টি ছাগল কুরবানীর মধ্যে কার ছওয়াব বেশী হবে?	১(৩৪)
"	"	ঐ	বন্ধকের শারঈ বিধান কি?	২(৩৫)
"	"	সুলতান মাহমূদ সম্পাদক, পাকুড়িয়া ইয়াতীমখানা. নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সহ বর্তমান ইউ, পি কাঠামো ও উক্ত নির্বাচনে অংশ নেওয়া জায়েয হবে কি-না।	৩(৩৬)
"	"	মুহাম্মাদ আলমগীর প্রভাষক জামতৈল ডিগ্রী কলেজ, সিরাজগঞ্জ।	সাহারীর আযান বিধিসম্মত কি-না? ঐসময় বাঁশী বাজানো, গযল গাওয়া ও মাইকে ডাকাডাকি করা জায়েয কি-না।	৪(৩৭)
"	"	ছদরুল আনাম উত্তর পতেংগা, চট্টগ্রাম।	প্রচলিত মাযহাবী ফের্কার উৎপত্তি কখন থেকে ও এর পরিণতি কি?	৫(৩৮)
"	"	আবদুল ওয়াজেদ পাঁচপটল, টাংগাইল।	রেডিও -টিভির খবর অনুযায়ী ঈদ করা যাবে কি-না।	৬(৩৯)
"	"	আবুল কালাম আযাদ চক কাযীযিয়া, রাজশাহী।	অধিকাংশ ব্যবসায় পণ্যের গায়ে প্রাণীর ছবি। এসব পণ্যের ব্যবসা করা যাবে কি-না।	৭(৪০)
"	"	ঐ	ছালাতের মধ্যে সূরা পাঠে কুরআনী বিন্যাস অপরিহার্য কি-না। ভুল হওয়ার ভয়ে সূরা ইখলাছ পড়ার বিধান আছে কি-না।	৮(৪১)

"	"	ইমামুদ্দীন নাচোল, চাপাই নবাবগঞ্জ।	তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের মধ্যে পার্থক্য কি? এশার পরেই তারাবীহ পড়া বিধিসম্মত কি-না।	৯(৪২)
"	"	আরীফুর রহমান চরকুড়া, সিরাজগঞ্জ।	কুরআনের আয়াত দ্বারা তাবীয লটকানো জায়েয কি-না।	১০(৪৩)
ফেব্রুয়ারী'৯৮	১/৬	আব্দুল মোহায়মেন ঘোড়ামারা, রাজশাহী।	৭ দিনের পরে আকীকা করলে তা বিধিসম্মত হবে কি-না। আকীকার পশু কেমন হওয়া উচিত? গোস্ত কি করতে হবে?	১(৪৪)
"	"	আবদুল মালেক নওদাপাড়া, রাজশাহী।	খেযাব দিয়ে চুল-দাড়ি কালো করা যাবে কি?	২(৪৫)
"	"	আবদুর রহমান বিলচাপড়ী, ধুনট, বগুড়া।	ফরয ছালাত শেষে প্রচলিত সম্মিলিত দো'আ সম্পর্কে ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্ত কি?	৩(৪৬)
"	"	সুলতানা, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।	'পীর' না ধরলে জান্নাত পাওয়া যাবে কি-না।	৪(৪৭)
"	"	হাসানুয যামান ও সৈয়দ আলী রাজপুর, সাতক্ষীরা।	সন্তান না নেওয়ার আশায় অপারেশনকারীর পিছনে ছালাত আদায় সিদ্ধ হবে কি-না।	৫(৪৮)
"	"	আবদুল হান্নান, তানোর, রাজশাহী।	টাকা দ্বারা ফিৎরা দেওয়া যাবে কি-না।	৬(৪৯)
"	"	আবুল কালাম আযাদ তানোর, রাজশাহী।	জন্মনিয়ন্ত্রণ জায়েয কি-না।	৭(৫০)
"	"	ঐ	ব্যবসায়ে লাভের সর্বোচ্চ পরিমাণ কত হ'তে পারে এবং বাকীতে বিক্রয় মূল্যে কমবেশী করা যাবে কি-না। দ্রঃ সংশোধনী, আগষ্ট'৯৮ সংখ্যা, পৃঃ ৫৩।	৮(৫১)
"	"	ইউনুস আলী ফিংড়ী, সাতক্ষীরা।	'ফজরের জামা'আত শুরু অথবা চারিদিকে লাল আভা ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত সাহারী চলবে এবং এটাই ছহীহ হাদীছের বিধান'। কথাটা কতটুকু সঠিক।	৯(৫২)
"	"	মূসা ধূরইল, রাজশাহী।	চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের শেষ দু'রাক'আত পেলে মসবুক কি শুধু সূরায়ে ফাতিহা পড়বে না অন্য সূরা মিলাবেন?	১০(৫৩)
মার্চ'৯৮	১/৭	রেযাউল ইবনে নুরশাদ কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ, রাঃ বিঃ।	ইফতারের পূর্বে হাত তুলে মুনাজাত করা যাবে কি-না।	১(৫৪)
"	"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাবুপাড়া, পাংশা, রাজবাড়ী।	সাহারীর পূর্বে বা পরে স্বপ্নদোষ হলে ছিয়াম নষ্ট হবে কি-না।	২(৫৫)
"	"	নার্গিস ইসলাম জামালপুর মহিলা মাদরাসা জামালপুর।	খতমে কুরআনের নিয়ত অনিবার্য কারণে অন্যের মাধ্যমে পূরণ করা যাবে কি-না।	৩(৫৬)
"	"	***	মৃতের জন্য কুরআনখানী ও ছওয়াব রেসানী। পুনরুক্তঃ ১/৩ সংখ্যা, ৫ (১৮)।	৪(৫৭)
"	"	আরীফুর রহমান, চরকুড়া, সিরাজগঞ্জ	পশুর সাথে যেনা করলে তার বিধান কি?	৫(৫৮)
"	"	বনী আমীন, তাবলীগ সম্পাদক, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ মেহেরপুর সাংগঠনিক জেলা।	তারাবীহ্র ছালাতের সঠিক সময় কোন্‌টা ?	৬(৫৯)
"	"	হাসান আলী জামদহ বৈদ্যপুর, মান্দা, নওগাঁ।	হানাফী পরিবারে বিবাহ করা যাবে কি-না। বিবাহের পদ্ধতি, বিয়ের পরে দু'রাক'আত নফল ছালাত ও বৌভাত অনুষ্ঠান সম্পর্কে শারঈ বিধান কি?	৭(৬০)
"	"	আবদুল হাসিব কাঁটাবাড়িয়া, বগুড়া।	ঈদায়নের ছালাতের সঠিক সময় কখন? দ্রঃ সংশোধনী, আগষ্ট'৯৮ সংখ্যা, পৃঃ ৫৩।	৮(৬১)

"	"	আবদুল ওয়াদূদ কাঁটাবাড়িয়া, বগুড়া।	ঈদায়নের প্রচলিত তাকবীর 'আল্লাহ আকবর ...ওয়া লিল্লা-হিল হাম্দ' সুন্নাত সম্মত কি-না।	৯(৬২)
"	"	আবদুল মতীন মেহেন্দীপুর, বগুড়া।	কুরবানীদাতা অন্য খাদ্য দ্বারা ইফতার করতে পারেন কি-না।	১০(৬৩)
এপ্রিল'৯৮	১/৮	আবুল মনছুর, চকলোকমান কলোনী, বগুড়া।	দ্বীন ইসলামে চিকিৎসার কিরূপ অবকাশ রয়েছে? হোমিও শিক্ষা করা ও চিকিৎসা নেওয়া যাবে কি?	১(৬৬)
"	"	ঐ	চিকিৎসার স্বার্থে গায়ের মুহরামের সাথে কথোপকথন, দর্শন ও শরীর স্পর্শ করা যাবে কি-না?	২(৬৭)
"	"	শেখ মাহতাবুদ্দীন আহমাদ রাজশাহী।	মোহর সম্পূর্ণ বা কিছু বাকী রেখে বিবাহ করা জায়েয কি-না?	৩(৬৮)
"	"	হাসান আলী জমেদহ বৈদ্যপুর, মান্দা, নওগাঁ।	মোহর কি কারণে দিতে হয়? মোহরের উর্ধতম ও নিম্নতম পরিমাণ কত? মোহর পরিশোধ করা কি ফরয? দ্রঃ সংশোধনী, আগস্ট'৯৮ সংখ্যা, পৃঃ ৫৩।	৪(৬৯)
"	"	শহীদুল ইসলাম বোনারপাড়া ডিগ্রী কলেজ, গাইবান্ধা।	স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে জামা'আত করে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করতে পারবে কি?	৫(৭০)
"	"	আব্দুল জলীল রুদ্রেশ্বর কাকিনা, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট।	মদীনা থেকে জনৈক শেখ আহমাদ প্রচারিত 'যরূরী বার্তা'র সত্যাসত্য সম্পর্কে। দ্রঃ সংশোধনী, আগষ্ট'৯৮ সংখ্যা, পৃঃ ৫৩।	৬(৭১)
"	"	আবদুল হান্নান সেনেরগাতি, সাতক্ষীরা।	একটি গরু ৩/৫/৭ ভাগে কুরবানী জায়েয হবে কি?	৭(৭২)
"	"	আশরাফ আলী মিয়াপুর কুমার সেন্টার, বগুড়া।	শ্বাশুড়ীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের ফলে নিজ স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হবে কি-না।	৮(৭৩)
"	"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রাজশাহী।	ছালাতের বাইরে ও ভিতরে ইমাম, মুক্তাদী, তেলাওয়াতকারী ও শ্রোতাদের আয়াতের জওয়াব দিতে হবে কি? দ্রঃ সংশোধনী, আগস্ট'৯৮ সংখ্যা, পৃঃ ৫৩।	৯(৭৪)
"	"	মুহিউদ্দীন মল্লিক আন্দারিয়া পাড়া, নওগাঁ।	আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর পাগড়ী কত হাত লম্বা ছিল?	১০(৭৫)
"	"	আসমা আখতার ও রোযীনা ইয়াসমীন সরকারী পাইওনিয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়, খুলনা।	পায়ে মেহেন্দী লাগানো যায় কি-না। দ্রঃ সংশোধনী, আগষ্ট'৯৮ সংখ্যা, পৃঃ ৫৩।	১১(৭৬)
"	"	বাবলুর রহমান, বান্দাইখাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, আত্রাই, নওগাঁ।	অর্থ না বুঝে শুধু কুরআন তেলাওয়াতে পূর্ণ ছওয়াব পাব কি?	১২(৭৭)
"	"	ফযলুল হক মাদরাসাতুল হাদীছ, নাযিরা বাজার, ঢাকা।	মৃত ব্যক্তির নামে দান-খয়রাতের ছওয়াব তিনি পাবেন কি-না এবং ৩০/৪০ দিবসে মৃতের নামে যে 'খানা'-র ব্যবস্থা হয়, তাতে মৃতের কোন ফায়েদা আছে কি?	১৩(৭৮)
"	"	গোলাম রহমান বাটরা, সাতক্ষীরা।	বক্তৃতার শুরুতে সালাম দিবে, না কিছু বলার পর সালাম দিবে?	১৪(৭৯)
"	"	মুযাফ্ফর হুসাইন নওদাপাড়া, রাজশাহী।	মুকুল ও ফল বিহীন গাছ অগ্রিম বিক্রয় করা যায় কি? ২/৫ বছরের চুক্তিতে আম গাছ বিক্রি করা যাবে কি? দ্রঃ সংশোধনীঃ ১/৯ সংখ্যা, পৃঃ ৫৬।	১৫(৮০)
মে'৯৮	১/৯	মুনীরুয যামান কুমিল্লাহ সেনানিবাস, কুমিল্লা।	ব্যাংকে সঞ্চিত টাকার লাভ নেওয়া যাবে কি?	১(৮১)
"	"	লুৎফর রহমান মণ্ডল বড় সোহাগী, গাইবান্ধা।	হানাফী ইমাম বলেন, রাফ'উল ইয়াদায়েন করাও ঠিক না করাও ঠিক। আসলে কোনটা ঠিক?	২(৮২)
"	"	শফীকুল ইসলাম	নিকটবর্তী হানাফী মসজিদে ছালাত আদায় না করে	৩(৮৩)

		এ, এম, আই, রাজশাহী।	বাড়ীতে সপরিবারে জামা'আতে ছালাত আদায় করা সম্পর্কে। দ্রঃ সংশোধনী প্রস্তাবের জবাব, আগষ্ট'৯৮ সংখ্যা পৃঃ ৫৪।	
"	"	হাসানুয্ যামান রাজপুর, সাতক্ষীরা।	চার রাক'আত সুন্নাত এক সালামে পড়া যাবে কি? যদি যায়, তবে শেষের দু'রাক'আতে সূরা মিলাতে হবে কি? দ্রঃ সংশোধনী জবাব আগষ্ট'৯৮ পৃঃ ৫৪।	৪(৮৪)
"	"	সোলায়মান আলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তর লালপুর, নাটোর।	বিবাহ করা কি ফরয? বিবাহ তরককারীর হুকুম কি?	৫(৮৫)
"	"	আবদুল জলীল, মহাদেবপুর, নওগাঁ।	'যঈফ' হাদীছের উপরে আমল করা যাবে কি?	৬(৮৬)
"	"	আফসার আলী হাঁসমারী, নাটোর।	মীলাদ উপলক্ষে আয়োজিত শরীয়ত অনুযায়ী জালসা ও খানা-পিনায় অংশগ্রহণ করা যাবে কি-না।	৭(৮৭)
"	"	মিসেস নূরুন্নাহার পীরগাছা, রংপুর।	লাইগেশন বা ভ্যাসেক্টমী করা নারী বা পুরুষের জানাযা হবে কি?	৮(৮৮)
"	"	ওবায়দুর রহমান মোহাম্মাদপুর, কুষ্টিয়া।	মসজিদে বা বাইরে গান, গযল, জাগরণী ইত্যাদি গাওয়া যাবে কি?	৯(৮৯)
"	"	ছিদ্দীকুর রহমান তাহেরপুর, রাজশাহী।	ছালাতের মধ্যকার দু'আ সমূহে একবচনের স্থলে বহুবচন পড়া যাবে কি?	১০(৯০)
জুন'৯৮	১/১০	আলতাফ হোসায়েন নাটোর।	একতলা পুরানো মসজিদ ভেঙ্গে সেখানে মসজিদের মার্কেট করে দোতলায় মসজিদ নির্মাণ করা যাবে কি-না।	১(৯১)
"	"	আবদুল হক তোফরুল্লাহ হাজীর টোলা, দেবীনগর, নবাবগঞ্জ।	মসজিদের জমি ওয়াকফের জন্য কতদিন দেরী করা যায়?	২(৯২)
"	"	সোলায়মান আলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দফতর লালপুর, নাটোর।	মহিলাদের পোষাক কেমন হওয়া উচিত?	৩(৯৩)
"	"	মুখলেছুর রহমান ও তোফায্যল দুর্গাপুর, রাজশাহী।	ছালাতে কাতার করার সময় ইমাম ছাহেব ৬/৮ ইঞ্চি ফাঁক ফাঁক করে দাঁড়াতে বলেন। এটা ঠিক কি-না।	৪(৯৪)
"	"	মু'তাছিম বিল্লাহ রফীক সাকোয়া, কেশরহাট, রাজশাহী।	প্রচলিত গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি, সরকার গঠন ও পরিচালনা পদ্ধতি ইসলামী শরীয়তে জায়েয কি-না।	৫(৯৫)
"	"	মুহাম্মাদ রিয়াযুল ইসলাম হাজীপুর, জামালপুর।	শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর পায়ে সালাম করা ও সালামীর টাকা গ্রহণ করা জায়েয কি?	৬(৯৬)
"	"	ইউনুস আলী, বড় দরগা, রংপুর।	মীলাদ পড়া জায়েয কি?	৭(৯৭)
"	"	মুহাম্মাদ মুর্তযা রায়দৌলতপুর, সিরাজগঞ্জ।	মুর্দাকে দাফন করে নিকটতম ব্যক্তিগণ কিছুক্ষণ কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চাইতে পারে কি?	৮(৯৮)
"	"	আতাউর রহমান উত্তর ভাদিয়ালী, সাতক্ষীরা।	মসজিদের অর্থ সর্দারের কাছে জমা থাকলে তা থেকে তিনি নিজের বা সমাজের জন্য হাওলাত নিতে পারেন কি?	৯(৯৯)
"	"	আবদুল গোফরান ভাইস প্রেসিডেন্ট, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।	মু'আনাক্বার শারঈ বিধান কি?	১০(১০০)
জুলাই'৯৮	১/১১	আতীকুর রহমান সরকার দেবীদ্বার, কুমিল্লা।	যদি খুৎবার সময় আযান দেওয়া হয়, তাহ'লে মুছল্লীরা কখন আসবে? সূরায়ে জুম'আয় বর্ণিত আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা কি?	১(১০১)
"	"	আবদুল লতীফ	গাছের প্রথম ফল মসজিদে আনা বা গরীবদের দান করা	২(১০২)

		রাজপুর, সাতক্ষীরা।	বিষয়ে শরীয়তের বিধান কি?	
"	"	মুযাফ্ফর বিন মুহসিন বাউসা হেদায়াতী পাড়া, রাজশাহী।	ছেলে মুসলমানীর দিন গরু-খাসী যবহ করে আত্মীয়-স্বজন দাওয়াত করে খাওয়ানো জায়েয কি-না।	৩(১০৩)
"	"	হোসনেআরা আফরোয বোহাইল, বগুড়া।	কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা শরীয়ত সম্মত কি-না।	৪(১০৪)
"	"	মাহফূয, বিরামপুর, জোয়াল কামড়া, দিনাজপুর।	বৈশাখী মেলায় যাওয়া ও ঐ মেলার টাকা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নেওয়া যাবে কি-না।	৫(১০৫)
"	"	তাজুদ্দীন আহমাদ মহারাজপুর, নাটোর।	কাদিয়ানীরা কি? এদের পরিণতি কি? ইমাম মাহদী ও দাজ্জালের আবির্ভাব কখন হবে?	৬(১০৬)
"	"	সাখেরা বেগম চাপাচিল, পীরব, বগুড়া।	নারী-পুরুষের ছালাতে পার্থক্য কি কি? ফরয ছালাতে মহিলাদের ইক্বামত দিতে হবে কি-না?	৭(১০৭)
"	"	আবু হানীফ শিকদার মিয়াপাড়া, গোপালগঞ্জ।	পেশাব করে বাইরে এসে নাচানাচি করা হয় ও বলা হয় যে, ঢেলা না নিলে নাপাকী থেকে যায়। বিষয়টি শরীয়ত সম্মত কি-না।	৮(১০৮)
"	"	এমরান আলী, কাদীরগঞ্জ, রাজশাহী।	কবরের পার্শ্বে কুরআন পাঠ করা যাবে কি?	৯(১০৯)
"	"	নূর মুহাম্মাদ বল্লা বাজার, টাংগাইল।	মসজিদ সংলগ্ন জমি মসজিদে ওয়াকফ করে দিব বলে কথা দিই। কিন্তু আমার ছোট ভাই বাড়ী করার জন্য সেটি খরিদ করতে চায়। মসজিদ কমিটিও তাতে রাযী। এক্ষণে ঐ জমি আমি বিক্রি করতে পারব কি-না।	১০(১১০)
আগষ্ট'৯৮	১/১২	মুহাম্মাদ তাহের আলী জনেশ্বরীতলা, বগুড়া।	ইমাম যদি مغضوب কে 'মাগদূব' ও ضالين কে 'দাল্লীন' পড়েন, তাহ'লে ইমাম ও মুক্তাদীর ছালাত বাতিল হবে কি?	১(১১১)
"	"	আবদুল মোত্তালেব মণ্ডল বাখড়া (দক্ষিণ পাড়া), মোলামগাড়ীহাট, জয়পুরহাট।	অনেক আলেম বলেন, আল্লাহ নিরাকার। আকার থাকলে নিশ্চয়ই তাঁর আহার-নিদ্রা সবই থাকত। এর জওয়াব কি?	২(১১২)
"	"	নূরুদ্দীন আহমাদ মাঝডাঙ্গা, কোতোয়ালী, দিনাজপুর।	যাকাত-ফিৎরার টাকা দিয়ে গোরস্থানের জমি খরিদ করা যাবে কি?	৩(১১৩)
"	"	আবুল ফযল মোল্লা কুমারখালী, কুষ্টিয়া।	মাসিক মদীনা পাঠে জানতে পারলাম, রাসূল (ছাঃ) রাত্রিতে ইন্তেকাল করেছেন। কথা কি ঠিক?	৪(১১৪)
"	"	আবুল কালাম আযাদ রুদ্রেশ্বর, কাকিনা বাজার লালমনিরহাট।	চিশতিয়া ও মাইজভাণ্ডারী তরীকা পন্থীদের সাথে আত্মীয়তা বা তাদের বাড়ীতে খানা-পিনা করা যাবে কি-না।	৫(১১৫)
"	"	মেহদী, মৈশালা দারুল উলুম দাখিল মাদরাসা, পাংশা, রাজবাড়ী।	ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীর ৬ ও ১২, কোন্‌টি ছহীহ?	৬(১১৬)
"	"	খায়রুল ইসলাম গাংনী, মেহেরপুর।	মৃত পিতার পরকালীন মুক্তির উদ্দেশ্যে সন্তানদের পক্ষ হ'তে ফক্বীর-মিসকীন খাওয়ানো সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি?	৭(১১৭)
"	"	মুহাম্মাদ ইদ্রীস আলী সহকারী শিক্ষক, উজানকলসী উচ্চ বিদ্যালয়, দূর্গাপুর, রাজশাহী।	কুরআনের বহু স্থানে আল্লাহ নিজের জন্য বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর ব্যাখ্যা কি?	৮(১১৮)
"	"	মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম রাজবাড়ী, মুরাদনগর, কুমিল্লা।	আবদুল ওহাব নাজদী কে? তাঁকে শয়তান বলা হয় কেন? ওহাবীদের উৎপত্তি কখন থেকে? এটা কি কুফরী নাম?	৯(১১৯)
"	"	মুহাম্মাদ মাহতাবুদ্দীন কাজীপাড়া, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।	হজ্জ করে ফেরার পর তিনদিন খানকায় কাটাতে হবে। গরু-খাসী কুরবানী দিয়ে বাড়ীতে ঢুকতে হবে, বাজারে যাওয়া চলবেনা, গেলেও একদরে জিনিস কিনতে হবে ইত্যাদি বিষয়গুলি শরীয়ত সম্মত কি-না।	১০(১২০)